কাবার পথে রাসুল(সাঃ) এর দেশে

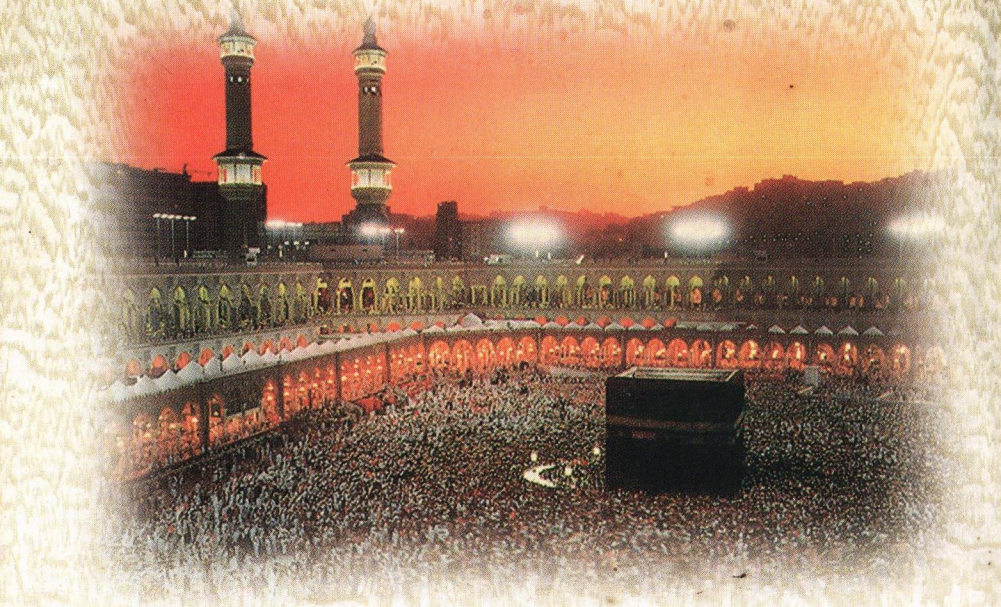

হাফেজা আসমা খাতুন

কাবার পথে রাসূল সা.-এর দেশে

হাফেজা আসমা খাতুন

সাফওয়ান পাবলিকেশন ঢাকা

www.pathagar.com

কাবার পথে রাসূল সা. -এর দেশে

হাফেজা আসমা খাতুন

প্রকাশক
মোঃ নিয়াজ মাখদুম
সাফওয়ান পাবলিকেশন ঢাকা
৪৪৫/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৫৩৭৪৩, ৪১৩২৯০

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০১ইং

প্রচ্ছদ
মোবাশ্বের মজুমদার

সম্পাদনায়
আবুল কালাম আজাদ

কম্পিউটার কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ বড় মগবাজার অয়ারলেস রেলগেট
ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৯৩৪২২৪৯

মুদ্রণ
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Kabar Pathay Rasuler Deshey by Hafeza Asma Khatun, Published by Md. Niaz Makhdum, Safwan Publication, 445/1 Elephant Road, Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Phone : 9353743, 413290.

Price :

www.pathagar.com

লেখিকার কথা

১৯৯২ সালের ৫ জুন আমার জীবনের একটি কাঙ্খিত এবং অতি পবিত্র স্মরণীয় দিন। এ দিনেই সৌদি সরকারের মেহমান হিসেবে আল্লাহর ঘরে প্রথম হজ্ব পালনের সুযোগ আল্লাহ্ পাক আমাকে করে দিলেন। আমি তখন বাংলাদেশের ৫ম জাতীয় সংসদের সদস্য। সৌদি সরকার প্রতি বছরই বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে মন্ত্রী, এমপি, আর্মি-জেনারেল এবং ব্রিগেডিয়ারদের দাওয়াত দিয়ে আল্লাহর ঘরে পবিত্র হজ্ব পালনের সুযোগ করে দেন। তাতে যেমন বিভিন্ন দেশের সরকারি এবং আর্মি কর্মকর্তাগণ হজ্ব পালনের সুযোগ পেয়ে ধন্য হন, তেমনি সৌদি সরকারের সংগে একটা সদ্ভাব এবং সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কও গড়ে উঠে। আমিও সেভাবেই হজ্ব পালনের সুযোগ পেয়ে গেলাম। ইরান সফরের পর পরই হজ্ব পালনের সুযোগ পেয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভারে উঠে।

ঐ হজ্ব পালনের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী (তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী)সহ যেসব পলিটিক্যাল ফিগারদের সংগে আমার ঘনিষ্টভাবে মেশার ও জানার সুযোগ হয়েছিল তা আমার যে ঘর মুমিনের অন্তরকে চুম্বকের মতো টানে লেখায় পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনরা জানতে পারবেন। তাছাড়া সৌদি সরকারের মেহমান হিসেবে হজ্ব পালনে তাঁরা কি ধরণের অতিথি সেবা করে থাকেন তাও পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনরা জানার সুযোগ পাবেন আমার এ লেখাটিতে।

দ্বিতীয়বার আমি হজ্ব পালন করি, আমার ছোট ছেলে আবুজর গীফারী কলেজের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের লেকচারার, রেডিও-টিভির সংবাদ পাঠক মোঃ সাইফুল্লাহ মানছুরের সংগে। আমার ছেলের সাথে হজ্ব পালনের আগে তিন মাস আমার মেয়ের বাসায় জেদ্দায় থাকার সুযোগ হয়েছিল। মেয়ে জামাই আবদুল্লাহ মামুন আল আজামী, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের বড় ছেলে, আইডিবি, জেদ্দার ষ্টুডেন্টস অরগানাইজার।

www.pathagar.com

ঐ সময় সৌদি আরবের বিখ্যাত বিমান বন্দর জেদ্দা, যা সমুদ্র বন্দরও বটে, ভালভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। তার সে বিবরণও বইটিতে রয়েছে। এতে সৌদি আরবের বিখ্যাত শহর জেদ্দা আমার কলমে পাঠক পাঠিকা ভাই বোনদের অনেকখানি দেখা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া সৌদি আরব একটি মুসলিম দেশ। পবিত্র কাবার দেশও বটে। একটি মুসলিম দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এর ঐতিহ্য যেমন হওয়া উচিত, সৌদি আরবের জেদ্দাসহ প্রতিটি শহরেই তা বিদ্যমান।

এরপর জেদ্দা থেকেই আমাদের হজ্ব কাফেলা, আমার ছেলে, ছেলের বৌ, বড় মেয়ে, মেয়ের জামাই, ছোট বোন, বোনজামাই সকলের সাথে হজ্ব পালনের যে সৌভাগ্য হয়েছিল, তারও বিবরণ রয়েছে "কাবার পথে রসুলের (সাঃ) দেশে" বইটিতে।

হজ্ব সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সাথে সাথে বইটি পাঠকদের নির্মল আনন্দের খোরাকও যোগাবে ইনশাআল্লাহ। "কাবার পথে রসুলে (সাঃ) দেশে" বইটি পাঠক পাঠিকাদের কাছে যথেষ্ঠ সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

হাফেজা আসমা খাতুন

২৮/১০/২০০০ ইং

www.pathagar.com

সুচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
◆ কাবার পথে রাসূল সা.-এর দেশে	-	৭
❑ ভূমিকা	-	৭
❑ যাত্রা শুরু	-	৭
❑ জেদ্দা বিমান বন্দর	-	৮
❑ মসজিদ ও মোশরেফা এলাকা	-	৯
❑ মুসলমানের প্রথম শর্ত নামায	-	১১
❑ বাংলাদেশে মুসলমানদের জাতীয় পোশাক	-	১২
❑ বাংলাদেশে বিজাতীয় সংস্কৃতির সয়লাব	-	১২
◆ পবিত্র ওমরা পালন	-	১৪
❑ সকলের জন্য প্রাণভরে দোয়া	-	১৭
❑ মরুভূমি হলো সবুজ বনানীর লিলাভূমি	-	১৯
◆ জেদ্দার কয়েকটি মার্কেট	-	২০
❑ হারায মার্কেট	-	২২
❑ সুলেমানিয়া মার্কেট	-	২২
❑ হালাক মার্কেট ও আলবাইক রেস্টুরেন্ট	-	২৩
◆ আমেরিকান রেস্টুরেন্ট	-	২৩
◆ লোহিত সাগরের পানি সৌদিকে প্লাবিত করেনা	-	২৪
◆ হোটেল কাকীতে	-	২৫
◆ পবিত্র হজ্ব পালন	-	২৬
❑ তানিম রওয়ানা	-	২৭
❑ দুনিয়ার সবচেয়ে শান্তির জায়গা	-	২৯
❑ কাবার টান মনের গহীনে	-	২৯
❑ তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়ার ভাই-বোনরা	-	৩১

www.pathagar.com

বিষয়		পৃষ্ঠা
❑	ইরানী ভাই-বোনরা	৩১
❑	মিনার পথে	৩৪
❑	আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা	৩৭
❑	শ্রীলঙ্কার হাজী বোনদের সাথে	৪০
❑	মুজদালিফা থেকে	৪২
❑	কঙ্কর নিক্ষেপ	৪৪
❑	আইডিবির ক্যাম্পাসে দাওয়াত	৪৮
❑	মদীনার পথে	৫৫
❑	ঐতিহাসিক ওহুদ পাহাড়	৫৭
❑	মসজিদে নববীতে	৫৮
❑	নবীজি (সা.)-এর রওজা জেয়ারত	৬০
❑	রওজাতুম মির রিয়াজুল জান্নাত	৬৩
❑	জান্নাতুল বাকী	৬৪
◆	যে ঘর মুমিনের অন্তরকে চুম্বকের মতো টানে	৭০
◆	সৌদি এমবেসীর চার্জ-দ্য এফেয়ার্স	৭১
◆	বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাথে	৭৪
◆	জেদ্দায় কয়দিন	৭৫

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কাবার পথে রাসূল (সাঃ)-এর দেশে

ভূমিকা

এবার পবিত্র মাহে রমযান শুরুর আগেই নিয়াত করে ফেললাম যে, এবার আমার বড় মেয়ে, জামাই, ছোট ছেলে, বৌ, বোন, বোন জামাইসহ আমরা একসাথে পবিত্র কাবায় হজ্ব পালন করবো ইনশাআল্লাহ।

হজ্ব পালনের এ খবর পেয়ে আমার মেঝ মেয়ে (সে জেদ্দায় থাকে) এবং জামাই আব্দুল্লাহ মামুন আল-আজামী (অধ্যাপক গোলাম আজম, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর-এর বড় ছেলে, আইডিবি, জেদ্দার স্টুডেন্টস্ অর্গানাইজার) ফোন করে জানাল যে, হজ্জে আসার কিছুদিন আগে আম্মাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও, যাতে হজ্বের আগে ও পরে কিছুদিন জেদ্দায় আমাদের কাছে থাকতে পারেন।

যাত্রা শুরু

তাদের সে ইচ্ছানুযায়ী আমি ৩ মার্চ ১৯৯৮ইং ৪ঠা জিলক্বদ ১৪১৯ হিঃ বাংলাদেশ সময় দুপুর সাড়ে বারটায় জেদ্দার উদ্দেশ্যে 'সৌদিয়া'য় ঢাকা ত্যাগ করলাম। বিমান একটানা উড়ে চলল। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা এবং জেদ্দার সময় বিকাল ৪ টায় 'সৌদিয়া' জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করে।

দীর্ঘদিন পর মেয়ে-জামাই এবং নাতি-নাতনীদের সাথে দেখা হবে। মনটা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কিন্তু বিমান বন্দর থেকে বের হতেই ঘন্টা দেড়েক লেগে গেলো। আরবরা অলস ও আরামপ্রিয় জাতি। একজনের চেকআপ করতেই ঘন্টাখানেক লাগিয়ে দিল। এতগুলো প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে চেকআপের জন্য, তাদের যেনো কোনো ভাবনাই নেই। আরেকজনের চেকআপের পরই ছিলো আমার পালা। তাতেও ঘন্টাদেড়েক লেগে গেলো। বাকী প্যাসেঞ্জার কখন ছাড়া পাবে তা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

www.pathagar.com

যাক চেকআপের ঝামেলা শেষে ভাবলাম, এবার সোজা নাতি-নাতনীদের কাছে চলে যাবো। কিন্তু এবার দেখা দিলো আরেক ঝামেলা। বিমান বন্দর থেকে বের হতে যাবো এমন সময় দেখি সেখানে বসে আছে এক সৌদি। বলে কিনা - 'একামা' দাও। কি মুশকিল রে বাবা! 'একামা' এ আবার কি? ওরা যে আরবী ছাড়া আর কিছুই বুঝে না, বুঝতে চায়ও না। এমন সময় এক বাংলাদেশী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করলেন। বললেন, আপনি বাইরে গিয়ে 'একামা' নিয়ে আসুন। 'একামা' না দেখালে ওরা আপনাকে ঢুকতেই দেবে না। বাধ্য হয়ে বাইরের দিকে পা বাড়ালাম। এবার বলে কিনা, ব্যাগ রেখে যাও। তারা আমার ব্যাগটা রেখে আমাকে বিমান বন্দরের বাইরে পাঠিয়ে দরাম করে বিরাট গেটটা বন্ধ করে দিলো। আমি বললাম, আমার ব্যাগ? একজন বললেন, ব্যাগের কিছু হবে না। আপনি 'একামা' নিয়ে আসুন। অগত্যা বাইরে চলে এলাম। বাইরে আসার মিনিটখানেকের মধ্যেই মামুন আল আজামী এসে হাজির। আমি 'একামা'র কথা বললাম। সে তাড়াতাড়ি 'একামা' বের করে দিলো। আমি আবার 'একামা' নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। এবার লাগেজ নেয়ার পালা। লাগেজ বেয়ার করার জন্য ভেতরেই বেয়ারারা থাকে। ওরাই লাগেজ টেনে খুলে দেখিয়ে, আবার বেঁধে-ছেদে বাইরে ট্রলিতে করে পৌঁছে দিলো এতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

জেদ্দা বিমান বন্দর

জেদ্দা সৌদী আরবের বিশাল বিমান বন্দর এবং সমুদ্র বন্দর। জেদ্দা প্রবেশ করার সময় বিমান বন্দরের নীচ তলা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। আর বাইরে কোথাও যেতে হলে উপর তলা দিয়ে যেতে হয়। বিমান বন্দর থেকে এবার বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখি মেয়ে নাতি-নাতিনী নিয়ে অপেক্ষা করছে আমাদেরকে নেয়ার জন্য। আনন্দে নাতি-নাতনীদের জড়িয়ে ধরলাম। মেয়েও মাকে অনেকদিন পর পেয়ে খুশীতে আনন্দে জড়িয়ে ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বিমান বন্দর ত্যাগ করলাম। ওরা জেদ্দা বসবাসের পর থেকেই আমাকে আনার জন্য চেষ্টা করছিল। আল্লাহপাক ওদের সে আশা পূরণ করলেন, আলহামদুলিল্লাহ।

জেদ্দা লেহিত সাগরের পাড়ে অবস্থিত সৌদী আরবের দেখবার মতো সুন্দর, সুসজ্জিত, আধুনিক শহর। সমুদ্র বন্দরতো বটেই। সাগরের পাড়ে বিশাল বিশাল ২০ তলা, ৩০ তলা সারি সারি সুসজ্জিত হোটেল দেশী-বিদেশী পর্যটকদের জন্য

www.pathagar.com

গড়ে উঠেছে। মামুন আল আজামী বললেন, ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার পর সী বিচে এসব হোটেলে ৭ দিন ছুটি কাটিয়ে যাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ্।

বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে জেদ্দা শহরে বাসায় পৌঁছাতে প্রায় ৪৫ মিনিট লেগে গেলো। মামুন জেদ্দা আইডিবিতে Students Programme Officer হিসেবে ২ বছর হলো যোগ দিয়েছে। সে কৃতিত্বের সাথে সসম্মানে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে আল হামদুলিল্লাহ। আইডিবি (ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক) বিশ্বের বিভিন্ন অমুসলিম দেশে মুসলমান মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এছাড়া যে কোনো ইসলামিক প্রজেক্টেও আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। তবে শর্ত হচ্ছে সেদেশকে অমুসলিম দেশ হতে হবে। বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম দেশ বলে আইডিবি'র সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমি বলেছি দরিদ্র মুসলিম দেশের অনাথ, অসহায় ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে আইডিবি কর্তৃপক্ষের চিন্তা-ভাবনা থাকা উচিত।

মসজিদ ও মোশরেফা এলাকা

জামাই মামুন এবং মেয়ে (উম্মে সালমা মুন্নি আল আজামী) জেদ্দার মোশরেফা এলাকায় বসবাস করে। মোশরেফা এলাকা বাংলাদেশের গুলশান-বনানীর মতো অভিজাত এলাকা। বাড়িগুলো বিরাট বিরাট, সুন্দর সুন্দর এবং আধুনিকও বটে। তবে জেদ্দার আধুনিক এলাকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেখানে সুন্দর সুন্দর মসজিদও রয়েছে। যেখান থেকে প্রতিদিন ৫ বার আযানের ধ্বনি মুখরিত হয়। আযানের সাথে সাথে দলে দলে সৌদী যুবক, বৃদ্ধ, কিশোর মসজিদে চলে যায়। প্রতিটি মসজিদ মুসুল্লিতে ভরে যায়। প্রতিদিন বাদ এশা ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপরে আরবীতে মাইকে আলোচনা হয়। বেশিরভাগ লোক মসজিদে বসে আলোচনা শোনে। প্রতিটি বাসা থেকেও আলোচনা স্পষ্টভাবে শোনা যায়।

অভিজাত এলাকার কোনো বাসা থেকে ডিসকো নাচ বা গান-বাজনা কোথাও শোনা যায় না। ভণ্ড ফকিরের গান-বাজনার উৎপাতও সাড়া জেদ্দা শহরের কোথাও নেই। মসজিদে ইসলামের উপরে আলোচনা বেশির ভাগ সময় ইমাম সাহেবরাই করেন। সৌদি আরবের মসজিদের ইমাম সাহেবরা উচ্চ শিক্ষিত এবং তাঁরা সরকারের বিভিন্ন বড় বড় পোস্টে চাকরিতে নিয়োজিত আছেন। তাঁরাই সময়মতো মসজিদে ৫ ওয়াক্ত নামাযে ইমামতি করেন। ইমাম সাহেবদের বড়

www.pathagar.com

বড় এয়ারকন্ডিশনড্ বাড়ি ও এয়ারকন্ডিশনড্ গাড়ি রয়েছে। তাঁদের সৌদী সরকার বেশ মর্যাদা দিয়েই রাখেন।

আমাদের দেশের মতো সেখানকার মসজিদের ইমামদের কলের চাবী ও গাছের চারা লাগানোর মতো এতো ছোট কাজের ট্রেনিং দেয়া হয় না। মসজিদে কেউ ইসলামের উপর আলোচনা করতে গেলেই কোনো দল হৈ চৈ করে আসে না যে, এখানে রাজনীতি করা চলবে না। সৌদী আরবে জেদ্দার মতো যেকোনো আধুনিক শহরের পরিবেশ ইসলামী বিধি-বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে রাজতন্ত্র এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা সৌদি সরকার বরদাশ্ত করে না। আমেরিকার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য কিছুদিন আগে মসজিদে নববীর ইমাম সাহেবের চাকরি খোয়া গেছে। এছাড়া যতো ইসলামের কাজ করো কোনো বাধা নেই।

মসজিদে নামাযের আযান হলেই চাকরি, ব্যবসা সবকিছু মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। দোকান-পাট পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ৫ বারই বন্ধ করা হয় এবং খোলা হয়। আযানের পর কোনো দোকান খোলা থাকলে পুলিশ এসে সিজ্ করবে। কাস্টমার দাঁড়িয়ে থাকলেও আযানের পর আর কোনো জিনিস বিক্রি হবে না। সঙ্গে সঙ্গে কাস্টমার বের করে দোকান বন্ধ করে দেবে। মহিলা কাস্টমাররা নিকটস্থ মসজিদে বা সুবিধাজনক যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানেই দল বেঁধে নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। পুরুষরা সব মসজিদে চলে যায়। কোনো কোনো কাস্টমার বসে থাকে। পুনরায় দোকানপাট খুললে তখন তারা আবার কেনাকাটা করে।

আমাদের দেশের সরকার বামপন্থিদের অনুকরণে বলে, অফিস আওয়ারে নামায পড়তে গেলে ব্যবসা-চাকরির সময় নষ্ট হবে। আমাদের দেশের ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মচারীরা নামাযের আযান হলে নামায পড়া বা নামাযের জন্য সময় দেয়ার কথা ভাবতেই পারে না। যদিও বাংলাদেশ শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশ। কিন্তু জেদ্দার মতো বড় বড় শহরে ব্যবসায়ী, সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী, কর্মকর্তারা যথাসময়ে নামায পড়েই তাদের ব্যবসা এবং কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহপাক তাদের অনেক বরকতও দিয়েছেন। সৌদি আরবের মুসলমানরা শতকরা নিরানব্বই ভাগই নামাযী। যারা নামায পড়ে না, তারা অন্য কোনো ধর্মের হতে পারে, বললেন একজন সৌদি ভদ্রলোক। আযান হলে রাস্তার দুই পাশে সবগুলো গাড়ি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। গাড়ি লক করে সব আরোহীরা নামাযে চলে যায়। নামাযের সময়

www.pathagar.com

দোকানের বারান্দায়, ওপেন মার্কেটে, খোলা জায়গায় এবং মসজিদে নামাযের জামায়াত হতে থাকে। মহিলারা পৃথক জামায়াতে দাঁড়িয়ে যায়। একদিন কোথাও যাচ্ছিলাম। আযান হলো, আযান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জামাই গাড়ি থামিয়ে একটি দোকানের সামনে নামাযের জামায়াতে সামিল হলো। আমি গাড়িতে বসেই গুণে দেখলাম, ৪২ জন মুসুল্লি জামায়াতে শামিল হয়েছে। আমাদের দেশে একটা মসজিদেও ৪২ জন মুসুল্লি পাওয়া যাবে না। একেই বলে মুসলমানের দেশ।

মুসলমানের প্রথম শর্ত নামায

মুসলমানের প্রথম শর্ত হচ্ছে নামায। আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেন, "মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায। মুসলমান নামায পড়ে কাফের পড়ে না" (আল হাদীস)। এখন মুসলমানও যদি নামায না পড়ে, আল্লাহপাক কিভাবে কাফেরের সঙ্গে মুসলমানের পার্থক্য করবেন? কাফের কেন দোযখে যাবে, মুসলমান কেমন করে বেহেশ্‌তে যাবে? আসল ব্যাপার হচ্ছে, আল কুরআনে আল্লাহপাক মুসলমান সরকারের উপর ৪টি কাজের নির্দেশ জারি করেছেন। এ ৪টি কাজ যে কোনো মুসলিম দেশের সরকারের উপর ফরয। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, "তারা (মুসলমানরা) যখন কোনো জনপদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পায়, তখন তারা সেখানে নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, জনগণকে সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে" (সূরা আল হাজ্ব ৪১ আয়াত)। ইরান এবং সৌদি সরকার পাক কুরআনের এ আদেশগুলো কার্যকর করেছে বলেই সে দেশের মুসলমান জনগণ শতকরা একশ ভাগই নামাযী। যাকাত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আদায় ও বিলি বন্টন হয় বলেই এ দুটি দেশে দারিদ্র, বেকারত্ব নেই। চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী ও হিরোইন পাচারকারীর গলাকাটার শাস্তি রয়েছে বলেই সেসব দেশে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বা নারী নির্যাতনের কোনো ঘটনা নেই। কালামে পাকের নির্দেশানুযায়ী মুসলিম দেশগুলোতে যতোদিন ইসলামী সরকার ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হবে ততোদিন সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, হত্যা, রাহাজানি, নারী নির্যাতন, দারিদ্র ও বেকারত্ব কোনো কিছুরই অবসান হবে না।

মুসলিম দেশগুলোতে জনগণ যেদিন ইসলামের পক্ষে রায় দেবে, ইসলামী সরকার কায়েম করতে সক্ষম হবে, সেদিন জনগণ ইসলামী নৈতিক শিক্ষা

www.pathagar.com

ব্যবস্থা, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কল্যাণকারীতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। দেশের মানুষ জান-মাল, ইজ্জত, সম্মানের নিরাপত্তা ফিরে পাবে। মানুষ মানুষের মতো বাঁচার অধিকার পাবে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা জনগণের দ্বারে দ্বারে একথাগুলো যেদিন পৌছাতে পারবে, জনগণও সেদিন তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনে এগিয়ে আসবে, আল্লাহ পাকের আদেশ পালনে সক্রিয় হবে এবং সেদিনই আল্লাহপাক তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করে দেবেন। এটাই আল্লাহ পাকের বিধান। আল্লাহপাক বলেন, "যে জাতি নিজ ভাগ্যের পরিবর্তনের চেষ্টা করে না, আমিও তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করি না" (আল কুরআন)।

সৌদিতে ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ব্যবসায়ী-চাকরিজীবী সকলের পোশাক লম্বা জুব্বা, যাকে সৌদীরা 'তুপ' বলে। মাথায় গোলটুপি আর অফিসে.পড়ে লম্বা জুব্বার সাথে লাল-সাদা চেকের রুমাল এবং রুমালের সাথে মাথায় কালো বেল্ট। এটাই তাদের জাতীয় পোশাক। টিভিতে সুদর্শন সৌদি যুবক খবর পড়ছে গায়ে লম্বা জুব্বা আর মাথায় লাল-সাদা চেক রুমালের সাথে কালো বেল্ট পড়ে। দেখলেই মনে হয় এরা একটা মুসলিম জাতি।

বাংলাদেশে মুসলমানদের জাতীয় পোশাক

বাংলাদেশে মুসলমানদের জাতীয় পোশাক আজও নির্ধারিত হয়নি। আমার মতে, বাংলাদেশের সরকারি মুসলিম কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পোশাক মরহুম এ কে ফজলুল হক, নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এবং ডক্টর শহিদুল্লাহর মতো পাজামা-আচকান এবং ফজলুল হকের মতো টুপি হলে একটি স্বাধীন ঐতিহ্যবাহী মুসলিম জাতি হিসেবে বাংলাদেশী মুসলমানদের স্বকীয়তা বজায় থাকতো। যে জাতির নিজস্ব স্বকীয়তা, নিজস্ব আলাদা বৈশিষ্ট বলে কিছু থাকে না, সে জাতি কখনো একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। আল্লাহ্‌র সাহায্যও তাদের প্রতি থাকে না।

বাংলাদেশে বিজাতীয় সংস্কৃতির সয়লাব

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন, ধরে (বিশেষ করে স্বাধীনতার পর থেকেই) মুসলমান নামধারী বামপন্থী এবং ভারতপন্থীদের গভীর চক্রান্তের শিকার। মুসলমানদের নিজস্ব ধর্ম, শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করার জন্য এসব নামধারী মুসলমান ও ইসলামের দুশমনরা সুপরিকল্পিতভাবে চতুর্মুখী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। টিভি,

www.pathagar.com

রেডিও, পত্র-পত্রিকা, সিনেমা ইত্যাদি সেক্টরগুলো দখল করে তারা দেশের মেজরিটি মুসলিম জনগণের ধর্ম, ধর্মীয় বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও ঈমান-আকীদা সবকিছুই ধ্বংস করে চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নামাযী ছাত্রদের বহিষ্কার করছে। বামপন্থী হিন্দু ছাত্রীদের নেতৃত্বে মুসলমান নামধারী ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন এমনকি ছাত্রদলের ছাত্রীরাও নামাযী এবং পর্দানশীল ছাত্রীদের ছাত্রী হোস্টেল থেকে বিতাড়িত করছে। হিন্দু ছাত্রীরা ছাত্রী হোস্টেলের মুসলিম মেয়েদের রুমের কুরআন শরীফ ছিড়ে ফেলছে। কর্তৃপক্ষ বা সরকার এর বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। ঢাকার মীরপুরে ডাস্টবিনে কুরআন শরীফ ছুড়ে ফেলার খবর পত্র-পত্রিকায় এসেছে। সরকার এসব ব্যাপারে বামপন্থী এবং ভারতপন্থীদের নীরব সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এসব অন্যায়ের কোনো বিচার বা প্রতিকার সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট মুসলমান নামাযী ছাত্রছাত্রীরা পায়নি। পাওয়ার কোনো আশাও নেই। সিনেমা-টিভিতে অশ্লীল বিজ্ঞাপন, অশ্লীল ছায়াছবি ও অশ্লীল পত্র-পত্রিকার ছাড় দিয়ে বর্তমান সরকার দেশের যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংসের যাবতীয় পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। শিক্ষাঙ্গণে বোমা, গোলাগুলি, ধর্ষণ, গাঁজা, হেরোইন সেবনের পরিবেশ চালু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হচ্ছে।

হিন্দুদের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অঙ্গনে মূর্তি স্থাপন, আল্পনা আঁকা, ছাত্র-ছাত্রীদের কপালে চন্দন-তিলক আঁকা, হাতে রাখিবন্ধন পড়ানো এসব অপসংস্কৃতি এবং অপকর্ম আমাদের দেশের ভারতপন্থী, বামপন্থী, বুদ্ধিজীবী নামের কতিপয় মীর জাফররা সুপরিকল্পিতভাবে করে যাচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই কৌশল করে ক্ষমতায় এসেছেন এবং দেশ ও জাতির সর্বনাশ করে তিনি ক্ষমতা থেকে সরে যাবেন। এমনকি প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে দেশকে তিনি ভারতের হাতে তুলেও দিতে পারেন। তার যাবতীয় চুক্তি ও কার্যকলাপে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। কাজেই দেশের সচেতন জাগ্রত জনতা, আলেম-ওলামা, মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র সমাজ, সমস্ত ইসলামী দলসহ সকলে মিলে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং ইসলামের হেফাজতের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে এ সরকারের পতন যতো ত্বরান্বিত করা যাবে ততোই জাতির শেষ রক্ষা সম্ভব।

www.pathagar.com

পবিত্র ওমরা পালন

৬ মার্চ ১৯৯৮ শুক্রবার। ছুটির দিন। মামুন আল আজামী, মেয়ে উম্মে সালমা মুন্নি আল আজামী এবং নাতি-নাতনী সবাই মিলে আল্লাহর ঘরে ওমরা করতে যাচ্ছি। জেদ্দা থেকে মক্কা শরীফ, কাবা ঘর, এক ঘন্টার পথ। জামাই, মেয়ে, নাতি-নাতনী যখনই ছুটি পায়, সুযোগ পায়, তখনই আল্লাহর ঘরে ওমরা করতে যায়। এদেরকে আল্লাহ্পাক যে জায়গায় রেখেছেন সেজন্যে আল্লাহর দরবারে ওদের শুকরিয়ার অন্ত নেই। আমিও প্রাণ ভরে আল্লাহর দরবারে লাখো শুকরিয়া জানাই যে, আল্লাহপাক আমার সন্তান, জামাই, নাতি-নাতনীদের বাংলাদেশ সরকার এবং বামপন্থীদের সৃষ্ট জঘন্য পরিবেশ থেকে দূরে রেখেছেন এবং একটি পাক পবিত্র পরিবেশে জীবন যাপন করার এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ করানোর সুযোগ করে দিয়েছেন। আল হামদুলিল্লাহ।

ছুটির দিন ছাড়া জামাইয়ের কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য জেদ্দা এসেও আল্লাহর ঘরে ওমরা করার জন্য ছুটির দিনের অপেক্ষা করতে হলো। অনেকদিন পর আল্লাহর ঘর দর্শনের এবং ওমরা করার আনন্দে প্রাণ উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। ওমরাতেও হজ্বের মতো দোয়া-দরূদ পড়তে হয়। সেগুলো পড়ছিলাম, মুখস্ত করছিলাম।

জেদ্দা থেকে মক্কা মোয়াজ্জমায় যেতে মাঝখানে দু'একটি ছোট ছোট শহর, তারপরই মক্কা মোয়াজ্জমা। বিশাল মরুভূমির চারদিকে ঘিরে জেদ্দা শহর গড়ে উঠেছে। রাতে 'হারায' মার্কেট থেকে আসার সময় দেখা যায় কয়েক মাইল জুড়ে বিশাল খোলা অন্ধকার জায়গা জুরে চারদিক ঘিরে শুধু আলোর নগরী, রং বেরংয়ের আলোতে ঝলমল করছে। রাতে ঝলমল করা এ আলোর নগরীই জেদ্দা শহর।

আমরা জেদ্দার ভেতর দিয়ে চলছি। জেদ্দা থেকে মক্কা মোয়াজ্জমা যাওয়ার পথে নতুন নতুন সুন্দর ডিজাইনের বিরাট বিরাট বাড়ি চোখে পড়লো। এভাবে জেদ্দা শহরের পরিধি দিন দিন বেড়েই চলেছে। সৌদি আরবের সারাটি দেশ জুড়ে বালি আর পাহাড়। সেই বালির মরুভূমিকে পানি সিঞ্চন করে করা হয়েছে সবুজে আচ্ছাদিত। কিন্তু প্রচণ্ড গরমে সবুজ ঘাসগুলো বিবর্ণ আকার ধারণ করেছে। পাহাড় কেটে সুন্দর সুন্দর প্রসস্ত পীচঢালা রাস্তা বানানো হয়েছে যা জেদ্দা থেকে মক্কা-মোয়াজ্জমায় চলে গেছে।

www.pathagar.com

জেদ্দা শহর থেকে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। শহর যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে ধূসর মরুভূমি পাহাড় আর পাহাড়। মরুভূমিতে ঘাস লাগানো হয়েছে এবং পানি সিঞ্চন করে সবুজ ঘাস জন্মানোর চেষ্টা চলছে। আর আমাদের দেশে আল্লাহপাক এতো প্রাকৃতিক রহমত ঢেলে দিয়েছেন যার চারদিকে সবুজের চোখ জুড়ানো সমারোহ, সামান্য পরিশ্রমে প্রচুর ফসল ফলছে জমিনে, বিনা পরিশ্রমে গাছে গাছে প্রচুর ফলের সমারোহ, মাটির নীচে দিয়েছেন প্রচুর গ্যাস ও তেল সম্পদ। বিশাল কয়লা খনি, চুনাপাথর, কঠিন শিলা ও খনি যার মধ্যে রয়েছে সোনা-রূপা। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামে হিরার খনির সন্ধানও পাওয়া গেছে। কিন্তু বাংলাদেশীদের এমন দুর্ভাগ্য যে, সাহসী, ঈমানদার, দেশপ্রেমে বিশ্বাসী, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর নির্ভরশীল একটি যোগ্য সরকার এ জাতি পায়নি আজ পর্যন্ত। আল্লাহপাক প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য দান করা সত্ত্বেও দিন দিন এ জাতির দরিদ্র, বেকারত্ব বেড়েই চলেছে। সৌদি সরকারের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা আমাদের দেশের সরকারের ব্যর্থতা, অযোগ্যতা, উন্নয়নের জন্য নিস্পৃহতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

সৌদি আরবের মরুভূমিতে ঘাস লাগিয়ে পানি সিঞ্চন করে দেশকে সবুজ বানানোর কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা! এছাড়া পীচঢালা মসৃণ রাস্তার দু'পাশে বিভিন্ন রকমের সবুজ বনজ গাছের চারা লাগানো হয়েছে। দূরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছে। এরপর যতোই মক্কা মোয়াজ্জমার দিকে আমাদের গাড়ি এগুচ্ছে ততোই পাহাড় আর পাহাড় ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না। ছোট বড় পাহাড়। বড় পাহাড়গুলোকে পর্বত বলা যায়। পাহাড়গুলো দেখলে মনে হবে কেউ কাঁচা মাটি ঢেলে পাহাড় সমান উঁচু করে রেখেছে। আসলে এগুলো কাঁচা মাটি নয়, কালো পাথরের ছোট ছোট টুকরো। খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলছে। এখানে খাড়া পাহাড় কেটে রাস্তা করা হয়েছে। এভাবে আমরা অনেক্ষণ ধরে শুধু পাহাড়ের ভেতর দিয়েই চলছি। এবার দূরে দু'একটা বিল্ডিং চোখে পড়ল।

জামাই মামুন বললো, এবার আমরা মক্কা শহরে প্রবেশ করছি। আরও কিছুদূর চলার পর যখন পবিত্র কাবা ঘরের দু'একটা সুউচ্চ মিনার চোখে পড়লো, তখন মামুন বললো, আমরা আল্লাহর ঘরের কাছে এসে গেছি। মামুন, নিজেই ড্রাইভ করছিল আর আমাকে সব জায়গা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। আজ আমাকে নিয়েই ওরা ওমরা করতে এসেছে। এছাড়া ওরা মাঝে মাঝেই ওমরা করে যায়। আমিই কেবল নতুন। তাই আমাকে সব চিনিয়ে দিচ্ছে মামুন। কাবার মিনার চোখে পড়তেই আনন্দে বুকটা দুরু দুরু করে উঠল। আল্লাহপাক কতোদিন পর আপনজনদের সাথে আবার তাঁর ঘর দেখার সৌভাগ্য দান করলেন।

www.pathagar.com

সারা পথ লাব্বাইকা পড়তে পড়তে আর চারদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে আসছিলাম। ওমরার দোয়াগুলোও মুখস্ত করছিলাম। এবার আমরা কাঙ্ক্ষিত স্থানে এসে গেলাম। আল্লাহর ঘরের কাছেই মাটির নীচে গাড়ি পার্কিং এর জায়গা। সেখানে গাড়ি পার্ক করে আমরা সবাই আল্লাহর ঘরের দিকে হেঁটে চললাম। আল্লাহর ঘরের দিকে নজর পড়তেই অনুচ্চ স্বরে তাকবীর পাঠ করলাম ৩ বার। চোখে পানি এসে গেলো। এতো সৌভাগ্য আমার! আল্লাহপাক তুমি আবার তোমার ঘর দেখার নছিব আমার করলে! আল্লাহপাক তোমার দরবারে লাখো শুকরিয়া।

জেদ্দার বাসা থেকে নামায পড়ে ওমরার নিয়্যতে এহরাম বেঁধে আসলেও আবার অযুর প্রয়োজন হতে পারে তাই মেয়েকে নিয়ে মহিলাদের অজুর স্থানের দিকে চললাম। অযুর স্থানের গেটে আরবীতে এবং ইংরেজীতে লেখা আছে "মহিলাদের অযুর স্থান।"

একসিলেটরের সিঁড়ি উপর থেকে অনেক নীচে অযুর স্থানের দিকে নেমে গছে। আমরা দুজনেই নীচে নেমে গেলাম। জামাই নাতি-নাতনীদের নিয়ে উপরে দাঁড়িয়ে রইলো আমাদের অপেক্ষায়। মাটির নীচে প্রশস্থ পাকা করা অযু এবং টয়লেটের স্থান। অযুর জন্য সারি সারি শতাধিক পানির টেপ রয়েছে এবং সারি সারি শতাধিক টয়লেটও রয়েছে। হজ্বের মওসুমে লক্ষ লক্ষ মানুষের অজু, গোসল বা টয়লেটের কোনো অসুবিধা হয় না। সৌদি সরকার হাজীদের জন্য সব রকমের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করার ব্যাপারে কোনো কার্পন্য করেনি। আমরা অজু সেড়ে উপরে উঠে এলাম। একসিলেটরের একটা সিঁড়ি সর্বক্ষণ নীচে নেমে যাচ্ছে। আর একটা সিঁড়ি সর্বক্ষণ উপরে উঠে আসছে। বাচ্চারা সিঁড়ি দিয়ে উঠানামার খেলা করছে। আফ্রিকান এবং সৌদি মহিলারা ওমরা এবং হজ্বের সময় বাচ্চাদের সাথে নিয়ে আসবেই। একটু হাটতে পারলেই, এমনকি কোলের বাচ্চা নিয়েও তারা হজ্ব করতে আসে। বাচ্চাদের উপর আল্লাহর রহমত বরকত হবে, এ আশায়ই হয়তো সৌদি এবং আফ্রিকান মায়েরা বাচ্চাদের সাথে নিয়ে আসে। আল্লাহর ঘরের সাথে ছোট বেলা থেকেই মায়েরা শিশুদের পরিচয় করিয়ে তোলে। এটা খুবই ভাল অভ্যাস। তাছাড়া হজ্জের সময় সৌদিতে আফ্রিকান ও ইন্দোনিশীয় মহিলারা আতর, তছবীহ, জায়নামায, পোষাক ইত্যাদির ব্যবসা করতে আসে। এসময় বাচ্চা কোথায় রেখে আসবে? তাই সাথে নিয়ে আসে হয়তো।

এবার আল্লাহর ঘরের দিকে যাওয়ার পালা। অনেক হাজী সাহেবান আগেই এসে গেছেন। তাই ওমরার তাওয়াফে বেশ ভীড় ছিলো। আমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলাম। আল্লাহর ঘর চোখে পড়তেই তাকবীর ধ্বনী দিলাম অনুচ্চ স্বরে। তারপর পাঠ করলাম, "আল্লাহুম্মা যিদহাযাল বাইতা তাআজ্বিমাউ ওয়াতাশরিফাঁউ -

www.pathagar.com

ওয়াতাকরীমাও ওয়ামাহ্বাতাও ওয়াবিররান" দোয়া পড়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলাম এবং দু'রাকায়াত নফল নামায আদায় করে আল্লাহর ঘরে তাওয়াফ শুরু করলাম। ওমরার তাওয়াফেই এতো ভীড় ছিলো যে, হাজ্‌রে আসওয়াদের কাছে যাওয়া কঠিন ছিলো। আল্লাহ ঘর স্পর্শ করার উদগ্র বাসনায় কেবল কাবাঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে তাওয়াফ করছিলাম। শেষ তাওয়াফের সময় আল্লাহর মেহেরবানীতে মামুন আমাকে হাত ধরে হাজ্‌রে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে দিলো।

সকলের জন্য প্রাণভরে দোয়া

রুকনে ইয়ামামীর পাশের দেয়ালে হাত এবং কপাল লাগিয়ে প্রাণভরে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দোয়া করলাম নিজের সাড়াজীবনের গুনাহ্ মাফীর জন্য, কবরে আপনজন যারা শুয়ে আছেন তাদের জন্য, নিজের দেশের জনগণের দুরবস্থার জন্য, নারীদের দুর্গতি, যুব সমাজের ধ্বংসমুখী অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য এবং ইসলামী সরকার কায়েমের জন্য। এও দোয়া করলাম যে, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আইন কায়েমের জন্য আল্লাহপাক যেনো ইসলামী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে দেন এবং ইসলামী সরকার কায়েমে সাহায্য করেন। ভারতের আগ্রাসন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হেফাজতের জন্য। নিজের এবং আন্দোলনের নেতা কর্মীদের সন্তান-সন্ততিদের যেনো আল্লাহ্ দুনিয়া এবং আখেরাতে কামিয়াবী দান করেন। তাদের সন্তান সন্ততিদের যেনো সমাজের খারাপ পরিবেশ থেকে হেফাজতে রাখেন। আন্দোলনের নেতা কর্মীদের সন্তান-সন্ততিদের যেনো দ্বীনের মুজাহিদ-মুজাহিদা বানিয়ে দেন। এদের দ্বারা যেনো আল্লাহপাক বাংলাদেশে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করে দেন। প্রাণভরে দোয়া করালাম, আল্লাহপাক আন্দোলনের নেতা কর্মীদের এমন সন্তান দাও যেনো তাদের দেখে তাদের পিতামাতার চক্ষু শীতল হয় এবং তারা নিশ্চিন্তমনে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আল্লাহপাক আন্দোলনের ভাই বোনদের এবং আমাদের সকলের পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাইবোনসহ সকলকে যেনো জাহান্নাম থেকে নাযাত দেন এবং জান্নাতে সবাইকে মিলিত করে দেন এই দোয়াও করলাম। আন্দোলনে যারা অসুস্থ তাদের সুস্থতার জন্য, আন্দোলনের ভাইবোনদের সন্তান-সন্ততিদের পরীক্ষায় কামিয়াবীর জন্যও প্রাণভরে দোয়া করলাম।

আরও দোয়া করলাম তুরস্কের ইসলামপন্থী প্রধানমন্ত্রী আরবাকানের উপর তুরস্কের খোদাদ্রোহী ধর্মনিরপেক্ষ সামরিক জান্তার চাপানো মিথ্যা মামলা থেকে মুক্তির জন্য। আলজেরিয়া, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইনের ইসলামী আন্দোলনের সফলতার জন্য দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনের নির্যাতিত নেতা-কর্মীদের সাহায্য ও মুক্তির জন্য। জেরুজালেমের মুক্তির জন্য। ইহুদী খৃষ্টান চক্রান্ত থেকে আল্লাহর এই শহর,

www.pathagar.com

এই ঘর মক্কা মদীনার হেফাজতের জন্য প্রাণভরে দোয়া করলাম। এ ছাড়াও অনেকে অনেক দোয়া চেয়েছিলেন, তাদের সকলের মনের আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্যও প্রাণের আকুতি নিয়ে দোয়া করলাম এবং মনের পরম শান্তি ও প্রশান্তি নিয়ে আল্লাহর ঘর ছেড়ে মাথা ও হাত উঠালাম।

এবার পেট ভরে জমজমের পানি পান করে 'সাই' করার জন্যে তৈরী হলাম। তিনবার তাকবীর পড়ে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে 'সাই' শুরু করলাম। 'সাইর' মধ্যে 'সাইর' দোয়া পড়তে থাকলাম এবং পাহাড়ে উঠার সময় 'ইন্নাছছোয়াফাওয়ালা মারওয়াতা মিন শাআহরিল্লাহ্। কুরআনের বাণী পড়তে থাকলাম। আর মনে হলো, ইসলামের দুশমন নারী-পুরুষরা বলে, ইসলামই নারীকে হেয় করেছে। এদের ইসলাম সম্পর্কে কতো যে অজ্ঞতা-মূর্খতা তা ভাবতেও অবাক লাগে। দুঃখও লাগে। অথচ সাড়ে চার হাজার বছর আগে একজন আল্লাহ্ পাকের প্রিয় বান্দি তার শিশু পুত্রের জীবন রক্ষার্থে পানির সন্ধানে এই সাফা-মারওয়ার নির্জন পাহাড়ে ছুটাছুটি করেছিলেন ৭ বার। আর সেই মহিয়সী নারীর অনুকরণে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে প্রতিবছর হজ্বের সময় লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ এই সাফা-মারওয়া পাহাড়ে ৭ বার দৌড়াদৌড়ি করে থাকেন এই মহিয়সী মহিলার খোদাপরস্তির স্মরণে, আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ পালনার্থে। এযে-একজন নারীর প্রতি কত সম্মান! ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে বা ইসলাম বিদ্বেষের কারণে না এরা নারী জাতির জন্যে কোনো সম্মান, অধিকার অর্জন করতে পেরেছে, না নিজেরা সম্মান ও অধিকার পেয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এসব শিক্ষিত নামধারীদের কারণেই দুনিয়াজুড়ে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে।

আমরা 'সাই' শেষ করে আল্লাহ্‌র ঘরকে সামনে রেখে কাছে থেকে ২ রাকায়াত নামাজ আদায় করলাম এবং কিছুক্ষণ আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ উম্মাদের মতো কোন্ এক মহাকর্ষণে আল্লাহ্‌র ঘরের চুতুর্দিকে ঘুরছে ভাবলে চোখে পানি এসে যায়। এটা আল্লাহ্ পাকের এক বিরাট কুদরতের নিদর্শন। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ৫টি দোয়া করেছিলেন, সেই দোয়া আল্লাহ্‌পাক কবুল করেছিলেন বলেই আজ মানুষ তার কুদরতের নিদর্শন দেখতে পেয়েছে। দোয়া করছি মনে মনে, আল্লাহ্‌পাক। এই মানুষগুলো দুনিয়ার বিভিন্ন দিক থেকে, তোমার মহব্বতেই তোমার ঘরের দিকে ছুটে এসেছে এবং তোমার আদেশ পালন করেই তোমার ঘরের চতুর্দিকে পাগলের মতো ঘুরছে। আল্লাহ্‌পাক তুমি এদের সবাইকে মাফ করে দিও, সবাইকে হেদায়াত দান করো।

'সাই' শেষ করে আবার জমজমের পানি পান করে আমরা আল্লাহ্‌র ঘরের কাছ থেকে বেড়িয়ে এলাম। বার বার পিছন ফিরে আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে তাকাচ্ছিলাম।

www.pathagar.com

কারোরই মন চায়না এ ঘরের কাছ থেকে সরে আসতে। তৌহিদবাদীদের অন্তরে আল্লাহ্পাক এই ঘরের প্রতি আকর্ষণ দিয়েছেন।

এবার সকলেই ক্ষুধা অনুভব করছিলাম। কি আশ্চর্য এতক্ষণ কোন ক্ষুধা ছিলনা। মামুন সকলের জন্যে কয়েকটি গোস্তের কীমার রোল কিনে নিল। আমরা এবার গাড়ী পার্কে চলে এলাম। গাড়ীতে বসে সকলে গোস্তের কীমার রোল খেয়ে পানি পান করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করলাম। মামুন সংগে সংগে গাড়ী স্টার্ট করে দিল। জেদ্দা পৌঁছতে রাত দশটা বেজে যাবে। জেদ্দা মক্কা মোয়াজ্জমা থেকে ১ ঘন্টার পথ। আমরা ঠিক রাত দশটার মধ্যেই জেদ্দার বাসায় পৌঁছে গেলাম। সকলে বেশ ক্লান্ত। রোল খেয়েই সকলের পেট ভরে গিয়েছে। খাওয়ার আর তেমন কোনো তাড়া নেই। নামাজ পড়ে সকলে বিছানায় আশ্রয় নিলাম।

সৌদী আরব বিশাল দেশ। লোক সংখ্যা মাত্র দেড় কোটির মতো। তারা বাইরের মুসলিম দেশ এবং অন্যান্য দেশ থেকেও চাকুরীর জন্যে লোক আনে বটে, কিন্তু কোনো বিদেশীকে নাগরিত্ব প্রদান করে না। যার ফলে যে কোনো চাকুরীজীবিকে চাকুরীর মেয়াদ শেষে যার যার দেশে ফিরে যেতে হয়। এজন্যে অনেক চাকুরীজীবি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকা পাড়ি জমাচ্ছেন, সে দেশের নাগরিকত্ব লাভের জন্যে। নাগরিকত্ব পেয়ে গেলে অনেকে আবার চাকুরীর জন্যে সৌদীতে ফিরে আসেন। এ ব্যাপারটা অনেক চাকুরীজীবিদের হতাশ করে। ছেলেদের পড়াশুনায়ও প্রচুর খরচ। যার জন্যে অনেকে ছোট বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্যে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন নিকটাত্মীয়-স্বজনদের কাছে। এতে চাকুরীজীবি বাবা-মায়েরা অনেক মানসিক কষ্টে থাকেন। সৌদী সরকার ইচ্ছে করলে অনুন্নত মুসলিম দেশের ইসলাম পন্থি লোকদের সৌদী নাগরিকত্ব প্রদান করে, মুসলমান ভাইদের সহায়তা করে ইসলামী ও মুসলিম দুনিয়ার সাথে একত্মতা ঘোষণা করতে পারেন।

মরুভূমি হলো সবুজ বনানীর লিলাভূমি

জেদ্দা শহরে এক সময় কোনো গাছপালা ছিলনা। বললেন, জেদ্দা জামায়াতের মহিলা বিভাগের দায়িত্বশীলা জেরীন। চিটাগাং শহর ও জেলা দায়িত্বশীল, বর্তমানে বিভাগীয় আঞ্চলিক দায়িত্বশীল মোহতারামা রেজিয়া আহমদের মেয়ে। বর্তমানে সাড়া জেদ্দা শহর সবুজে ছেয়ে গেছে। প্রতিটি বাড়ির সামনে-পেছনে এখন প্রচুর গাছপালা। আর পাতাগুলো কি সবুজ? চোখে পড়ার মতো। সে দেশে প্রতিটি গাছের গোড়ায় প্রচুর পানি দেয়া হয়। সব গাছের নামও জানি না। তবে প্রচুর সতেজ নীম গাছ সর্বত্র চোখে পড়ে। রাস্তার পাশে আইল্যান্ডে পামট্রি লাগানো হয়েছে। আম গাছও লাগানো হয়েছে। একটা বাসায় দেখলাম, একটা আম গাছ, তাতে ৮/১০টা ছোট ছোট আম ঝুলে আছে। অন্য আম গাছে নাকি আম হয় না। মেয়ের বাসার

www.pathagar.com

পেছনে বাদাম গাছে প্রচুর বাদাম হয়ে আছে। এক বাসায় ইসলামিক প্রোগ্রামে গেলাম। সে বাসায় ঝাকার উপর দেখলাম প্রচুর করল্লা ধরে আছে। তায়েফে নাকি বাংলাদেশের শাক-সবজি-তরিতরকারী সবকিছুই জন্মে। শুধু তাই নয়। খুব ভালো জন্মে। সেখানকার লাউ নাকি খুব সুস্বাদু।

জেদ্দা শহর সৌদী আরবের আধুনিক সুসজ্জিত শহর। এর প্রসস্ত রাস্তাঘাট, দোকানপাট সব অত্যাধুনিক ও বিদেশী কায়দায়। কিন্তু সারাদেশের দোকান-পাটে, প্রসাধনীর বিজ্ঞাপনে কোথাও একটি মানুষের ছবি নেই। নারীদের ছবিতো দূরের কথা। গাছপালা, দোকান-পাট ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পেপসি, কোকাকোলা, বাড়ি-গাড়ি সবকিছুরই এডভারটাইজমেন্ট কত চমৎকার লাইটিং করে করা হয়। কিন্তু কোথাও কোনো মানুষ বা জন্তু-জানোয়ারের ছবি নেই।

জেদ্দাতে নতুন নতুন বিল্ডিং, নতুন নতুন ডিজাইনের। একরকম ডিজাইনের বিল্ডিং যদি ৪/৫টি হয়, তবে বুঝতে হবে এর মালিক একজন। কারো বিল্ডিংয়ের ডিজাইনের সাথে কারো বিল্ডিংয়ের ডিজাইনের মিল নেই। কেউ কারো বিল্ডিংয়ের ডিজাইনের অনুকরণে নিজের বিল্ডিং করবে না। এ নাকি এখানকার সৌদীদের বৈশিষ্ট, জামাই মামুন বললেন। হতে পারে সেই জাহেলী যুগের আরবরা প্রতিযোগিতা করত, কে কত বেশি মেহমান খাওয়াতে পারে, কে কত বেশি উট জবাই করতে পারে। এ মানসিকতা থাকতে পারে কার বিল্ডিং কত সুন্দর, তার প্রতিযোগিতার মনোভাবের কারণে হয়তো এটা হতে পারে। এমনকি পেট্রোল পাম্পগুলোর ডিজাইন পর্যন্ত কোনোটার সাথে কোনোটার মিল নেই। এখানেও হয়তো প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকতে পারে।

জেদ্দার কয়েকটি মার্কেট

জেদ্দা শহরে বিশাল বিশাল মার্কেট রয়েছে। মার্কেটে মেয়েরা আসে কেনাকাটা করতে স্বামীর সঙ্গে বা ভাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু কোনো মেয়ে জেদ্দার বাসিন্দা হোক বা বিদেশী হোক, বোরখা ছাড়া, পর্দাহীন অবস্থায় কোনো একজনকেও বাইরে বা মার্কেটে দেখা যাবে না। সৌদী আরবে দশ বছর বয়সের পর থেকেই মেয়েদের বোরখা পরা বাধ্যতামূলক। যার ফলে এতো সুন্দরী মেয়েরা! কিন্তু সারাদেশের কোথাও একটি নারী নির্যাতন বা তালাক- বিচ্ছেদের কোনো ঘটনা নেই বা বাংলাদেশের মতো মেয়েদের এসিড নিক্ষেপের কোনো ঘটনাও নেই।

আসলে আল্লাহ্ প্রদত্ত আল্-কুরআনের পর্দার বিধান এতো যুক্তিসঙ্গত, এতো বিজ্ঞান সম্মত যে, বাংলাদেশের সকল নারীরা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারীরা যদি ইসলামের এ পর্দার বিধানটুকু শুধু মেনে চলতো, কবে নারী নির্যাতন বন্ধ

www.pathagar.com

হয়ে যেত এবং দুনিয়াজুড়ে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হতো। যুব সমাজের উচ্ছৃংখলতাও কবে বন্ধ হয়ে যেত।

সৌদি পুরুষেরা বাচ্চাদের খুব আদর করে। এরা বার্থ কন্ট্রোল করে না। একটি সৌদি পরিবারের সাথে ৪/৫টি ছোট-ছোট বাচ্চা থাকবেই। সৌদি মায়েরা বাচ্চার দিকে বেশি খেয়াল করে না। সৌদী বাবারাই বাচ্চাদের প্রতি বেশি খেয়াল রাখে। সৌদি বৌদের হাবভাব দেখে মনে হয় যেন, 'তোমার বাচ্চা তুমিই দেখ'। গরজ, উৎকণ্ঠা সবই যেন বাবার। দেখে-শুনে মনে হয় যেন, বাবারই বাচ্চা। মা কষ্ট করে প্রসব করে, পেটে ধারণ করে এটাইতো যথেষ্ট, বাকি সবই বাবার। মা যে দায়িত্ব একেবারে পালন করে না, এমন নয়। দেখা-শুনার দায়িত্বটা যেন বাপেরই বেশি। পাশ্চাত্যে ঠিক তার উল্টো। বাচ্চা, সংসার, বাজার, চাকরি সব নারীর দায়িত্ব। বাবা শুধু ভ্রমরের মতো। এ ফুল থেকে ও ফুলে শুধু ভ্রমরের মত স্বা চেটে বেড়ায়। সৌদিরা মায়েদের খুব সম্মান করে। বুড়া মাকে কাঁধে নিয়ে, হুইল চেয়ারে বসিয়ে ক্বাবা ঘরে তাওয়াফ করবে, সাই করাবে যা পাশ্চাত্য সমাজে কল্পনাও করা যায় না। সৌদরা ধনী পরিবার। পয়সার অভাব নেই। তাই সৌদেদের অধিকাংশই পৃথক পৃথক পরিবারে বসবাস করে। তাছাড়া পর্দার প্রশ্নও আছে ৫টি ভাই, ৫টি পৃথক পৃথক বাড়িতে বসবাস করবে। কিন্তু তারা মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালনে খুবই সচেতন। ঈদের দিনে সৌদি পুরুষরা নামাজ পড়েই বৌ-বাচ্চা নিয়ে সবার আগে যাবে মায়ের সাথে দেখা করতে। সেখানে মায়ের সাথে খাওয়া-দাওয়া সেড়ে বাসায় এসে একটা লম্বা ঘুম দেবে। জোহরের সময়ে ঘুম থেকে উঠে নামাজ সেরে বিকেলে ঈদের বেড়ানো বেড়াবে বন্ধুদের বা আত্মীয়ের বাড়ি বা বৌ-বাচ্চাদের নিয়ে দোকানে যাবে, কেনা-কাটা করবে।

আমি এ কয়দিন জেদ্দা মেয়ের বাসায় থাকবো। ২৫ মার্চ ১৯৯৮ আমাদের হজ্জ্ব কাফেলা বাংলাদেশ থেকে মক্কায় পৌছাবে। তখন আমি তাদের সাথে মক্কায় মিলিত হবো এবং তাদের সাথে মিশে একসঙ্গে হজ্জ্ব পালন করব ইন্‌শাল্লাহ্।

যে কয়দিন জেদ্দা ছিলাম এ কয়দিন জেদ্দা শহর ভালো করে দেখার সুযোগ হয়েছে। মেয়ে, মেয়ের জামাই আমাকে নিয়ে এক একদিন একেকটা মার্কেটে গিয়েছে। বাসার কাছেই 'আলরিহাব কমার্শিয়াল সেন্টার'। মোটামুটি ব্যবহারিক সব জিনিষই পাওয়া যায়। এ মার্কেটে ২/৩ দিন গিয়েছি কাছে বলে এবং সামান্য কেনাকাটার জন্যে। 'ওয়াতানী সুপার মার্কেট' বিদেশী স্টাইলে বিশাল মার্কেট। ক্রেতারা নিজেদের পছন্দমতো সব জিনিষ যার যার ট্রলিতে তুলে নেয়। গেটের কাছে ক্যালকুলেটর নিয়ে বসে আছে লোক। আপনার ট্রলির জিনিস একটি একটি করে হিসাব করে মূল্য বুঝে নিয়ে অন্য ট্রলিতে তুলে দেবে এবং তাদের ব্যাগে করেই

www.pathagar.com

আপনার জিনিসগুলো আপনাকে বুঝিয়ে দেবে। এ ওয়াতানী সুপার মার্কেটে এমন কোনো জিনিষ নেই যা আপনি পাবেন না। আপনার কি কি দরকার? ফ্রোজেন মাছ, গোশ্ত, ডিম থেকে শুরু করে সব রকমের মিষ্টি, দুধ, ফলমূল, সাবান, তৈল, চিরুনী, পেস্ট, প্রসাধনী, কাপড়-চোপড়, বাচ্চাদের জামা, শার্ট, প্যান্ট, স্যুটকেস, ব্যাগ, ঘড়ি, চুরি, ক্লিপ, চুলের ব্যান্ড, কাগজ, ইনভেলাপ এক কথায় এক মার্কেট থেকেই সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে বের হওয়া যায়। তবে দাম একটু বেশি।

হারায মার্কেট

জেদ্দায় 'হারায' সবচেয়ে সস্তা মার্কেট। বিশাল ওপেন মার্কেট। বিশেষ করে কাপর-চোপড়, জুতা, ফিতা, প্রসাধনী, হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি বেশ সস্তায় পাওয়া যায়। তাই কাপড়-চোপড় যারা একটু বেশি কিনতে চান এবং সস্তায় কিনতে চান, তারা মাঝে মাঝে 'হারাযে' যান।

'হারায' জেদ্দা থেকে ১৪/১৫ মাইল দূরে। সবার গাড়ি আছে। মরুভূমির ভেতর দিয়ে প্রশস্ত পিচঢালা রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যাওয়া যায় 'হারাযে'। ৩৫/৪০ মিনিটের বেশি সময় লাগে না। আমি ২ দিন গিয়েছি মেয়ে, জামাই এবং নাতিনীদের নিয়ে। কয়েক গজ কাপড় এবং বোরখার কাপড় কেনার জন্যে। এ মার্কেটে যে কাপড় প্রতি মিটার ৫ রিয়াল, অন্য যেকোনো মার্কেটে সেটা ১০ রিয়ালের মোটেই কম নয়। মরুভূমির ভেতর দিয়ে যেতে হয় বলে গাড়ি, জুতা, সেণ্ডেল সব ধূলায় ভরে যায়। বাসায় এসেই গাড়ি পরিষ্কার করতে হয়।

সুলেমানিয়া মার্কেট

আর একটি মার্কেটে গেলাম। এর নাম 'সুলেমানিয়া' ধনী শেখদের মার্কেট। প্রতিটি জিনিষের দাম যে কোনো মার্কেটের চেয়ে ডবল, তিন ডবল। তবে জিনিষের কোয়ালিটি অনেক ভালো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুলেমানিয়ার ১ জোড়া মোজা ১ বছর ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু অন্য মার্কেটের মোজা ৩ মাসের বেশি ব্যবহার করা যায় না। এদিক দিয়ে দাম ঠিকই আছে। ১ বছরের বাচ্চার ১টা প্যান্ট-শার্ট-এর মূল্য লেখা আছে ৬০ রিয়াল অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশী টাকায় ৭৮০ টাকা। নাতির জন্যে ১টা প্যান্ট-শার্ট কিনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এক বছরের বাচ্চার ১টা প্যান্ট-শার্ট ৭৮০ টাকা, অপচয় মনে হলো। তাই আর কেনা হলো না। মার্কেট ঘুরে ঘুরে দেখে মার্কেটের ভেতরেই ১টা ফোয়ারার পাশে বসলাম কিছুক্ষণ। নাতিরা একটা খেলনার খেলা দেখে কিছুক্ষণ মার্কেটে ছুটাছুটি করল। ক্রেতা খুব কম। ২/৪ জন সৌদি শেখ বিবি-বাচ্চা নিয়ে এসেছে কেনাকাটা করতে। এছাড়া ক্রেতা নেই বললেই চলে। কিযে ব্যবসা করে তা ওরাই জানে।

www.pathagar.com

হালাকা মার্কেট ও আলবাইক রেস্টুরেন্ট

আর একদিন মামুন-মুন্নির সাথে আরো একটি মার্কেটে গেলাম। সেটার নাম 'হালাকা' মার্কেট। চাউল, ডাল, তৈল, চিনি, তরি-তরকারী, শাক-সবজি, ফল-মূল পাওয়া যায় সস্তায়। প্রতি মাসে একবার জামাই-মেয়ে যায় সেখানে মাসের বাজার করতে।

'আলবাইক' জেদ্দার বিখ্যাত হোটেল বা রেস্টুরেন্ট। খুব মজাদার খাবার এবং মজাদার সালাদ বানায়। একটা সালাদের বাটি ২ রিয়াল। অর্থাৎ আমাদের টাকায় ২৬.০০ টাকা। রেস্টুরেন্টে প্রচণ্ড ভীড়।

আমেরিকান রেস্টুরেন্ট

পাশেই আমেরিকান রেস্টুরেন্ট। কিন্তু কোনো সৌদি যায় না আমেরিকান রেস্টুরেন্টে। আমেরিকানরা ব্যবসায়ে লস্ দিচ্ছে এখানে। তবুও জেদ্দার ব্যবসা গুটিয়ে আমেরিকানরা যাবে না। আমেরিকান ও ইহুদীরা চাচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যে সৌদি আরবে আধিপত্য বিস্তার করতে। কিন্তু সৌদিরা তাদের কাছে কোনো কেনাকাটা করে না। আরবদের স্বদেশ সচেতনা অত্যন্ত প্রখর। আমাদের বাংলাদেশীদের স্বদেশ সচেতনতার অভাব রয়েছে। যার জন্যে ভারত বাংলাদেশে চুটিয়ে ব্যবসা করছে। আর আমাদের দেশের ব্যবসা মার খাচ্ছে। আমরা বাংলাদেশীরা যদি ভারতীয় পণ্য ক্রয় না করি, তাহলেই কিন্তু ভারত এদেশে তার একচেটিয়া ব্যবসা চালাতে পারে না। আমাদের ব্যবসাও ভারতীয় পণ্যের কাছে এভাবে মার খায় না। সমাজ সচেতন প্রতিটি বাংলাদেশীকে নিজের দেশ বাঁচাতে বিদেশী পণ্য বর্জন করা উচিত। দেশী পণ্য ২/৫ টাকা বেশী হলেও নিজের টাকা নিজের দেশে থাকবে। একটু সস্তায় কিনতে যেয়ে নিজের দেশের টাকা বিদেশে (ভারতে) চলে যাচ্ছে।

আমেরিকান সৈন্যরা জেদ্দাতে তাদের ঘাঁটি বানিয়ে নিয়েছে। বিশাল এলাকা জুড়ে বাউন্ডারীর ভেতরে এরা বসবাস করছে। আমেরিকান নারী-পুরুষরা বাউন্ডারীর ভেতরে যা খুশী করছে। কিন্তু কোনো আমেরিকান মহিলা বাইরে আসতে হলে বোরখা পরেই আসতে হবে। বাইরে কোনো আমেরিকান সৈন্য আমাদের চোখে পড়েনি। বরং ওয়াতানী সুপার মার্কেটে কিছু আমেরিকান মহিলা বোরখা পরা দেখেছি, যাদের মুখতো খোলাই, চুলও খোলা কোনো কোনো মহিলার। মার্কেটের ভেতরে পুলিশ নেই। কাজেই এসব বিদেশী মহিলারা মার্কেটের ভেতরে বোরখা ঠিকমতো পরার চেষ্টাও করে না।

জেদ্দার সী বিচে গিয়েছি প্রায়ই। লোহিত সাগরের পাড়েই জেদ্দা শহর। সারা সৌদি আরবে কয়েকশত মাইল সী বিচ। প্রচুর পাথর ফেলে সী বিচকে প্রোটেকটেড করা হয়েছে। আমাদের ৯০% মুসলমানের দেশ বাংলাদেশের সী বিচে মুসলমান নারী-পুরুষরা বিদেশী কায়দায় সমুদ্রে সাঁতার কাটে, শর্ট জামা-কাপড় পড়ে। সী বিচে

www.pathagar.com

বিদেশীদের অনুকরণে বড় বড় ছাতা বানিয়ে রেখেছে যেখানে মুসলমান নামধারী উলঙ্গ নর-নারীরা জাঙ্গিয়া, আর বিকিনী পরে গায়ে রোদ লাগায়। যা মুসলমানদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কঠিন গুনাহের পর্যায়ে পড়ে। বর্তমান বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী নৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু না থাকায়, সারা দেশে চলছে খোদাদ্রোহীতার দোর্দণ্ড প্রতাপ। মদ, সুদ, ঘুষ, জেনা-ব্যাভিচার, পতিতাবৃত্তি, মুসলমান নামধারী নারীদের উলঙ্গপনা, বেহায়া চালচলন, সিনেমা, টিভিতে অশ্লীল নগ্ন নৃত্য, গান, ছায়াছবি, বিজ্ঞাপন অবাধে চলছে। কে বলবে যে এটা একটা মুসলিম মেজরিটির দেশ। যার ফলে দেশটি কিছুদিন পরপরই মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ্‌র রাব্বুল আলামীনের রুদ্ররোষে পতিত হয়। কিছুদিন পরপরই বঙ্গোপসাগরের পানি রুদ্ররূপ ধারণ করে উত্তাল ঢেউ এ সারাদেশকে, দেশের খোদাদ্রোহী মানুষ, পশু, দেশের সম্পদ সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। তবু আমাদের দেশের সরকার বা জনগণের বিন্দুমাত্র শিক্ষা হয় না, চেতনা হয় না। আবার তারা সেই অপকর্ম, সেই খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত হয়। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এতোটুকু চেতনা বা শিক্ষা তাদের নেই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশেই এ শান্ত সমুদ্র উত্তাল হয়ে রুদ্ররূপ ধারণ করে আসে জনগণের খোদাদ্রোহীতার অপরাধে, আল্লাহ্ পাকের অবাধ্যতার কারণে। ফলে তাদের খোদাদ্রোহীতার অপরাধে বাংলাদেশের জনগণ বারবার আল্লাহ্ পাকের গজবে পতিত হচ্ছে। ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, আগ্নেগিরির অগ্ন্যুৎপাৎ সবই খোদাদ্রোহীতার শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্‌পাক মানুষের উপর আপতিত করেন। আল্লাহ্‌পাকের এ সাজানো জনপদ। এ প্রিয় মানুষকে আল্লাহ্‌পাক কখনো শুধু শুধু ধ্বংস করেন না। মানুষ যখন আল্লাহ্‌পাকের অবাধ্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই মানুষ আল্লাহ্‌র গজবে পতিত হয়। এ সত্য যতদিন মুসলমান জনগোষ্ঠী উপলব্ধি না করবে, যতদিন মুসলমান আল্লাহ্‌পাকের সুস্পষ্ট হারাম কাজ থেকে বিরত না হবে ততদিন বিভিন্নভাবে আল্লাহর গজবে পতিত হতেই থাকবে।

লোহিত সাগরের পানি সৌদিকে প্লাবিত করে না

কিন্তু সৌদি আরবের লোহিত সাগরের পানিতো উত্তাল হয়ে কোনোদিন সৌদি আরবের কোনো জনপদকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায় না? কেনো তাদের সমুদ্র উত্তাল হয়ে আসবে? আমাদের সী বিচে কি হয়, তাতো দেখছেন। আর সৌদিরা লোহিত সাগরের পাড়ে পাড়ে বানিয়েছে মসজিদ।

যেখানে প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামাজ হচ্ছে। মহিলাদের জন্যে সীবিচে প্রত্যেক মসজিদে আলাদা সুন্দর নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে সীবিচে বেড়াতে আসা সৌদি দম্পতিরা বাচ্চা নিয়ে যেমন সমুদ্রের দৃশ্য উপভোগ করে, তেমনি নামাজের সময় হলেই নামাজে দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহ্‌পাকের শুকরিয়া আদায় করে। যার জন্যে

www.pathagar.com

লৌহিত সাগরের পানি উত্তাল হয়ে কোনোদিন জেদ্দা বা সৌদি আরবের কোনো জনপদ ভাসিয়ে নিয়ে যায় না। জেদ্দার বাংলাদেশী মহিলারা বললেন যে, তারা কোনোদিনই লোহিত সাগরের জলোচ্ছ্বাস দেখেননি। আর বাংলাদেশের জনপদকে দু'দিন পরপরই বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছ্বাসে সব তছনছ করে দিয়ে যায়। কত মানুষ, পশুর প্রাণহানী ঘটে, কত শস্যের ক্ষেত-খামার ও বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায়। এসব কিছু ঘটছে শুধুমাত্র মানুষের খোদাদ্রোহীতার কারণে। আল্লাহ্পাকের হুকুম ছাড়া কোনোদিন সমুদ্রের পানি জনপদে ওঠে আসে না। এটাই আল্লাহ্র বিধান।

হোটেল কাকীতে

দেখতে দেখতে ২৫ মার্চ এসে গেল। আমাদের হজ্ব কাফেলা আজ মক্কায় পৌছার কথা। আমাদের হজ্জ কাফেলায় রয়েছে আমার বড় মেয়ে নূরজাহান শাম্মী, জামায়াতের রুকন ও মানারাত বাংলাদেশ-এর টিচার। বড় জামাই শেখ আলী আশরাফ, আমার ছোট বোন মাকসুদা গফ্ফার হেনা– জামায়াতের রুকন ও দায়িত্বশীলা, বোনের জামাই জনাব আব্দুল গফ্ফার– জিএম সুগার মিল (বর্তমানে রিটায়ার্ড), জামায়াতের রুকন, আমার ছোট ছেলে মোঃ সাইফুল্লাহ মনছুর– অধ্যাপক, মেনেজম্যান্ট, আবুজর গিফারী কলেজ ও রেডিও-টিভি সংবাদ পাঠক, জামায়াতের রুকন এবং ছোটছেলের বউ মহসিনা, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, বিবিএস ছাত্রী, ডাঃ কাশেম ফারুকী ও তার স্ত্রী (আমার ছোট বৌ'মার খালাত বোন ও বোনের স্বামী), আমার এক আত্মীয় নিপুর আম্মা তার বিবি এবং ছেলে এবং আরও একজন দ্বীনি ভাই। আমাদের হজ্ব কাফেলা মক্কার বিখ্যাত "হোটেল কাকীতে" এসে উঠেছে। এ হোটেলের মালিক আবু নসর সাহেব বড় জামাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জামাই-এর বন্ধুর হোটেল হওয়ার কারণে আমাদের এতো বড় হজ্জ কাফেলার থাকা-খাওয়ার ভালো সুবন্দোবস্ত হয়েছে। "হোটেল কাকী" থেকে আল্লাহ্র ঘর এতো কাছে যে, পায়ে হেঁটে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ্র ঘরে আদায় করা যায়।

মেয়ে মুন্নি (যে মেয়ে স্বামীর সঙ্গে জেদ্দায় বসবাস করে) ব্যস্ত হয়ে গেল তার ভাই-বোনদের সাথে দেখা করার জন্যে। ৩০ মার্চ, মা মুন্নি সকলের জন্য খানা প্রস্তুত করে আমাকে সাথে করে খাবার নিয়ে ভাই-বোনদের সাথে দেখা করতে এলো 'হোটেল কাফীতে'। অনেকদিন পর ভাই-বোনদের এক সাথে পেয়ে মা মুন্নি, নাতিন লুবাবা মহা খুশী। মুন্নি এ কয়দিন আশা করেছিল যে, ভাই-বোনেরা হজ্বের আগে জেদ্দায় তার বাসায় যাবে। কিন্তু আল্লাহ্র ঘরের কাছেই হোটেল কাকীতে তারা থাকছে। আল্লাহ্র ঘরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারছে। এ আনন্দে কেউ আর হজ্বের আগে জেদ্দা যেতে রাজী হলো না। অগত্যা অপেক্ষা করে করে মা মুন্নিই ভাই-বোনদের সাথে মক্কায় হোটেল কাকীতে দেখা করতে এসেছে আমাকে সাথে নিয়ে।

www.pathagar.com

পবিত্র হজ্ব পালন

আমি আর জেদ্দা ফিরে গেলাম না। ওদের সাথে হজ্ব পালন করে, ওদেরকে সাথে নিয়ে একেবারে জেদ্দায় যাব ইনশায়াল্লাহ্। ওরা হজ্বের পর জেদ্দা বোনের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমি হজ্ব কাফেলার সঙ্গে মক্কায় হোটেল কাকীতে রয়ে গেলাম। আমার মেয়ে মুন্নি আমাদের কাছে ভাই-বোনদের সঙ্গে অনেকক্ষণ সময় কাটাল এবং হোটেল কাকীতে বসে সকলের সঙ্গে মুন্নির নিয়ে আসা খাবার জামাই, মেয়ে, নাতি-নাতনীরা অন্যান্য সকলে মিলে একসাথে খেলাম। খানাপিনা শেষে মা মুন্নি এবং জামাই, নাতি-নাতনীরা আমাকে হজ্ব কাফেলার সঙ্গে রেখে বাদ আসর বিষণ্ন মনে জেদ্দায় ফিরে গেল।

আমার ছেলে আমার হজ্বের সমস্ত Performance সেড়ে নিল। হজ্ব শুরু হবার আগে একটা দিন আল্লাহ্র ঘরে নামাজ পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। এক ইমামের পেছনে বিশ্বের সকল মুসলমান এক পোশাকে, এক রাসূল (সাঃ)'র উম্মত হিসেবে, এক আল্লাহ্র বান্দা হিসেবে, এক আল্লাহ্র এবাদতে সামিল হয়েছে। দেখে চোখে পানি এসে যায়। আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে প্রায়ই দোয়া করেছি, আল্লাহ্পাক- দুনিয়ার মুসলমান ইসলামের দুশমনদের চক্রান্তে নিজেরা বিভেদে লিপ্ত হয়ে নিজেরা-নিজেরাই হানাহানি করে ধ্বংস হচ্ছে। তুমি তাদের এই হজ্বের মহাসম্মেলনে, তোমার ঘরে এনে যেভাবে সবাইকে এক ইমামের পেছনে, সবাইকে ভাই ভাই করে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, নামাজে দাঁড় করিয়ে দিয়েছ, তাদের অন্তরে সেই ঐক্যের চেতনা, হজ্বের এই মহান শিক্ষা তাদের অন্তরে জাগ্রত করে দাও। দুনিয়ার মুসলমান তাদের দেশে ফিরে গিয়ে যেন মহান হজ্বের এ ঐক্যের চেতনা ভুলে না যায়। তারা যেন হজ্বের এ মহাসম্মেলনের সুমহান শিক্ষা নিয়ে দুনিয়ায় আবারো ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ হিসেবে প্রতিটি মুসলিম দেশের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে পারে।

আল্লাহ্র ঘরে প্রথমবার যখন ওমরাহ পালন করলাম দিনটি ছিল ৬ মার্চ, ৭ জিলক্বদ, শুক্রবার। তখনও কিন্তু হাজী সাহেবানরা মক্কায় বেশি সংখ্যক এসে পৌছায়নি। ৩০ মার্চ যখন পবিত্র হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় এলাম তখন মক্কায় হাজী সাহেবানরা এসে জমায়েত হয়েছেন। প্রতিটি হোটেল/মোটেল, রাস্তার পাশে, ব্রীজের নীচে লোকে লোকারণ্য। মক্কায় কার, বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মেসফালাহ্তে

www.pathagar.com

বাংলাদেশী হাজী সাহেবানরা থাকেন। খবর পেলাম মোহতারাম দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী সাহেব তাঁর স্ত্রী-পরিজন নিয়ে মেসফালাহ্তে এক হোটেলে উঠেছেন। কিন্তু বাইরে এতো গরম, হাজী সাহেবানদের এতো ভীড় যে, সেখানে যাওয়া বা তাঁদের আসা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। আমার ছেলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

লক্ষ লক্ষ হাজী সাহেবানরা হজ্বের কেন্দ্রস্থল মক্কার হোটেলগুলোতে উপস্থিত হয়েছেন। মক্কায় সব হাজী সাহেবানদের ঠাঁই সম্ভব নয়। তাই মক্কার আশেপাশে কিছু দূরেও হাজী সাহেবানরা যেখানে যেটুকু জায়গা পাচ্ছেন, সেখানেই নিজেদের ঠাঁই করে নিচ্ছেন।

তানিম রওয়ানা

আমি জেদ্দা থেকে হজ্বের জন্যে এহ্রাম বেঁধে আসিনি। আমি মক্কা এসে এহ্রাম বাঁধবো নিয়্যাত করে এসেছিলাম। পড়ে জানলাম, যারা মক্কা থেকে হজ্বের জন্যে এহ্রাম বাঁধবেন তাদেরকে মক্কার বাইরে 'তানিম' নাম স্থানে এক মসজিদ রয়েছে, সেখান থেকে এহ্রাম বেঁধে আসতে হবে।

৪ এপ্রিল, ৬ জিলহজ্ব। ছোট ছেলে সাইফুল্লাহ্ মানছুর ও বৌমা মোহসিনা আমাকে এহ্রাম বাঁধতে তানিমে নিয়ে গেল। তানিম মক্কা থেকে বেশ দূরে। বাসে যেতে হলে প্রায় ৩০/৩৫ মিনিট সময় লাগে। আমরা কাবার পাশ থেকেই বাসে চড়ে তানিম রওয়ানা হলাম। দু'পাশে মক্কার দোকানপাট। প্রতিটি দোকানপাটের পেছনে পাহাড়। চারদিকে কেবল পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়েরর কোল ঘেঁষেই কোথাও কারখানা, কোথাও পেট্রোল পাম্প। পাহাড়ের উপরেই বেশির ভাগ বাড়িঘর। রাস্তার দু'পাশে মাঝে মাঝে বড় বড় টিউলিপ গাছের মতো গাছ। দু'চারটি নিমগাছও আছে। রাস্তার মাঝখানে মাঝে মাঝে দু'চারটা সবুজ ঘাস এবং কুলগাছ লাগিয়ে আইল্যান্ড করা হয়েছে। এসব দেখতে দেখতে আমরা মক্কার বাইরে চলে এলাম। এবার শুধু পাহাড় আর পাহাড়। বাড়িঘর দোকানপাট কিছুই নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বাস তানিম মসজিদের কাছে এসে থেমে গেল। আমাদের সাথে অনেক হাজী সাহেবান নেমে এলেন বাস থেকে। তানিম মসজিদ বেশ সুন্দর। বিরাট মসজিদ, মসজিদের বিরাট চত্বর। মেয়েদের জন্যে পৃথক করা পর্দার ব্যবস্থায় উঁচু দেয়ালের ভেতরে প্রসস্ত হাম্মামখানা রয়েছে। সেখানে কয়েকজন আফ্রিকান মহিলা বাচ্চা নিয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছে। মেয়েদের জন্যে নিরাপদ জায়গা। অজু এবং গোসলের সুন্দর ব্যবস্থাও রয়েছে। আমি এবং বৌমা মোহসিনা অজু সেরে নিলাম। পুরুষদের অজু-গোসলের স্থান মেয়েদের হাম্মামখানা থেকে বেশ দূরে। ছেলে মানছুর সেখান থেকে অজু সেরে এলো। আসরের নামাজের আজান হলো। আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম। বিরাট মসজিদ। পুরুষদের এবং মেয়েদের নামাজের জায়গার পৃথক ব্যবস্থা

www.pathagar.com

রয়েছে। আমরা মেয়েদের জন্যে নির্ধারিত বড় কামরায় ঢুকে এহরামের জন্য দু'রাকাত নামাজ আদায় করে আসরের নামাজ পড়ে বের হয়ে আবার বাসে চড়ে বসলাম। অনেক হাজী মহিলা-পুরুষ আমাদের সাথে এহরাম বেঁধে এসে বাসে চড়ে বসলেন। এবার লাব্বায়েক, লাব্বায়েক পড়তে পড়তে আমরা আবার ক্বাবার পথে পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে রওয়ানা হলাম। তানিম শহরের পর কিছুদূর পাহাড়। তারপরই শুরু হয়েছে মক্কা শহর। পথে দেখলাম শত শত হাজী সাহেবান এখনো বাস থেকে নামছেন, যেখানে জায়গা পাচ্ছেন লাগেজপত্র নিয়ে জায়গা করে নিচ্ছেন। হজ্বের পরিবেশ আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন। হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষ আল্লাহ্‌র জন্যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে, আল্লাহ্ পাকের আদেশ পালন করতে হজ্বে এসেছেন। কোনো শংকা নেই, কোনো চিন্তাভাবনা নেই, কোনো ভয়ভীতিও নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষের এমন পবিত্র জমায়েত, ভয়হীন, শংকাহীন এবং চিন্তাভাবনাহীন এমন সুন্দর বিরাট জমায়েত বিশ্বের কোনো ধর্মে আছে বলে আমার জানা নেই। সবাই সবার কল্যাণ কামনায় তৎপর। কেউ কারো প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ নেই। সবাই আল্লাহ্‌র জন্যে দেওয়ানা। আল্লাহ্‌র প্রতিটি আদেশ-নির্দেশ সুষ্ঠুভাবে কিভাবে পালন করা যায় সে চেষ্টায় সবাই তৎপর। এ হজ্ব মুসলমানদের জন্যে পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শৃংখলা, ঐক্য, ন্যায়-নীতির ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের বিরাট ট্রেনিং দিয়ে থাকে। এভাবে হজ্ব পালনের পর যদি কোনো মুসলমানের চরিত্রে পরিবর্তন না আসে, পবিত্র হজ্বের শিক্ষাগুলো যেসব হাজী সাহেবানরা অনুধাবন করতে পারেন না, তাদের এতো কষ্টের হজ্বই ব্যর্থ।

তানিম থেকে যখন বাস ক্বাবার পাশে এসে দাঁড়াল, তখন বাস থেকে ক্বাবার চত্বরে যাবার এতোটুকু স্থান ফাঁকা নেই। ক্বাবার চতুর্দিকে নামাজের জন্যে নামাজীরা বসে আছেন। কোথাও একটু জায়গা পাচ্ছিলাম না। যাতায়াতের জন্যে সামান্য একটুখানি জায়গা খালি রাখা হয়। ঐ খালি জায়গার একপাশে আমি এবং অপরপাশে আমার ছেলে মানছুর একটু জায়গা নিয়ে আমরা নামাজের জন্যে বসে গেলাম। মাগরিবের আজান হয়ে গেল। আজানের সাথে সাথেই সকল হাজীগণ যে যেখানে থাকেন, নামাজের জন্যে দাঁড়িয়ে যান। আমি যেখানে ২/১ জন মহিলা দেখি সেখানেই নামাজের জন্যে বসে যাই। মাগরিবের নামাজ সেরে এশার নামাজের জন্যে বসে রইলাম। বেশিরভাগ হাজী সাহেবানরা মাগরিবের পর এশার নামাজ না পড়ে যান না।

চারিদিকে মানুষ গিজ গিজ করছে। নামাজের সামনে দিয়ে নারী-পুরুষ হেঁটে যাচ্ছেন। জায়গা নেই একটু হাঁটার। পরে জানলাম ক্বাবা ঘরে প্রত্যেকের নামাজের স্থান শুধু তার সেজদার জায়গাটুকু। সবাই নমাজের সামনে দিয়ে হেটে যাচ্ছে, কিছু করার নেই। এছাড়া কোনো উপায়ও নেই। এজন্যেই বোধ হয় আল্লাহ্‌পাক ক্বাবার

www.pathagar.com

চত্বরে সেজদার জায়গাটুকু শুধু নামাজের স্থান বলে নির্ধারণ করেছেন। আমরা এশার নামাজ আদায় করে হোটেল কাকীতে ফিরে এলাম।

দুনিয়ার সবচেয়ে শান্তির জায়গা

আল্লাহ্‌র ঘরে একবার যেতে পারলে আর ফিরতে ইচ্ছে হয় না কারো। দুনিয়ার সবচেয়ে শান্তির জায়গা এ আল্লাহ্ পাকের ঘরের তাওয়াফের চত্তরে। তাওয়াফ সাই শেষ করে হাজী সাহেবানরা যেখান থেকেই আল্লাহ্‌র ঘর চোখে পড়ে সেখানে বসেই আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। যতক্ষণ পারেন বসে বসে দোয়া-দরুদ পড়েন, নফল নামাজ পড়েন, কুরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র ঘরের কাছে সময় কাটান। এতে কি যে শান্তি পাওয়া যায়, তা একমাত্র হাজী সাহেবানরাই উপলব্ধি করেন। হজ্বে না গেলে তা উপলব্ধি করা যায় না। এ পবিত্র ঘরকে আল্লাহ্‌পাক বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের জন্যে মিলন কেন্দ্র আল্লাহ্‌র ঘর বানিয়েছেন বলেই এ ঘরের প্রতি হাজী সাহেবানদের এতো মহব্বত।

হজ্বের সময় আল্লাহ্‌র ঘরের কাছে গিয়ে নামাজ পড়া কঠিন ব্যাপার। হজ্বের সময় আল্লাহ্‌র ঘর, ক্বাবা ঘর থেকে ৬ ওয়াক্ত নামাজের আজান দেয়া হয়। সর্বপ্রথম তাহাজ্জুদের আজান পড়ে। এ আজানের সাথে সাথে যারা ক্বাবা ঘরে তাহাজ্জুদ পড়তে চলে যান, তারা আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়ে আল্লাহ্‌র ঘর, ক্বাবা ঘর দেখা যায় এমন জায়গায় বসার সৌভাগ্য লাভ করেন। কিন্তু ফজরের আজান দিলে আর রাস্তায়ও নামাজের জায়গা থাকে না। আমরা প্রায়ই বিশেষ করে আমি, আমার বোন এবং এক দ্বীনি বোন নিপুর আম্মা, এই তিনজনে আগেই বেরিয়ে পড়তাম। সবাই এক সাথে যেতে চাইলে দেরী হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র ঘরের কাছে যাওয়া যায় না। এমনকি নামাজের জায়গাও পাওয়া যায় না। আমরা যেদিন তাহাজ্জুদের আজানের সাথে সাথে বেরুতাম, সেদিন দেখা যেতো রাস্তায় লোকে পরিপূর্ণ। হাজী সাহেবানরা নামাজের জন্যে যাচ্ছেন। রাতের কোনো অংশেই আল্লাহ্‌র ঘর, কাবা ঘরের দিকে লোক যাতায়াতে কোনো বিরাম নেই। আমরা হোটেল থেকে বের হয়ে হাজী সাহেবানদের সাথে হাঁটতে থাকতাম। সাথে নামাজের মোসাল্লা থাকত। হাঁটতে হাঁটতে যতদূর যাওয়া যায় আল্লাহ্‌র ঘরে ততদূর যেতাম। যখন আর লোক ঠেলে যাওয়া সম্ভব হতো না তখন আমরা যেখানে মেয়ে লোক দেখতাম সেখানেই নামাজের মোসাল্লা বিছিয়ে বসে যেতাম। সব হাজী সাহেবানরা তাই করেন।

কাবার টান মনের গহীনে

একদিন আমি এবং নিপুর আম্মা তাহাজ্জুদের সময় হোটেল থেকে বেরুলাম। আল্লাহ্‌র ঘরের কাছে নামাজ পড়ার আশায়। নিপুর আম্মা রাস্তার পাশের হোটেল থেকে একগ্লাস চা (প্লাস্টিকের গ্লাস, চা খেয়ে সবাই গ্লাসটা ডাস্টবিনে ফেলে দেয়) ও

www.pathagar.com

একটা পাউরুটি নিয়ে খেয়ে নিলেন। আমি চা খাইনা। ক্ষুধাও তখন লাগেনি। আমি উনার পাউরুটি অর্ধেক ছিঁড়ে উনার চায়ে ডুবিয়ে খেয়ে নিলাম। এরপর আমরা অগ্রসর হলাম আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে। ক্বাবার বাইরে চত্বর পর্যন্ত যেতে পারলাম। আর অগ্রসর হতে পারলাম না মানুষের প্রচণ্ড চাপে। কাবার বাইরের চত্বরেই মহিলা হাজীরা বসেছেন এক জায়গায়। আমরা দু'জনে সেখানেই বসে পড়লাম। ফজরের নামাজে আর এগুতে পারলাম না। তাহাজ্জুদ এবং ফজরের নামাজ সেরে হাজী সাহেবানরা বেশির ভাগই খানাপিনা এবং বিশ্রামের জন্যে কাবাঘর থেকে বাইরে আসেন। আমরা আমাদের জায়গায় বসে রইলাম কাবা ঘরের কাছে যাওয়ার আশায়। লোকজন বেশ কমে গেল। এবার আমি আর নিপুর আম্মা বাবে আঃ আজিজ দিয়ে ক্বাবার চত্বরে এসে পড়লাম। আল্লাহ্‌র ঘরের কাছে আসতে পারলে, আল্লাহ্‌র ঘর চোখের নজরে পড়ে এমন জায়গায় নামাজের জন্য বসতে পারলে কি যে আনন্দ লাগে, নিজেকে ধন্য মনে হয়। সব হাজী সাহেবানদেরই এ আকাঙ্ক্ষা কেমন করে ক্বাবা ঘরের কাছে বসা যায়। একটু ক্বাবা ঘর নজরে পড়ে এমন জায়গায় বসার জন্য সবার কি আকুতি, চেষ্টা। তাই বলে কিন্তু কোনো বিশৃংখলা নেই। কাছে যেতে পারলে ধন্য, নইলে যেখানে জায়গা পাওয়া যায়, সবাই সেখানেই বসে পড়েন। কারো কোনো বিরক্তি নেই। কারো কোনো হিংসা নেই। অপূর্ব সম্মিলন কেন্দ্র ইসলামের। এসবই ইসলামের মহান ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষার ফসল।

আমরা যখন ক্বাবার চত্বরে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে ভীড় বেশ কমে গেছে। এ সময়টাতেই ভীড় একটু কম হয়। হাজী সাহেবানরা সারারাত্রি এবাদত করে, তাহাজ্জুদ পড়ে, ফজর পড়ে, এ সময় সবাই একটু খানাপিনা ও বিশ্রামের জন্যে যার যার আস্তানায় যান। আর এ সময়ই ক্বাবার চত্বরে ভীড় একটু কম হয়।

তাওয়াফ সর্বক্ষণই চলছে। আমি আর তাওয়াফের লোভ সামলাতে পারলাম না। নিপুর মাকে নিয়ে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে তাওয়াফে নেমে পড়লাম। ক্বাবার চত্বরে তখনও রোদ পড়েনি। এর আগেই আমাদের তাওয়াফ (৭ চক্কর) শেষ হয়ে গেল। কারণ আল্লাহ্‌র ঘরের যতো কাছ থেকে তাওয়াফ করা যায়, ততো তাড়াতাড়ি তাওয়াফ হয়ে যায়। এবার সাই করব। কিন্তু নিপুর আম্মাকে খুব দুর্বল লাগছিল। তাই আর সাই একা করা হলো না। সাই করতে পারলে আমাদের আরো একটি ওমরা হয়ে যেত।

তাওয়াফ শেষে আমরা দু'জনে পেট ভরে জমজমের পানি খেলাম। ক্ষুদা একদম দূর হেয়ে গেলো। এবার কাবা ঘরের খুব কাছে একটা পছন্দ মতো জায়গা বাছাই করে আমরা বসে পড়লাম। সেদিন ছিল জুমার দিন। কাবা ঘরের কাছে বসতে পারলে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না। নিপুর আম্মাকে বললাম, আমরা জুমার নামাজটা আল্লাহর ঘরেই পড়ে যাই। এখন বেরুলে তো আর আসা যাবে না এখানে। নিপুর

www.pathagar.com

মাও চাইলেন জুমার নামাজ পড়েই হোটেল যাই। অনেক্ষণ আমরা আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে তাকিয়ে প্রাণভরে দেখছিলাম আল্লাহ্‌র ঘরের কুদরতের সৌন্দর্য্য আর বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাবার চত্তর আবার লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। আমি বসে কুরআন তেলাওয়াত করতে লাগলাম। নিপুর আম্মা দোয়া-দরুদ পড়তে লাগলেন। বেলা দশটার দিকে আমরা অজুর জন্যে বেরুলাম। কিছুটা ক্ষুধা পেয়েছিল। আবার পেট ভরে জমজমের পানি পান করলাম। ক্ষুধা একদম দূর হয়ে গেলো।

আমরা মহিলাদের জন্য নির্ধারিত অজুর স্থান থেকে অজু সেরে আবারো আল্লাহ্‌র ঘর চোখে পড়ে এমন একটা কাছাকাছি জায়গায় বসে পড়লাম। আমি জীবনের একদিনের ওমরী কাজা নামাজ আদায় করলাম। আবার কুরআন তেলাওয়াত করতে লাগলাম। আমি কুরআনে হাফেজ। যখনই সুযোগ পাই, তখনই কুরআন তেলাওয়াত করতে চেষ্টা করি। আল্লাহ্‌র ঘরে বসে এই নিয়্যাতে পড়ছি যে, আল্লাহ্‌পাক তার ঘরের কাছে বসে পড়ার বরকতে যেনো আমার স্মরণশক্তি বাড়িয়ে দেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার আগেই যেনো পূর্ণ কুরআন অর্থসহ পড়ার এবং ভালোভাবে হেফজ করার তওফিক দান করেন। কুরআন পড়ে মাঝে মাঝে নিপুর মাকে পাক কুরআনের অর্থ পড়ে পড়ে শুনাচ্ছি। আমার পাশ থেকে একজন তুর্কী মহিলা হাজী বললেন, তুমি কুরআন আরবীতে পড়তে পার, আরবী বলতে পার না কেনো? আমি বললাম আমি সব কুরআন বুঝি না তখন তিনি আমার অক্ষমতা বুঝতে পারলেন।

তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়ার ভাই-বোনরা

এবার তুরস্ক থেকে বহু নারী-পুরুষ হজ্বে এসেছেন। তারা একই রংয়ের অর্থাৎ পুরুষরা খাকি রংয়ের পোষাক এবং মহিলারা খাকি রং এর বোরখা পড়ে হজ্বে এসেছেন। একরকম পোশাকে একটা সুবিধা এই যে, শত শত, হাজার হাজার মানুষের মাঝে নিজ দেশের, নিজ কাফেলার হাজীকে চিনতে কোনো কষ্ট না হয় এবং হারাবার ভয় কম। ইন্দোনেশিয়ার মেয়েরা একরমক বোরখা পড়ে দল বেঁধে হজ্ব করতে আসে। শুনেছি হজ্ব না করলে নাকি ইন্দোনেশিয়ান মেয়েদের বিয়ে হয় না। তাই দেখা যায়, অল্প বয়সী ইন্দোনেশিয়ান মেয়েরা দল বেঁধে হজ্বে এসেছে।

ইরানী ভাই-বোনরা

এবার ইরান থেকে প্রচুর ইরানী ভাই-বোনেরা হজ্বে এসেছেন। এরা বেশিরভাগ রাতের বেলায় তাওয়াফ করেন। আমরা এশার নামাজ সেরে হোটেলে ফিরব–এমন সময় দেখলাম, মূহুর্তের মধ্যে কালো বোরখায় কাবার চত্তর ভরে গেল। এরা রাতের বেলা কাবা ঘর তাওয়াফ করতে এসেছেন। ইরানী ভাইদের চেনা যায় না। আরব ভাইদের মতোই চেহারা ইরানী ভাইদের। কিন্তু ইরানী বোনদের চেনা যায় কালো

www.pathagar.com

বোরখার কারণে। ইরানী বোনেরা সবসময় কালো বোরখাই পড়েন। একদিন আমি আমার বড় মেয়েকে নিয়ে ফজরের নামাজের পর কাবার চত্বরে পাশে দালানের সিঁড়িতে কাবার ঘরের দিকে চেয়ে বসে আছি। এমন সময় একজন ইরানী মেয়ে আমার মেয়ের পাশে এসে সিঁড়িতে বসল। মেয়ের সাথে অনেক্ষণ বসে কথা বলল, পরিচয় হলো। মেয়েটি ইরানের একটি স্কুলের টিচার। আর আমার বড় মেয়েও বাংলাদেশে মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের টিচার। দু'জনই প্রায় এক বয়সী। এমন সময় সাধারণ পোশাক পড়া একজন আরব আমাদের একদম কাছে এসে নীচের সিঁড়িতে বসল। যতক্ষণ আমার মেয়ে এবং ইরানী মেয়েটা কথা বলছিল, ততক্ষণ ঐখানে বসেছিল লোকটা। পড়ে লোকটা উঠে চলে যায়। আমার মনে হচ্ছিল লোকটি আরব স্পাই গোছের কেউ হবে। ইরানীদের দেখলেই তারা সন্দেহ করে। এদের উপর কড়া নজর রাখে। একদিন দেখলাম, একটা ইরানী মেয়েকে আপদমস্তক কালো বোরখা পরিহিত, পুলিশ ঘেরাও দিয়ে কাবার ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। তখন দেখলাম সমস্ত ইরানী ভাই-বোনেরা দলে দলে সেদিকে যাচ্ছে। পরের ঘটনা আর জানতে পারেনি। ইরানী মেয়েটা আমার মেয়েকে একটা তসবীহ প্রেজেন্ট করল।

ইরানের জনগণ একটি রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে তাদের দেশে ইসলামী সরকার কায়েম করেছে। সৌদি আরব রাজতন্ত্র হওয়ায় ইরানীদের ভয় পায়। হজ্বের সম্মেলনে বক্তব্য রাখার অপরাধে কয়েক বছর আগে ৬ শ' ইরানী নারী-পুরুষকে সৌদি সরকারের পুলিশ বা সেনাবাহিনী গুলি করে হত্যা করেছিল। ইরানী হাজী ভাই-বোনেরা তাদের ইরানী ভাই-বোনদের লাশ নিয়ে দেশে ফিরে যায়। কোনো প্রতিবাদ করেনি। দু'টি মুসলিম দেশের মাঝে বিরোধ সৃষ্টির জন্যে সব সময় আমেরিকার হাত থাকে। ইরানী জনগণ এ ব্যাপারে খুবই সচেতন। তারা তাদের ভাইদের লাশ নিয়ে দেশে ফিরে যায়, তবুও সৌদি সরকারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। এভাবে তারা সবসময় আমেরিকার চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিয়েছে নিজেদের জীবন কুরবানী দিয়েও। তাছাড়া ইরানী জনগণের শাহাদাতের জযবা অপরিসীম। তারা জানে যে ইসলামের জন্যে শহীদ হওয়া মানে নিশ্চিত জান্নাত। এজন্যে তারা শহীদের জন্যে আফসোস করে না বরং গর্ব করে। ইরানের যে কোনো এতিম শিশুকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার আব্বা কোথায়? সোজা জবাবে দেবে, আমার আব্বা জান্নাতে। ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মাঝে শাহাদতের জযবার তীব্র আকুতিই একমাত্র আন্দোলনকে মঞ্জিলে-মকসুদে পৌছে দেয়। ইরানের ইসলামী বিপ্লব এই জযবার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

সোয়া বারোটার মধ্যেই আজান হয়ে গেল। এবার কাবলাল জুময়ার নামাজের জন্যে প্রস্তুতি নিলাম। কাবলাল জুময়ার নামাজ পড়ে কিছুক্ষণ বসে দোয়া-দরূদ পড়তেই খুতবা শুরু হলো। খুতবা আরবীতেই হচ্ছে, আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না,

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে দু'একটা আয়াত ছাড়া। সৌদিরাতো নামাজে পঠিতব্য সকল সূরার অর্থই বোঝেন। তাই মনে হয় সব সৌদি ভাই-বোনেরা নামাজী এবং খোদাভীরু। মেয়েরা পর্দানশীল। নবীজী (সাঃ) এর ভাষা আঁরবী। পাক কালামের ভাষাও আরবী। সৌদী, তুর্কী, সুদানী, প্যালেস্টাইনী তাদের ভাষাও আরবী। তাদের কতো সৌভাগ্য। যাদের ভাষা আরবী তারা যদি কুরআন পড়ে না বোঝে, না মানে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন কোনোদিন হবে না।

প্যালেস্টাইনের ভাগ্য পাক কুরআনেই নিহিত রয়েছে। পাক কুরআনে পরিষ্কার বলা হয়েছে, মোশরিকদের সঙ্গে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করা হলো। (সূরা আত তওবা -১ আয়াত)।

মুসলমানের বন্ধু আল্লাহ, আল্লাহ্র রাসূল এবং মুমেনগণ। আজকের প্যালেস্টাইন, বসনিয়া, কসোভো, কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান আমেরিকা, জাতিসংঘ, রাশিয়া, ভারত, চীন কোনোকালে করবে না। বরং শত্রু যখন মুসলমানদের হাতে ঘায়েল হয়েছে তখনই শুধু তারা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য। এটাই ইসলাম ও মুসলমানের জন্য বাস্তবতা। মুসলমানদের সমস্যার সমাধানের জন্য সমস্ত মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধভাবে প্যালেস্টাইন, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, তুরস্ক, সুদান, মরো মুসলমানদের পক্ষে কথা বলবে, চিৎকার করবে, সম্ভাব্য সব রকমের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসবে, নিজেরা জান বাজি রেখে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে। তখন আল্লাহ্র সাহায্যে বিজয় আসবে ইন্শাআল্লাহ্।

প্যালেস্টাইনী মুসলিম মেয়েরা যেভাবে বেপর্দা হয়ে রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিলে নেমেছে এসব কার্যক্রমে আল্লাহ্পাকের সাহায্য মোটেও থাকবে না। বাংলাদেশের নারীবাদী সংগঠনগুলো যেভাবে আল্লাহ্র বিধান অমান্য করে বেপর্দা অবস্থায় নারীদেরকে নিয়ে মিছিল-মিটিং করছে তাতে কোনোকালেও নারী সমস্যার সমাধান হবে না। বরং এরাই আল্লাহ্র আইন ও বিধি-বিধান না জানার কারণে আরো নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে। আল্লাহ্পাকের আইন-বিধান মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে সমগ্র নারী জাতির সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি। এ বাস্তব সত্য আমাদের নারীবাদী নেত্রীরা যতো শিগগিরই উপলব্ধি করবে ততোই মঙ্গল।

জুমার নামাজ পড়ে হোটেলে ফিরতে আড়াইটা বেজে গেল। ভোররাতে একটু চা-রুটি খাওয়া, আর জমজমের পানি পানই ছিল আমাদের আড়াইটা পর্যন্ত খাদ্য। এতোক্ষণ আমরা কোনো ক্ষুধা উপলব্ধি করিনি। ফেরার পর বুঝতে পারলাম প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে।

www.pathagar.com

মিনার পথে

আজ ৬ এপ্রিল, ৮ই জিলহাজ্ব। আজ মক্কা শহরের সমগ্র হজ্ব কাফেলা মীনায় রওয়ানা করবে। ৫ই এপ্রিল ৭ই জিলহাজ্ব রাত ১২ টার পর থেকেই হোটেল কাকীর অনেক হাজী সাহেবানরা মীনায় রওয়ানা হয়ে গেছেন। সারা রাত্রিই বাস চলাচল করছে। যার যার মোয়াল্লেম তাদের হাজীদের মীনায় পৌছানোর ব্যবস্থা করেছেন। ভোরেই মদীনায় পৌছাতে হবে।

৮ই জিলহাজ্ব। আমাদের মীনায় যাওয়ার বাস সকাল ৭টায় হোটেলের সামনে এসে থামল। আমরা ফজরের পর থেকেই হোটেল থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। এক একটি বাস আসছে। হাজীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর বাস চলে যাচ্ছে, পরে আবার বাস আসছে। তাতে পরের গ্রুপ যাচ্ছে। এভাবে হাজী সাহেবানদের ঘন্টার পর ঘন্টা রোদে দাঁড়িয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। বাংলাদেশের সরকার হাজী সাহেবানদের ছাতা দান করছেন। এ ছাতা হজ্বের সময় হাজী সাহেবানদের অনেক কষ্ট লাঘব করেছে।

সকাল ৭টা, আমাদের সামনে একটি বাস এসে দাঁড়াল। আমার বড় মেয়ে, ছোট বৌ, ভগ্নিপতি, ডাঃ কাশেম ফারুকী এবং তার স্ত্রী বাসে উঠার সাথে সাথে বাস ছেড়ে দিল। আমরা বাকী মানুষগুলো আমার ছোট ছেলে, ছোট বোন, মেয়ের জামাই রয়ে গেলাম। আরও ঘন্টাখানেক অপেক্ষার পর আবারো একটা বাস এলো। এবার আমরা বাসে উঠার সুযোগ পেলাম এবং বেলা দশটার মধ্যে আমরা মীনায় পৌছে গেলাম। মক্কা থেকে মীনা মাইল তিনেক দূরে। কিন্তু হজ্বের সময় মানুষ ও গাড়ির ভীড়ে, গাড়ির গন্তব্যে পৌছুতে বেশ বিলম্ব হলো।

আমাদের মীনায় ক্যাম্প নং ছিলো ৩৬ এবং তাঁবু নং ছিল ২০। আমরা তাঁবুতে পৌছে দেখি আমার বড় মেয়ে, ছোট বৌ মুখ মলিন করে তাবুর এক জায়গায় বসে আছে। এখনো তাঁবুতে নির্দিষ্ট কোনো জায়গা বেছে নিতে পারেনি। বেশ বড় তাঁবু। নারী-পুরুষ একত্রে যার যার জায়গায় শুয়ে আছে। তাঁবুর দক্ষিণ পাশে শেষ প্রান্তে একটা বড় পর্দা টানিয়ে শ্রীলংকার হাজীরা জায়গা করে নিয়েছেন। মেয়েরা একদিকে, পুরুষরা একদিকে। উত্তর পার্শ্বে একটা বিহারী বা পাকিস্তানী পরিবার হতে পারে, যেখানে একজন মা তার ৩/৪টি ছেলে-মেয়েসহ সবাইকে নিয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে। তাঁবুর মাঝখানে কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবার, স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুয়ে আছে। পশ্চিম পার্শ্বে পর্দা ঘেরাও দিয়ে সিলেট থেকে আগত ৩/৪ জন বুড়া মহিলা এবং দু'জন স্বামী-স্ত্রী শুয়ে আছে। গরমে সবাই ক্লান্ত। গতরাতে অনেকে ঘুমুতে পারেননি। আমি ক্যাম্পে ঢুকেই এই বিশৃংখল অবস্থা দেখে বললাম, পুরুষরা যদি

www.pathagar.com

সবাই একপাশে থাকতেন, আমরা মহিলা একপাশে থাকলে একটু আরাম করে বসা যেতো। আমার মেয়ে বাধা দিয়ে বলল, আর বলবেন না। এ নিয়ে অনেক কথা হয়ে গেছে। একজন বাংলাদেশী পরিবার স্বামী-স্ত্রী খোলা জায়গায় শুয়ে আছে। ওরাই নাকি বলেছে যে, হজ্বে একসাথে সব নারী-পুরুষরা নামাজ পড়ছে, তাওয়াফ করছে, সাই করছে। এখন মীনাতে এসেই পর্দা লাগাতে হবে। আমার মেয়ে একথা শুনে অসন্তুষ্ট হয়ে বসে আছে। তখন আমি আমার মেয়েকে বললাম, মোটামুটি সবাই শুনতে পায় এভাবেই বললাম, মা হজ্ব কিন্তু অনেক কষ্টের ইবাদত। এ কষ্টের ইবাদতে কে কতো ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে, এ পরীক্ষাই হবে। কষ্টের এ ইবাদতে সবাই বহু টাকা পয়সা খরচ করে এসেছেন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। কাজেই কথাবার্তায়, আচার-আচরণে সবাইকে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। তবেই তো হজ্ব সার্থক হবে। হজ্ব আল্লাহ্‌পাকের কাছে কবুল হবে। তাছাড়া তাওয়াফে, সাইতে, নামাজে আল্লাহ্‌র ঘরে আমরা সবাই ইবাদতে মশগুল ছিলাম। কে কার দিকে তাকায়? কিন্তু তাঁবুতে এখানে শোয়া বসায় একটু পর্দা করা হলে আরামে শোয়া-বসা যেত। তারপর যারা প্রকাশ্যে শুয়েছিল তাদেরকে বাইরে রেখে আমরা আমাদের দিকে কয়েকটি চাদর দিয়ে পর্দা করে নিলাম এবং একটু আরাম করে বসলাম। আমাদের পুরুষরা পর্দার অন্যপাশে বসলেন। আমাদের পুরুষদের সঙ্গে কয়েকজন তাবলীগের ভাইরাও এসে বসলেন। তারা সিলেটি মহিলাদের আত্মীয়-স্বজন। এ সিলেটি হাজী মহিলারাও তাদের তাঁবুতে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছিলেন না। আমি কথা বলার পর সবাই একটু লিবারেল হলেন। এরপর আর কোনো অসুবিধা হয়নি। যাকে যা পরামর্শ দিয়েছে তিনি তাই শুনেছেন।

আমাদের তাঁবুর কাছেই পানির বিরাট ট্যাংক। চারিদিকে টয়লেট, বাথরুম এবং অজুর জায়গা। সে বাথরুমের পুরুষদের একপাশে এবং মহিলাদের একপাশে স্থান নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও পুরুষরা বারবার মহিলাদের দিকে চলে আসছিলেন। পুরুষরা মহিলাদের টয়লেটে ঢুকে যাচ্ছেন। মহিলাদের অজুর স্থানে অজু করতে চলে আসছেন পুরুষরা। মহিলারা যারা পর্দা করেন না, তারাও বারবার বলছিলেন, আপনারা পুরুষরা মহিলাদের দিকে আসছেন কেনো? কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। বারবারই পুরুষরা মহিলাদের টয়লেটে, মহিলাদের অজুর স্থানে চলে আসছিলেন। এই বিশৃংখলাটুকু মনে হয়, মহিলাদের সংখ্যানুপাতে পুরুষদের টয়লেট ও অজুর স্থানের সংকুলান হচ্ছিল না বলেই। এরপর আমরা মহিলারা আর পুরুষদের কিছু বলিনি।

সৌদি রাজপরিবার বা সৌদী সরকার, যাই বলি না কেন, হাজীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের বা সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং যত্নবান। দিন দিন হাজীদের থাকা খাওয়া টয়লেট প্রশ্রাবখানার উন্নতি সাধন করা হচ্ছে। এক সময় আরাফাতের

www.pathagar.com

সুবিশাল ময়দানে কঠিন রৌদ্র ও উত্তপ্ত বালির মধ্যে হাজী সাহেবানদের একটা দিন ইবাদতে কাটাতে হয়েছে। বর্তমানে আরাফাতের ময়দানে প্রচুর নিমগাছ লাগানো হয়েছে। এখন হাজী সাহেবানরা গাছের ছায়ায় এবং তাঁবুতে বসে ইবাদত করার সুযোগ পান। এখন তাঁবুর ব্যবস্থা হয়েছে। প্রথমদিকে হয়তো তাঁবুরও ব্যবস্থা ছিল না। মীনাতে প্রতি তাঁবুর চার কোণায় পানির ৪টি জার রয়েছে। জারের সাথে রয়েছে ছোট ছোট গ্লাস। কয়েকঘন্টা পর পর যুবকেরা পাইপ দিয়ে পানির জারে পানি ভরে দিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পানির জারে বরফ দিয়ে যাচ্ছে। গোসলের পানির বিরাট ট্যাংকেও বরফ দিয়ে যাচ্ছে। ফলে মীনাতে কঠিন গরমেও ঠান্ডা পানিতে গোসল করেছি এবং ঠান্ডা পানিই পান করেছি। সৌদী সরকার এভাবে দিন দিন হাজী সাহেবানদের স্বাচ্ছন্দের প্রতি যথেষ্ট যত্ন নিচ্ছেন।

মীনাতে লক্ষ লক্ষ হাজী ভাই-বোনেরা সমবেত হয়েছেন। অথচ খাদ্য, পানি কোনো কিছুরই অভাব নেই। গাড়ি ভর্তি করে খাদ্য, পানীয়, বিভিন্ন রকম ফলমূল খাদ্য সামগ্রী আসছে। সৌদিরা এমনিতেই বিত্তবান এবং অতিথি পরায়ণও। হজ্বের সময় অনেক বিত্তবান সৌদিরা বিনা পযসায় খাদ্যের প্যাকেট, পানীয়ের প্যাকেট রাস্তায় রাস্তায় ট্রাকে করে হাজীদের মাঝে বিতরণ করে থাকে সওয়াব অর্জনের আশায়।

মীনাতে আমরা প্রথম দিনটি নামাজ পড়ে, কিছু আলোচনা করে এবং বিশ্রাম করে সময়টা কাটালাম। মীনাতে দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। বাদ মাগরীব শীতল বাতাস বয়ে যাওয়ায় মীনার পরিবেশ ঠাণ্ডা হয়ে এলো। মীনাতে বহু হাজী তাঁবুতে স্থান পাননি বা অনেকে তাঁবুর ভাড়া বেশি বিধায় নিজেরা পানির কাছে তাঁবু বানিয়ে নিয়েছেন। রাতের বেলা জেদ্দা হাসপাতালে চাকরি করেন এমন দু'জন বাংলাদেশী নার্স আমাদের সাথে আমাদের তাঁবুতে দেখা করতে এলেন। তারা এবার হজ্ব পালনের চান্স পেয়েছেন। তাদের মালিক এবার তাদেরকে হজ্ব পালনের সুযোগ দিয়েছেন। নার্স দু'জন তাদের মালিকের খুব প্রশংসা করলেন। জেদ্দার পরিবেশকে তারা বাংলাদেশের চাইতে একজন মুসলমানের জন্য, মুসলমান হিসেবে জীবন যাপনের জন্য খুবই সুন্দর এবং উপযোগী পরিবেশ বলে প্রশংসা করলেন।

শ্রীলংকা থেকে যেসব হাজী ভাই-বোনেরা এসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের তাঁবুতে তাঁদের ভাষায় হজ্বের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করছিলেন। তাঁরা পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পর্দা টানিয়ে পৃথক শোয়া-বসার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন।

একটা ব্যাপারে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। শ্রীলংকার হাজী ভাইয়েরা তাদের তাঁবুতে আজান দিয়েছেন। জামাত শুরু হবে এমন সময় একই তাঁবুতে তাবলীগের ভাইয়েরা ভিন্ন আজান দিলেন এবং ভিন্ন জামাতে দাঁড়ালেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহর ঘর থেকে আমরা সবাই এইমাত্র এক ইমামের পেছনে এক সাথে নামাজ

www.pathagar.com

পড়ে এলাম। আর মীনাতে এসেই এক তাঁবুতে দু'আজান, দু' জামাত হয়ে গেল। তাহলে আমরা হজ্ব থেকে কি শিখে এলাম? আল্লাহ্পাক আমাদেরকে হজ্বে এনে কেন একত্র করলেন? কি শিখালেন? তাঁবুর ঐ মাথায় গিয়ে নামাজ পড়তে কষ্ট হবে। তাই হয়তো এদিকে যারা রয়েছেন তারা আজান দিয়ে, একামত দিয়ে জামাতে নামাজ পড়ছেন। ভিন্ন আজান না দিয়ে যদি বাংলাদেশী ভাইয়েরা নামাজ আদায় করতেন, তাহলেই হয়তো হজ্বের আসল উদ্দেশ্য হাসিল হতো। আল্লাহ্পাক বেশী খুশী হতেন এবং দেশ-বিদেশের মুসলমানদের মাঝে ঐক্যের চেতনা সৃষ্টিতে বেশী সহায়ক হতো। কবে যে হজ্বের আসল উঁদ্দেশ্য মুলসমানরা উপলব্ধি করবে, কবে যে বিশ্ব মুসলিম হজ্বের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্ব মুসলিম সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবে, তা আল্লাহ্পাকই ভাল জানেন।

৮ই জিলহাজ্ব। রাতে মীনায় তাঁবুর মাটিতে সামান্য চাদর বিছিয়ে রাত্রিযাপন মোটেই কষ্ট মনে হয়নি। মনে হয়েছে আল্লাহ্পাকের হুকুম পালন করছি। পরদিন সকালে ফজরের নামাজের পর সকল হাজীরা মীনা ত্যাগ করে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবেন। সকলে তড়াতাড়ি করে গোসল সেরে নিচ্ছেন। আমরাও গোসল সেরে নিলাম। বাইরে প্রচণ্ড রোদ। যদিও এখানো সৌদি আরবের সেই প্রচণ্ড গরম শুরুই হয়নি।

এবার আমরা যার যার লাগেজপত্র মীনার তাঁবুতে ফেলে রেখে শুধু পরনের এক কাপড়ে ফকীরের বেশে আরাফাতের উদ্দেশ্যে মীনার তাঁবু থেকে বের হয়ে এলাম। শুধু পানি সাথে নিলাম। যদি প্রয়োজন হয়। তাঁবু থেকে বের হয়ে রাস্তার পাশে আল্লাহ্র পথের ফকিরের বেশে বসে রইলাম। একটা দেয়ালের পাশে সামান্য একটু ছায়াতে আমরা মহিলারা বসে রইলাম। পুরুষরা ছাতা মাথায় রোদে কেউ দাঁড়িয়ে রইলেন, কেউ বসে রইলেন। অনেক বাস আসছে-যাচ্ছে। আমাদের তাঁবুর নাম্বারের বাসও দু'বার এসে গেল। কিন্তু তাতে বাস ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। বাকীরা আবার বাসের অপেক্ষায় থাকেন। কারো কোনো বিরক্তি নেই। কোনো অধৈর্য্য নেই। আল্লাহ্পাকের আদেশ পালনে কি সহনশীলতা ও ধৈর্য্যের ট্রেনিং হয়ে যাচ্ছে মুসলমান ভাইবোনদের। এভাবে প্রচণ্ড রোদের মাঝে এক ঘন্টারও অধিক সময় বসে/দাঁড়িয়ে থাকার পর আমরা বাস পেলাম।

আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

এবার আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা। সবাই লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা বলতে বলতে আরাফাতের দিকে চললাম। মীনা থেকে আরাফাতের দূরত্ব হবে মাইল দশেক। বাসের কাফেলা একটার পর একটা চলছে। কি সুন্দর সুশৃংখলভাবে চলছে।

www.pathagar.com

মীনাতে শুধু তাঁবুর পর তাঁবু চোখে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ হাজী সাহেবানদের এখানে তিন দিন আল্লাহ্পাকের আদেশে অবস্থান করতে হবে। এটাই হজ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আরকান। আমাদের বাস তাঁবুর রাজ্য পেরিয়ে যেন রোড দিয়ে আরাফাতের দিকে চলেছে ধীর গতিতে। আমরা ঘন্টা খানিকের মধ্যে আরাফাতের কাছাকাছি এসে গেলাম। এখানে চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। মাঝখানে বিশাল ময়দান। পাহাড়ের উপর শত শত হাজীসাহেবান বসে আছেন। প্রচণ্ড রোদ আরাফাতের দিন। আমরা এসির গাড়িতে ছিলাম। বাইরে রোদের মাঝেই পাহাড়ের উপরে হাজী সাহেবানরা আশ্রয় নিয়েছেন। আমাদের বাস তাঁবুর কাছে পৌছাতে আরও আধঘন্টা সময় লেগে গেল। এবার আমাদের বাস তাঁবুর কাছে এসে গেল। আমরা বাস থেকে নেমে এলাম এবং তাঁবুর দিকে চললাম। তাঁবুর দিকে যাওয়ার পথেই একটা ক্যাম্প থেকে প্রত্যেক হাজীর হাতে একটি করে খাবার প্যাকেট দিয়ে দেয়া হলো। আমরা সবাই একটি করে খাবার প্যাকেট নিয়ে তাঁবুর দিকে চললাম। এখানে কারো জন্য কোনো তাঁবু নির্দিষ্ট ছিলো না। আমরা সোজা একটা তাঁবুতে ঢুকতেই দেখলাম তাঁবুটাতে শুধু মহিলারাই আছেন। আমি অত্যন্ত খুশী হলাম। আমরা মহিলারা তাদের পাশেই একটু জায়গা করে বসে গেলাম। আমাদের পরে আমাদের পুরুষ ছেলেরা আসলেন এবং তারা বসলেন আমাদের কাছেই। হাজী সাহেবানদের জন্য হজ্বের মধ্যে এই আরাফাতের দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সৌভাগ্যের দিন। এ দিনটিতে আল্লাহ্পাকের দরবারে হাজীদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। এজন্যে এ দিনটিতে সকল হাজী সাহেবানরাই ইবাদতের মাধ্যমে, দোয়া দরুদ, আল্লাহ্র জিকির এবং গুনাহ্ মাফী থেকে শুরু করে যা কিছু চাওয়ার সবই প্রাণ ভরে দোয়া করে থাকেন।

মহিলারা শ্রীলংকা থেকে ইজতেমায়ী হজ্বে এসেছেন। পাশের ক্যাম্পে শ্রীলংকার পুরুষরা রয়েছেন। শ্রীলংকায় বহু মুসলমান রয়েছেন। কত সালে মনে নেই, শ্রীলংকায় বহু মুসলমানকে হত্যা করেছে তামিল গেরিলারা এই সন্দেহে যে, মুসলমানরা শ্রীলংকার সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে। সবদেশেই মুসলমানদের বিপদ। কেবলমাত্র মুসলমানের দেশেই মুসলিম এবং অমুসলিম সকলেই তাদের জান, মাল, ইজ্জত, সম্পদ নিয়ে নিরাপদে বসবাস করতে পারছে। অন্যকোনো দেশে বিশেষ করে হিন্দু ভারতে মুসলমানরা মোটেই নিরাপদ নয়। প্রতিবছর বিভিন্নভাবে সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গায় বহু মুসলমান হত্যা করা হচ্ছে। সরকার এবং পুলিশ বাহিনী হত্যাকারীদের পরোক্ষ সহায়তা করে থাকে। বিজেপি সরকারতো পুরো একটি ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী সরকার। ওদের ধর্মই ওদের শ্রেণী বিদ্বেষ শিখায়। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সহ্য করতে পারে না। মুসলমানদের এমনকি

www.pathagar.com

খৃষ্টানদেরও সহ্য করতে পারেন। এমন একটা হিংসুক জাতি এ হিন্দু জাতি। এ জন্যেই হিন্দু ধর্ম দুনিয়াতে প্রসার লাভ করতে পারে না। হিন্দুর ঘরে জন্ম নিচ্ছে যারা, তারাই শুধু হিন্দু হচ্ছে। এছাড়া অন্য কোনো জাতি হিন্দু ধর্ম কোনোদিন গ্রহণ করবে না।

ইসলামই দুনিয়াতে একমাত্র শ্রেণী বিদ্বেষ দূর করেছে। প্রকৃত সাম্য ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়েছে। মানুষকে মানবতাবোধ শিখিয়েছে। সাদা-কালোর ভেদাভেদ ঘুচিয়েছে। বর্ণবাদের নির্মূল করেছে। যে বর্ণবাদে খৃষ্টানজাতি আজও কলুষিত। কিন্তু একমাত্র ইসলামই মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে শিখিয়েছে। সব মানুষ এক আল্লাহর বান্দা, এক আদমের সন্তান। সব মানুষ ভাই ভাই। এ কথা একমাত্র ইসলামই বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছে। এজন্যে একজন খাঁটি মুসলমানদের অন্তর হিংসায় জর্জরিত নয়, কলুষিত নয়। ইসলামের শিক্ষার বলেই মুসলমানদের অন্তর উদার ও সুবিশাল।

শ্রীলংকার মুসলিম হত্যাকাণ্ডের পর যারা বেঁচে আছেন, ওর মধ্যে যারা বিত্তবান, তারাই আল্লাহ্‌র ঘরে হজ্ব করতে এসেছেন।

পুরুষদের ক্যাম্পে মনে হলো, তাদের ইজতেমায়ী হজ্বের আমীর হবেন; শ্রীলংকান ভাষায় আলোচনা করছিলেন। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু যখন পাক কুরআনের আয়াত পাঠ করছিলেন এবং হাদিসের মাধ্যমে আরাফাতের দিনের ফজিলাত বর্ণনা করছিলেন তখন বুঝতে পারছিলাম যে, আরাফাতের দিনের ফজিলত বর্ণনা করা হচ্ছে। আমার খুব ভালো লাগছিল। আমার বারবার মনে হচ্ছিল, এরা কি জামায়াতে ইসলামী শ্রীলংকার সংগঠনের ভাইবোনেরা কিনা? এদের প্রোগ্রাম সব বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী যেভাবে ইজতেমায়ী হজ্বের আয়োজন করে থাকে হজ্বে আগত সংগঠনের ভাইবোনদের নিয়ে, তাদের সব প্রোগ্রাম সে রকমই হচ্ছিল। তবে সবাই ইবাদত এবং প্রোগ্রামে ব্যস্ত থাকায় আর জিজ্ঞেস করা হয়নি।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রতি বছর সংগঠনের ভাই-বোনদের নিয়ে ইজতেমায়ী হজ্বের আয়োজন করে থাকে। এবারও ইজতেমায়ী হজ্বের আয়োজন করেছেন মক্কার দায়িত্বশীল। কিন্তু আমার পূর্ব থেকে ইজতেমায়ী হজ্বের সাথে হজ্ব সম্পাদন করার সৌভাগ্য হয়নি। আল্লাহ্‌পাক যদি ভবিষ্যতে কোনোদিন সুযোগ দেন ইজতেমায়ী হজ্বে নিজকে সৌভাগ্যবান মনে করব। ইজতেমায়ী হজ্বে যে শিক্ষা, যে আনন্দ লাভ করা যায়, যারা করেছেন তারাই বোঝেন। আমি না করেও উপলব্ধি করেছি শ্রীলংকার হাজী ভাই-বোনদের ইজতেমায়ী হজ্বে ব্যবস্থাপনা দেখে।

www.pathagar.com

শ্রীলংকার হাজী বোনদের সাথে

শ্রীলংকার মহিলা হাজী বোনদের সাথে আমরা মহিলারা সকলে একত্রে জোহর ও আসরের নামাজ আদায় করলাম। দোয়ায় একত্রে অংশ নিলাম। খানাপিনা করলাম। দু'একজন শ্রীলংকান বোন আমাকে খানা সাধলেন, ফলমূল সাধলেন। আমি সামান্য ফল গ্রহণ করলাম। প্রত্যেক তাঁবুর কাছে পানির জার ছিলো। এক সময় জারের পানি ফুরিয়ে গেলো। আমরা কয়েকজন মহিলা পানি ও টয়লেটের খোঁজে বেরুলাম। আমি একজন শ্রীলংকান বোনকে জিজ্ঞেস করলাম ইংলিশে পানি ও টয়লেট কোথায়? বোনটা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। শ্রীলংকান বোনেরা বেশীর ভাগ শিক্ষিতা। কথাবার্তায়, চালচলনে বোঝা যায় সবাই শিক্ষিতা মহিলা। শ্রীলংকার ৯০% লোক শিক্ষিত। কাজেই মহিলারাও যে শিক্ষিতা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের পুরুষরা আমাদের মহিলাদের পরে একপাশে জায়গা করে নিয়েছিলেন। সকলেই দিনটা দোয়া-দরূদ, মুনাজাতের মাধ্যমেই বেশীর ভাগ সময় কাটালাম। সূয ডোবার সাথে সাথে মুজদালিফায় রওয়ানা করতে হবে। তাই আমরা কয়েকজন মহিলা বেরুলাম বাথরুমের কাজ সেরে, অজু করে আসতে এবং আরাফাতের ময়দান একটু দেখার জন্যও। মেইন রোডের কাছাকাছি লম্বা লম্বা আকারে সারিবদ্ধ তাঁবু করা হয়েছে। আমাদের তাঁবু থেকে বের হয়ে ৩/৪টি তাঁবু পেরিয়ে আমি পানির ট্যাংকির কাছে এবং টয়লেটের কাছে পৌছালাম। সারি সারি টয়লেট করা হয়ছে। বাইরে থেকে পানি নিয়ে যেতে হয়। টয়লেটগুলো মনে হয় নতুন এবং সাময়িকভাবে করা হয়েছে। কোনোরকমে টয়লেট সেরে পানির ট্যাংকির কাছে এসে অজু সেরে নিলাম। আরও অনেক সারিবদ্ধ ক্যাম্প রয়েছে। একবার আমাদের ক্যাম্প হারিয়ে ফেলেছিলাম। পরে খুঁজে পেয়েছি।

আমরা অজু করে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। সূর্য ডুবু ডুবু প্রায়। আমরা সবাই শেষবারের মতো আল্লাহ্‌র দরবারে দু'হাত তুললাম, নিজেদের সারা জীবনের গুনাহ মাফির জন্য, কবরে শায়িত আপনজনদের জন্য, সর্বশেষ জাতির সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির জন্য দোয়া করে মুজদালিফায় রওয়ানা করার প্রস্তুতি নিলাম।

ইতোমধ্যে বড় জামাই আমাদের নির্ধারিত বাসের অপেক্ষা না করে ১৫০ রিয়ালে একটি কার ভাড়া করে ফেললেন। সূর্য ডোবার সাথে সাথে আমরা সকলে কারে এসে উঠে বসলাম। কার মুজদালিফা থেকে মীনায় আমাদের পৌছে দেবে সেভাবেই ভাড়া করা হয়েছে। আমরা সকলে কারে উঠে বসেছি। উপরে নীচে করে সকলেই কারে জায়গা করে নিলেন। কার ছাড়তে বেশ বিলম্ব করছে। কি ব্যাপার! কোনো কার, বাসই কোনেদিকে যাচ্ছে না। সব বাস-কার দাঁড়িয়ে আছে যে যেখানে আছে।

www.pathagar.com

পরে জানা গেল বাদশাহ এসেছেন আরাফায়। বাদশাহ্'র গাড়ি আরাফাত ত্যাগা না করা পর্যন্ত কোনো গাড়ি যাবে না। ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করতে হলো। বাদশাহ্'র গাড়ি আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করলে আমাদের কার ছেড়ে দিল।

আমাদের কার সারি সারি পাহাড়, মাঠ, জঙ্গল পেরিয়ে মুজদালিফার দিকে চলছে। অনেক হাজী সাহেবান, যাদের জোশ আসে, পায়ে হেঁটে চলেছেন বেশ জোশের সঙ্গেই। অনেকে হয়তো বাসে জায়গা পাননি। অথচ মুজদালিফায় পৌঁছে একসাথে মাগরিব এবং এশার নামাজ পড়তে হবে। তাই হয়তো হেঁটেই চলেছেন। আরাফাত থেকে মুজদালিফা বেশ দূর। শুনেছিলাম মীনা থেকে আরাফাত দশ মাইল। কিন্তু মুজদালিফা থেকে মীনা ১ মাইল। মুজদালিফা থেকে অনেকেই মীনায় হেঁটে চলে আসেন।

আমাদের কার ঘন্টাখানেকের মধ্যে মুজদালিফায় পৌঁছে গেল। মুজদালিফায় আমরা সুন্দর একটা জায়গা পেলাম যেখানে আমাদের কার এসে থেমেছে। চারদিকে পাহাড়, মাঝখানে ৩/৪টা আইলেন্ডের মতো জায়গা। ২/১টা গাছপালা আছে আইল্যান্ডের সাথে। উঁচু-সমতল খানিকটা জায়গা, চারদিক পাকা করা। আমরা সেখানেই যার কাছে যা আছে, নামাজের মুসাল্লা, বিছানার চাদর বিছিয়ে বসে পড়লাম খোলা আকাশের নীচে। রাতের জোৎস্নার আলো আঁধারে, চারদিকে কালো পাহাড়, কেমন যেন মোহময় দেখাচ্ছিল। খোলা আকাশের নীচে আজকের রাত মুজদালিফায় আমাদের কাটাতে হবে। ভোরে ফজরের নামাজ সেরেই আমাদেরকে মীনায় রওয়ানা করতে হবে।

আমাদের লোকেরা অজুর পানির খোঁজে বেরুল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে জানাল, কাছেই পানির ট্যাপ রয়েছে। প্রস্রাব বা টয়লেটের কোনো জায়গা নেই। কিছুক্ষণের মাঝেই আরও দু'টো বাস এসে আমাদের নিকটবর্তী আইল্যান্ডের পাশে এসে দাঁড়াল। এতোক্ষণ খোলা আকাশের নীচে ঠান্ডা মৃদুমন্দ বাতাস আমাদের গায়ে লাগছিল। আমরা আমাদের ক্লান্ত দেহে আরাম বোধ করছিলো। বাস এসে থামাতে বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। পরে অবশ্য বাস দু'টো যাত্রী নামিয়ে একটু দূরে সরে গেলে এবার কিছুটা আরামবোধ করলাম।

এবার আমরা মহিলারা বেরুলাম টয়লেটের কাজ সেরে অজু করে আসার জন্য। অনেক মহিলারা দু'জনে কাপড় ধরে আছেন। এক একজন করে বাথরুমের কাজ সেরে নিচ্ছেন। টয়লেটের কাজ সারতে অনেককে দেখলাম রাতের জ্যোৎস্নার আলো-আঁধারে পাহাড়ের উপরে উঠে টয়লেটের কাজ সেরে নিচ্ছেন। আমরা কয়েকজন দু'পাহাড়ের মাঝখানে একটা পাথর পরে একটা ছোট মাঠের মতো

www.pathagar.com

জায়গা দেখতে পেলাম। আমরা দু'পাহাড়ের মাঝখানে কিছুদূর এগিয়ে বাথরুমের কাজ সেরে নিলাম। অজু সেরে আমাদের নির্ধারিত আইল্যান্ডে এসে সকলে জামাতে মাগরিব এবং এশার নামাজ একসাথে সেরে নিলাম। এরপর আমরা কিছু খেয়ে খোলা আকাশের নীচে শোয়ার ব্যবস্থা করলাম। খাওয়ার তেমন কিছুই ছিল না, যার সঙ্গে যা ছিল, আমার সঙ্গে সামান্য চিড়া-গুড় ছিল, তাই কয়জন মিলে কোনোরকমে খেয়ে নিলাম। এরপর সকলেই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। এ যেন আল্লাহ্পাকের নির্দেশ একের পর এক পালন করে যাওয়া বিনা দ্বিধায়। অন্তরের গভীর অনুগত্য প্রকাশের এ যেন একের পর এক ট্রেনিং। মহিলারা একদিকে, পুরুষরা অন্যদিকে শুয়ে পড়লেন। খোলা আকাশের নীচে বালিশ ছাড়া নামাজের খালি মুসাল্লায় শোয়া, কিছুই মনে হয়নি এবং একটুও কষ্ট হয়নি। আল্লাহ্র বান্দাহ যখন তার মনিবের আনুগত্যের কাছে মাথা নোয়ায়, তখন আল্লাহ্পাক তার জন্য তাঁর আনুগত্য করে চলাকে সহজ করে দেন। হজ্বের এসব ইবাদতের অনুষ্ঠান তাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সবাই মোটামুটি যখন ঘুমিয়ে আমরা তখন শেষ রাতে জেগে গেলাম। আমি, নিপুর আম্মা এবং আমার ছোট বোন হেনাকে নিয়ে অজু ও বাথরুমের কাজ সারতে বেরুলাম। অজু সেরে এসে তাহাজ্জুদ নামাজে দাঁড়ালাম। আমাদের সঙ্গে আরও ২/১ জন পুরুষ জাগলেন। তারাও অজু সেরে এসে নামাজে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ফজরের নামাজের সময় হয়ে এলো। সকলে অজু সেরে এলে ড্রাইভারসহ আমরা ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করে মীনাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। সকলে আশা করেছিলাম সূর্য উঠার আগেই আমরা মীনাতে পৌঁছে যাব এবং সকাল সকাল কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ সারা যাবে।

মুজদালিফা থেকে .

মুজদালিফা থেকে অধিকাংশ হাজীরা পায়ে হেঁটে মীনায় চলে যাচ্ছেন। আর আমাদের কার মীনার পথ ভুলে সোজা মক্কায় চলে যায়। ড্রাইভার একজন প্যাসেঞ্জার নিয়েছিল। মনে হয় লোকটি মক্কার বাসিন্দা হবে। ড্রাইভার তাকে মক্কায় নামিয়ে দিল, আর বলল যে, মীনার পথ ভুল করেছে। কিছু করার ছিল না। বেলা তখন ৮টা বেজে গেছে। রৌদ্র প্রখর হয়ে উঠেছে। কারো পেটে খানা-পিনা নেই। সেদিন আমরা মীনার তাঁবু হারিয়ে ফেলেছিলাম। ফলে সেদিন আমাদের বেশ কষ্ট হয়। তবু আমরা গাড়িতে ছিলাম। অনেকে হাজী সাহেবানরাই তাঁবু হারিয়ে প্রচণ্ড রোদের মাঝে তাঁবু খুঁজছিলেন। যারা পায়ে হেঁটে এসেছেন এবং যারা প্রাইভেট কারে এসেছেন, তারাই সেদিন তাঁবু হারিয়ে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। যারা তাঁবুর নাম্বার অনুযায়ী বাসে এসেছেন তাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। আমরা কারে করে

www.pathagar.com

একটু আরামে আসতে চেয়েছিলাম। আল্লাহ্পাক হয়তো সম্মিলিত ইবাদত হজ্বের সময় একা আরাম করা পছন্দ করেননি। শেষ পর্যন্ত সবাই তাঁবু খুঁজে পায়।

হাজীরা হচ্ছেন আল্লাহ্পাকের মেহমান। তারা হজ্বের সময় হারিয়ে গেলেও আল্লাহ্পাক ঠিকই তাদের স্বস্থানে পৌছে দেন। আমরাও অনেক কষ্টের পর অনেক সময় পরে শেষ পর্যন্ত তাঁবু খুঁজে পেলাম। আমাদের পুরুষদের মধ্যে ডাঃ কাশেম ফারুকী এবং আমার ছেলে সাইফুল্লাহ মানছুর দু'জনেই যুবক। তারা গাড়ি থেকে নেমে তাঁবুর খোঁজে বেরুলেন। ঘন্টাখানেক পরে ডাঃ কাশেম ফারুকী তাঁবুর সন্ধান নিয়ে এলেন। আমার ছেলে তখনও ফেরেনি। আমাদের গাড়ি তাঁবু থেকে অনেক দূরে মেন রোডের উপরে ছিল। গাড়ি তাঁবুর কাছে নেয়া সম্ভব নয়। তাই সবাই গাড়ি থেকে নেমে প্রচণ্ড রোদের মাঝে পায়ে হেঁটে তাঁবুতে ফিরে এলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর ছেলেও তাঁবুতে ফিরে এলো।

বেলা তখন প্রায় ১১টা। আমাদের মহিলাদের তাঁবুতে রেখে আমাদের পুরুষরা সবাই কুরবানী, মাথা মুণ্ডন এবং কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য বেরিয়ে গেলেন এবং যথাসময়ে কঙ্কর মারা, পশু কুরবানী ও মাথা মুন্ডন করে তাঁবুতে ফিরে এলেন। আমার ছেলে প্রথমে মাথা মুন্ডন করতে চায়নি। চুল কাটাতে চেয়েছিল। যখন আমি তাকে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর হাদিস শুনালাম- আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) যারা মাথা মুণ্ডন করেছে, তাদের জন্য তিনবার দোয়া করেছেন, আর যারা চুল কেটেছে তাদের জন্য একবার দোয়া করেছেন। এ হাদীস শুনে আমার ছেলে তাড়াতাড়ি মাথা মুণ্ডন করে এলো। আমি এ হাদিসটা জানতাম বলে আমার ছেলেকে যথাসময়ে বলতে পেরেছি। আমার ছেলেও নবী করিম (সাঃ)-এর তিনবার দোয়া পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলো। এজন্যেই মুসলিম মায়েদের কুরআন এবং হাদিস নিয়মিত প্রতিদিন একটু একটু পড়ার অভ্যাস থাকলে মায়েরা যেমন সওয়াবের অধিকারী হতে পারেন, তেমনি সন্তানদেরকেও আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে, মুসলমান সন্তান হিসেবে সহজে গড়ে তুলতে পারেন। তাঁবুতে সকলে ফিরে এলে আমাদের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। সেদিন আমাদের তাঁবুর একজন হাজী মারা যান। একজন হাজী মহিলা তাঁবুতে এসে অস্থির হয়ে পড়েন। এরাও তাঁবুর পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। কঠিন রোদে তাঁবু খুঁজে ফিরে আসতে অস্থির হয়ে পড়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি তার মাথায় ঠাণ্ডা পানি দেয়ার ব্যবস্থা করাতে মহিলা খুব খুশী হন এবং বলেন, এ বেটি আমার জানটা বাঁচিয়েছে। সেদিন মুজদালিফা থেকে মীনায় ফিরতে তাঁবু হারিয়ে সকল হাজী সাহেবানদেরই কম-বেশি কষ্ট হয়েছে। মীনাতে ৩ দিন অবস্থান করতে হবে। আরও দু'দিন কঙ্কর মারতে হবে। তারপর সব হাজী সাহেবানগণ বিদায়ী তাওয়াফের জন্য আবার মক্কায় মিলিত হবেন। বিদায়ী তাওয়াফ শেষ করে যার যার দেশে ফেরার পালা।

www.pathagar.com

কঙ্কর নিক্ষেপ

শেষ কঙ্কর মারার দিন আমরা বয়স্করা চেয়েছিলাম, নিজেদের কঙ্কর নিজেরাই মারব। সাহস করে ছেলেমেয়ের সাথেও গিয়েছিলাম। কিন্তু কঙ্কর নিক্ষেপের জায়গায় হাজীদের প্রচণ্ড ভীড়। এ ভীড়ে আমাকে এবং আমার বোনকে ছেলেমেয়েরা কেউ নিতে রাজী হলো না। আমাদেরকে একটা নিরাপদ জায়গায় (জায়গাটা মহিলাদের অজু ও নামাজের স্থান) বসিয়ে রেখে তারা সবাই কঙ্কর মারতে চলে গেলেন। আমরা অজু ও নামাজ সেরে বসে রইলাম। চারদিক থেকে হাজী সাহেবানরা কঙ্কর মারার জন্য যেমন আসছিলেন, তেমনি কঙ্কর মেরে দলে দলে ফিরে যাচ্ছিলেন। শেষ কঙ্কর মারার দিন সেতু ভেঙেগ পড়ে বহু হাজী মারা যান। আমার ছেলের চোখের চশমা দূর থেকে হাজীদের নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। কোনো রকমে আল্লাহ্পাক চোখটা বাঁচিয়েছেন। সকল হাজীসাহেবানরাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন কারণ সূর্য অস্ত যাবার আগেই কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ সারতে হবে। তাই সেদিন শেষ বিকেলে কঙ্কর নিক্ষেপের স্থান 'জামরাতে' প্রচণ্ড ভীড় হয়েছিল। আর তাতেই সেতু ভেঙ্গে বহু হাজী প্রাণ হারান।

শেষ কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ সামাধা করে আমরা একটি বাসে চড়ে মক্কায় রওয়ানা হলাম। বাস আমাদেরকে মাগরিবের নামাজের সময়ের পূর্বেই কাবাঘরের চত্বরের পাশে নামিয়ে দিল। আমাদের লাগেজপত্র রাখার জন্য হোটেল কাকীতে ফিরে এলাম। মাগরিব এবং এশা হোটেলেই জামাতের সাথে আদায় করলাম। হোটেলের ভিতরেও বিরাট জামাত হয় এবং কাবা ঘরের ইমামের সাথেই পড়া যায়। কারণ মাইকে নামাজের সব সূরা-কিরাত শুনা যায়। নামাজের পর আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে সকলে বিশ্রাম ও শোয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম।

শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজের আজানের সাথে সাথে আমরা আল্লাহ্র ঘরের দিকে রওয়ানা করলাম। তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাজের পর ক্বাবায় হাজীদের ভীড় একট হালকা হলে আমরা বিদায়ী তাওয়াফের জন্য ক্বাবার চত্বরে নেমে পড়লাম। বিদায়ী তাওয়াফ সেরে আমরা সবাই সেদিন জেদ্দায় আমার মেয়ের বাসায় রওয়ানা হলাম। হজ্ব কাফেলার সদস্যরা তিনদিন মেয়ে মুন্নির বাসায় বেড়াবে। তারপর মদীনা মুনাওয়ারায় নবীজির মাজার জেয়ারত এবং মসজিদে নববীতে ইবাদত বন্দেগীতে ১০ দিন কাটাবে। তারপর মদীনা থেকেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে। এদের আর জেদ্দা আসা হবে না। তাই মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার আগেই জেদ্দা বোনের বাসায় তারা বেড়াবে।

খালা, খালু, বড় বোন, বোন জামাই, ছোট ভাই, ভাইয়ের বৌ, আরও একজন আত্মীয় সবাইকে পেয়ে মেয়ে মুন্নি, নাতি নাতনীরা সবাই বেজায় খুশী। তিনটা দিন

www.pathagar.com

জামাই মামুন সবাইকে নিয়ে জেদ্দা ঘুরে ঘুরে দেখাল। বিভিন্ন মার্কেটে নিয়ে গেল। মার্কেটে সবাইকে একে অপরের জন্য কেনাকাটা করল। সুকসুরীয়া সোনার মার্কেট। সেখানে তারা যার যার পছন্দমতো সোনার জিনিস কেনাকাটা করল একজন আর একজনের জন্য।

একদিন মামুন সবাইকে সীবিচে নিয়ে গেল। সীবিচে যেদিন সামান্য বাতাস থাকে সেদিন সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ সীবিচে এসে আছড়ে পড়ে এবং তা উপভোগ করার মতো। সেদিন সীবিচে তেমন বাতাস ছিল না। তাই সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের সৌন্দর্য তারা উপভোগ করতে পারেননি। অবশ্য আমাদের বাংলাদেশে কক্সবাজার যেতে পারলে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউয়ের সৌন্দর্য সবসময়ই উপভোগ করা যায়।

তবে সৌদি আরবের জেদ্দায় সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে নানান ডিজাইনের মসজিদ দেখবার মতো। সেখানে তারা নামাজ পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছেন। আমাকে জামাই মামুন এক একদিন এক এক মসজিদে নিয়ে গেছে এবং সেখানে নামাজ পড়েছি এবং মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করেছি। প্রতিটি মসজিদ সমুদ্রের উপরে এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে, মসজিদের গায়ে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে এবং মসজিদের নীচে এসে ঢেউ মিলিয়ে যাচ্ছে। মসজিদের নীচে পাথরের উপরে পানির নীচে ছোট-বড় মাছ খেলা করছে তা দেখবার মতো।

আজ মেহমানদের সবাই মদীনা মুনাওয়ারায় রওয়ানা করবেন। সবাই যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বোন, ভাগ্নে, ভাগ্নীদের ফেলে যেতে সকলের মনই ভারাক্রান্ত। মেয়ের খালা-খালু বিদায়ের সময় গাড়িতে উঠতে যেয়ে চোখ মুছছেন। এ কয়টাদিন ভাই-বোনদের কাছে পেয়ে মুন্নি যতোদূর সম্ভব সাধ্যমত আদর-যত্ন ও মজাদার রান্না করে খাইয়েছে। সবাই খুব খুশী হয়েছে মুন্নির যত্ন আত্তিতে। সে সবাইকে বোরখার কাপড় উপহার দিল। এভাবে এ কয়টা দিন খুব মজা করে কাটিয়েছে সবাই। তাই আজ বিদায়ের বেলায় সবার মনই বেদনাবিধূর ও ভারাক্রান্ত। আমার কিন্তু হজ্ব কাফেলার সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার সৌভাগ্য হলো না। আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভিসা একস্টেনশন না করে কোথাও যাওয়া যাবে না। জামাই মামুন আল আজামী বললেন যে, ভিসা একস্টেনশন করিয়ে আমি নিজেই একদিন মাকে নিয়ে যাব মদীনা মুনাওয়ারায় নবীজির মাজার জেয়ারত করিয়ে আনতে ইনশাআল্লাহ। নবীজির মাজার জেয়ারতের জন্য আমি জেদ্দায় রয়ে গেলাম। মুন্নি চাচ্ছিল ভিসা একস্টেনশন করিয়ে মাকে আরও কিছুদিন কাছে রাখতে। আমি ভাবলাম, আবার বাঁচলে কবে আসা হয়, তাই নাতি-নাতনীদের কাছে আরও কয়টা দিন থেকেই যাই।

www.pathagar.com

নাতী-নাতনীরা জেদ্দা মানারাতে পড়াশুনা করে। সৌদী আরবে ছেলেমেয়েদের কো-এডুকেশন নেই। ইসলামিক নীতি এখানে কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। 'জেদ্দা মানারাত বয়েজ স্কুল' এবং 'জেদ্দা মানারাত গার্লস স্কুল' সম্পূর্ণ পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মেয়েদের স্কুলে কোনো পুরুষ গার্ডিয়ান যাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তেমনিভাবে ছেলেদের মানারাত স্কুলেও কোনো মহিলা গার্ডিয়ান যাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ছেলেদের স্কুলে বাবা গিয়ে ছেলেদের আনতে হয়। কিন্তু মেয়েকে যদি বাবার আনতে হয়, তাহলে বাবা স্কুলের বাইরে থাকেন। দাড়োয়ান খবর দিলে মেয়ে বেরিয়ে আসে। ফলে কোনো স্কুলেই ছেলে-মেয়েজনিত ঘটনায় শিক্ষকদের বা বাবা-মাকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় না। জেদ্দা মানারাত মেয়েদের স্কুলে ক্লাস ফাইভ থেকে বোরখা পড়ে স্কুলে আসতে হয়। ফলে কোনো ছেলেকেই মেয়েদের সামনে পড়তে হয় না। আর উত্যক্ত করার তো প্রশ্নই আসে না।

আমাদের মুসলিম বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুসলমান মন্ত্রীগণ, সচিবগণ, সৌদী আরবের এ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার কি কোনো খোঁজ-খবর রাখেন না? আমাদের ভার্সিটিতে মেয়েরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। ছেলেরা উচ্ছৃংখল হয়ে হেরোইন, গাঁজা, ফেনসিডিল খাচ্ছে। তারা কি বুঝেন না যে, সৌদী আরবের মতো ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতি, ছেলেমেয়েদের কো-এডুকেশন বন্ধ করলে মেয়েরা ধর্ষণের শিকার হবে না, ছেলেরাও উচ্ছৃংখল হবে না? তাহলে কো-এডুকেশন বন্ধ করেন না কেন? তবে কি পাশ্চাত্য প্রভুদের গোলামীর পরকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য এবং প্রতিবেশী হিন্দু দেশের সাথে একাত্মতা ঘোষণা দেয়ার জন্য নিজ দেশের ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ করা হচ্ছে নিজেদের গদী বাঁচানোর জন্য?

আল্লহপাক সর্বজ্ঞানী, সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। আল্লাহপাকের বিধান অনুযায়ী সৌদী আরবের জেদ্দায় ছেলেমেয়েদের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে সেখানে নিশ্চিন্তে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পড়াশুনার দারুন কমপিটিশন। ১, ২, ৩ মার্কসের ব্যবধানে ছেলেমেয়েরা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করছে। আমার নাতী-নাতনীরা পড়াশুনায় সব সময় ভাল রেজাল্ট করে আসছে। পড়াশুনার পরিবেশই সেখানে রয়েছে। যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা সবাই প্রতিযোগিতার সাথে পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর কোনো চিন্তা-ভাবনা তাদের মাথায় নেই। আমার বড় নাতি, মেঝো নাতি 'এ' লেভেল এবং 'ও' লেভেল পড়ছে। সামনে পরীক্ষা, তাই দু'ভাই সারারাত জেগে পড়াশুনা করে। মা-বাবার কোনো খবর নেই। কারণ

www.pathagar.com

তাদের পড়াশুনা তারা করছে। মা-বাবা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন। তারা জানেন, তাদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। তাদের পড়াশুনার দায়িত্ববোধ তাদের হয়েছে। তারা নিজেরাই নিজেদের পরীক্ষার চিন্তা, রেজাল্ট ভাল করার চিন্তা করবে। পড়াশুনা নিজেদেরই করতে হবে। বাবা-মা পড়াইয়ে দিতে পারবেন না। আমাদের দেশের মা-বাবারা সর্বক্ষণ ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার পেছনে লেগে থাকেন। কারণ আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মোটেই পড়াশুনায় মন নেই। কারণ, দুটো। প্রথম কারণ- বাংলাদেশ টেলিভিশনে সর্বক্ষণ এমন সব নাটক, গান ও নাচের দৃশ্য দেখানো হয়, যাতে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সেই 'সেক্সের' দিকে মন চলে যায়। ফলে তারা আর পড়াশুনায় মন বসাতে পারে না। যার কারণে বাবা-মার সর্বক্ষণ কাছে থেকে পড়াতে হয়। দ্বিতীয়ত ঃ সহশিক্ষা এবং ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা। স্কুল পেরিয়ে ১৫/১৬ বছরের ছেলেটি কলেজের সিঁড়িতে পা দিয়েই দেখতে পায় যৌন উচ্ছৃঙ্খল ১৬/১৭ বছরের সহপাঠি মেয়েদের। একটা মেয়েকে ১৫/১৬ বছরে বিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু একটা ছেলের ঐ সময়ে বিয়ের বয়স হয় না। কিন্তু কলেজে পা দিয়েই যখন ঐ সমস্ত যৌন উচ্ছৃঙ্খ মেয়েদের সাথে তার সহপাঠি হিসেবে সর্বক্ষণ চলতে হয়, কথাবার্তা বলতে হয়, পাশে বসতে হয়, তখন অবশ্যই ছেলেমেয়ে উভয়েরই সেক্সের অনুভূতি জেগে ওঠে। ফলে মেয়েটা আশা করে ২/৪ বছরের মধ্যে তার জীবনসঙ্গী জুটে যেতে পারে। কিন্তু ছেলেটিতো বোঝে তার কমপক্ষে জীবন সঙ্গীনি জুটাতে আরও ৮ থেকে ১০ বছর সময় লাগবে। এতোদিন ধৈয থাকা! সর্বক্ষণ যেখানে যৌন উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে পাশে বসছে, সামনে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে, তখন ছেলেটির কি অবস্থা হয়? এ বয়সেই মেয়ের সাথে প্রেম করতে শুরু করে। কিন্তু অভিভাবকরা কি এ বয়সের ছেলের কাছে মেয়ে দিবে? ফলে ছেলে মেয়ে হতাশ হয়ে কেউ গোপনে যৌন পথ বেছে নেয়, কেউ আত্মহত্যা করে, কেউ ফেনসিডিল, হেরোইন, গাঁজাসেবন শুরু করে মেয়েদের ভুলে থাকতে চায়। এ হচ্ছে আমাদের দেশের বর্তমান সহশিক্ষার অবস্থা। আমি যে কথাগুলো বললাম, এর সাথে কেউ যুক্তি সহকারে দ্বিমত পোষণ করলে আমাকে বিকল্প পথ জানালে খুশী হবো। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এবং শিক্ষা সচিব আশা করি আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারবেন না। সহশিক্ষা বন্ধ না করা পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না করা পর্যন্ত আমাদের দেশের ছেলেমেদের শিক্ষার মান উন্নত হবে না একথা আমি আবার নির্দ্বিধায় বলছি।

পরীক্ষা সামনে। তাই আমার নাতি-নাতনিরা সারারাত পড়াশুনা করে। ফজরের

www.pathagar.com

নামাজ পড়ে ঘুমায়। কোনোদিন বড় নাতি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে পরীক্ষায় কামিয়াবীর জন্য আল্লাহপাকের কাছে দোয়া করে। দেখে আমার প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। মেঝো নাতি গত পরীক্ষায় ৬ টা 'এ' এবং ২ টা 'বি' পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। বড় নাতিকে এক ক্লাস ডিঙ্গিয়ে 'এ' লেভেলে ভতি করা হয়েছে। তারপরও সে ৩ টা 'এ' পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। কো-এডুকেশন না থাকার কারণেই ছেলেমেয়েরা এভাবে শুধু পড়াশুনার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকতে পারছে। সৌদী আরবের টিভিতেও কোনো নোংরা অশ্লীল ছায়াছবি, নাটক, বিজ্ঞাপন বা নাচ-গান নেই। কাজেই টিভি দেখে ছেলেমেয়েরা নষ্ট হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না বা পড়াশুনা থেকে মন বিমুখ হচ্ছে না। আমাদের দেশে যতোদিন পর্যন্ত টিভি থেকে অশ্লীল, নগ্ন, বেহায়পনার ছায়াছবি, নাটক, নাচ-গান, বিজ্ঞাপন এসব ইসলামী বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা না হবে, স্কুল-কলেজে সহশিক্ষা এবং ছেলেমেয়েদের একত্রে পাশাপাশি বসে অনুষ্ঠান বন্ধ করা না হবে ততোদিন স্কুলে পড়াশুনার সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠবে না। দেশের সচেতন নাগরিক, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ মহিলা-পুরুষদের আমি বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখার অনুরোধ করছি এবং এ ব্যাপারে তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি জোড় দাবী জানাচ্ছি।

সৌদী আরবে নারী-পুরুষ বা যুবক-যুবতীদের কোনো অনুষ্ঠানই যৌথভাবে করা হয় না। বরং নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী সবার অনুষ্ঠান পৃথক ব্যবস্থাপনায় করা হয়ে থাকে। ফলে সৌদী আরবের পুরুষরাও উচ্ছৃংঙ্খল নয়। হারাম মাদকদ্রব্য কেউ সেবন করে না। বরং যদি কোনো মাদকদ্রব্য পাচারকরী কোনোরকমে ধরা পড়ে তাহলে তার নির্ঘাত মৃত্যুদন্ড। তাকে মসজিদে মুসল্লীদের সামনে গলা কেটে শাস্তি প্রদান করা হয়।

আইডিবির ক্যাম্পাসে দাওয়াত

একদিন জেদ্দার আইডিবির ক্যাম্পাসে মিঃ জামান সাহেবের বাসায় আমার দাওয়াত ছিল। সেখানে একজন মেহমান ছিলেন আওয়ামী জেদ্দা শাখার লিডারের স্ত্রী। তিনি বলছিলেন, জেদ্দায় আমরা মহিলারা রাত ১২ টায়ও যদি বাসায় ফিরি, আর আমাদের হাত ভর্তি গয়না-গাটি থাকে, তবু আমরা নিশ্চিন্ত নিরাপদে বাসায় ফিরি। কোনো অঘটন কোনোদিন ঘটে না। রাত ১২ টায় মার্কেট থেকে ফিরি। গায়ে গয়না-গাটি থাকে, কোনোদিন কোনো ঘটনা ঘটেনি। আর বাংলাদেশে প্রতিদিন ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানী, হেরোইন

www.pathagar.com

পাচার ইত্যাদি ঘটনা লেগেই আছে। বাংলাদেশ সরকার ২/১ জন হেরোইন পাচারকারীকে গলা কেটে শাস্তি দিতে পারে না? আমাকে প্রশ্ন করলেন ভদ মহিলা, আমি বললাম-আপনারা আওয়ামী লীগের লিডার। আপনারা আপনাদের নেত্রীকে বলবেন প্রস্তাবটি। তখন উনি বললেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি বলেছি যে, সৌদী আরবের মতো দু'একজন সন্ত্রাসী, দু'একজন মাদকদ্রব্য, হিরোইন পাচারকারীকে গলা কেটে শাস্তি দিন। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাকি বলেছেন, আপনারা প্রস্তাব দিন, ইনশাআল্লাহ আমি আছি এর সমর্থনে। ঐ পর্যন্তই। আজ বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। একটি বৃহত্তম মুসলিম দেশ। যার ৯০% অধিবাসী মুসলমান। সেখানে মুষ্টিমেয় বামপন্থীরা সরকারের কাঁধে ভর করে ইসলামী আইনতো দূরের কথা, ইসলামী কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, শিক্ষা সবকিছু ধীরে ধীরে নির্মূল করে দিচ্ছে। দেশের বৃহত্তম প্রচার মাধ্যম টিভি এখন পুরোপুরি বামপন্থীদের দখলে। ফলে বাংলাদেশ টেলিভিশনের নাটকে, ছায়াছবিতে, বিজ্ঞাপনে, খবরে, পাঠক-পাঠিকাদের পোশাক-পরিচ্ছদে এমনকি ঈদের অনুষ্ঠানে বা শবে বরাতের অনুষ্ঠানেও ইসলামী শিক্ষা, আচার-আচরণ, পোশাক পরিচ্ছদে কোনো ইসলামের নাম গন্ধও নেই। তদুপরি ইসলামী শিক্ষাকে বিকৃত করার সর্বাত্মক কৌশল চলছে টেলিভিশনে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা নির্মূল করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইসলামিয়াত শিক্ষা তুলে দেয়া হচ্ছে স্কুল-কলেজ থেকে। ফলে ইসলামের নৈতিক শিক্ষার অভাবে সারাদেশ একটা জন্তু-জানোয়ারের দেশে পরিণত হয়েছে। যেখানে প্রতিদিন সামান্য কারণে মানুষ খুন হচ্ছে। বাসা-বাড়ি এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে নির্বিচারে ডাকাতি হচ্ছে। সারাদেশ এখন লাটটু বাহিনী, এরশাদ বাহিনীর মতো বিভিন্ন খুনি সন্ত্রাসী বাহিনীতে ভরে যাচ্ছে। মেয়েরা এসিড নিক্ষেপের, ধর্ষণের ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে প্রতিদিন। ব্যর্থ আওয়ামী সরকার কোনো অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারছে না। আওয়ামী এমপি'র বাড়িতেই বোমার সাজসরঞ্জাম ধরা পরেছে। আওয়ামী ছাত্রলীগের সোনার ছেলেরাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের সেঞ্চুরি পালন করেছে। প্রতিদিন আওয়ামী দু'গ্রুপে বোমাবাজী, গোলাগুলীতে নিজ দলের লোকেরা, নিজ দলের কর্মীরা, নিজ দলের ছাত্ররা খুন হচ্ছে, আহত হচ্ছে। কোনো কিছুরই বিচার করতে পারছে না এ সরকার । সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ এ সরকারের আমলে সর্বোচ্চ রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। রাজপথে পুলিশের সামনে প্রতিপক্ষের মিছিলে গুলি করছে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। এদের কাউকে

www.pathagar.com

গ্রেফতার করা হচ্ছে না। অথচ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উভয়েই বড় গলায় প্রচার করে বেড়াচ্ছেন যে, 'সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক না কেন, তাকে ক্ষমা করা হবে না।' কি সুন্দর মহামহিম বাণী। প্রাণ জুড়িয়ে যায় শুনলে। আর আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তিন বছরের শাসনামলে এরশাদ বাহিনী, লাট্টু বাহিনীর দল শহরে, গ্রামে, গঞ্জে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই বাংলাদেশে। আর জোড় গলায় বলে বেড়াচ্ছেন, একজন সন্ত্রাসী থাকা পর্যন্ত আমার হাত থেকে রেহাই পাবেনা। আওয়ামী প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সুন্দর সুন্দর ডায়ালগ শুনে মনে হয় দেশে শান্তির জোয়ার এই বুঝি এসে গেলো। কিন্তু বাস্তব প্রমাণ করেছে, আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই বিরোধী দলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করে চলেছেন। যার জন্য বিরোধী চার দলের এক দল জামায়াতে ইসলামীর আমীর, প্রবীণ রাজনীতিবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা বলেন ফেরেশতার মতো, কিন্তু কাজ করেন সব শয়তানের মতো। একেবারে মোক্ষম সত্য কথাটিই বলেছেন তিনি। জনগণের মনের কথাটিই তিনি প্রকাশ করেছেন। আসলেই যতোদিন পর্যন্ত ইসলামের নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার সর্বস্তরে চালু করা না হবে, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা প্রচার করে জনগণের মাঝে খোদা ভীতি এবং আখিরাতের জবাবদিহির ভয় অন্তরে সৃষ্টি করা না যাবে, ততোদিন সমাজ থেকে খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, ডাকাতি, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ কোনো দিন বন্ধ করা যাবে না।

যতোদিন পর্যন্ত কুরানীক যাকাতভিত্তিক সুদহীন অর্থনীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু না করা হবে, ততোদিন পর্যন্ত দেশ থেকে দারিদ্র ও বেকারত্ব কোনোদিন দূর করা যাবে না, যতোই সরকারের পর সরকার বদল হোক।

জাতীয় টেলিভিশনে, সিনেমায়, বিজ্ঞাপনে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যতোদিন ছেলেমেয়েদের একত্রে বেহায়পনা, নির্লজ্জতা, উলঙ্গপনা, অশ্লীল নাচ-গানের অনুষ্ঠান বন্ধ না হবে ততোদিন নারী নির্যাতন, ধর্ষণ কোনোকালে বন্ধ হবে না যতোই সুন্দর সুন্দর শান্তির আইন প্রবর্তন করা হোক না কেন। ইসলাম বিরোধী, খোদাদ্রোহীতামূলক একত্রে জাতীয় যুব উৎসব করে যুবক-যুবতীদের যতোই খুশী করা হোক, তাতে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ আরও বেড়ে যাবে বৈ মোটেও কমবে না। যুবক-যুবতীদের নৈতিক প্রশিক্ষণের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী যুবক-যুবতীদের একত্রে জাতীয় যুব উৎসব করে তাদের মাঝে ব্যভিচার, অনাচারের পথ আরও উন্মুক্ত করে দিয়ে জাতির জন্য আল্লাহর গজব ডেকে আনার ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আল্লাহতে বিশ্বাস করেন কি? তিনি যদি আল্লাহতে বিশ্বাস করতেন তাহলে আল্লাহর নবী যে মূর্তি দূর করার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং নিজ হাতে মক্কা বিজয়ের পর ৩৬০টি মূর্তি নিজ হাতে কাবাঘর থেকে বাইরে নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই নবীর উম্মত হয়ে, সেই নবীজির মাজার জেয়ারত করে এসে তিনি কিভাবে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সারাদেশে পিতার মূর্তিসহ বিভিন্ন মূর্তি বানিয়ে চলেছেন? কিভাবে তিনি কলকাতার বই মেলায় গিয়ে গুজরালের হাতে কপালে সিঁদুর নেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর হাতে কপালে চন্দন তিলক ধারণ করেন? প্রধানমন্ত্রী বাধা দিলে কিভাবে মুসলিম বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা হিন্দু কালচারের অনুসরণে কপালে চন্দন এবং হাতে রাখীবন্দন কালচার চালু করে? কি করে খৃষ্টানদের অনুকরণে মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা ভেলেন্টাইন ডে পালন করে? বিগত পবিত্র মাহে রমযানের প্রথম রাতে ঢাকার রাজপথে উচ্ছৃংখল মদ্যপায়ী যুবক-যুবতীরা থার্টি ফার্স্ট ডে পালন করে? প্রধানমন্ত্রী হজ্ব করে, ওমরা করে, মাথায় কালো পটি বেঁধে, হাতে তসবীহ নিয়ে কি করে ভারত থেকে উলঙ্গ মমতা মুলকার্ণির মতো নর্তকীদের এনে হোটেল শেরাটনে আমাদের দেশের যুবকদের সাথে নৃত্যের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন? এসব উলঙ্গ নর্তকীদের নাচ দেখেই আমাদের দেশের তরুণ, যুবকরা, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পর্যন্ত যেখানে-সেখানে মেয়েদের ধর্ষণের শিকার বানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়েই আজ জাতীয় যুবক-যুবতীদের একত্রে জাতীয় উৎসব, কাল রাস্তায় রাস্তায় সংস্কৃতির নামে নর্তক-নর্তকীদের আনন্দ-র‍্যালী, পরশু অমুক অনুষদের ধাড়ী ধাড়ী ছাত্রছাত্রীদের রং-বেরংয়ের পোশাক পরে আনন্দ, র‍্যালী উৎসব, তার পরদিন দেশের পর্যটন কেন্দ্র থেকে ঢাকার রাজপথে রাধা কৃষ্ণের এবং তার সুন্দরী সুন্দরী সখীদেরসহ আনন্দ বিহারের মিছিল, তারপর মুসলমানের দেশের সংস্কৃতির নামে নৃত্য গীতি বাজানোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে, ঢাকার রাজপথে ঐসব নাচনেওয়ালী, গানেওয়ালীদের র‍্যালী শবে বরাতের রাতে টেলিভিশনে যুবক-যুবতীদের একত্রে মেয়েদের মাথায় নামকাওয়াস্তে একটু ক্লিপ দিয়ে মাথার পেছনে একটু কাপড় দেয়ার প্রহসন করে একত্রে আল্লাহ ও তার রাসূলের নামে কাওয়ালী গান গাওয়া, এরপর মাথায় কাপড় না দিয়ে শবে বরাতের রাত্রে খবর পড়া এ সমাজের কোন কাজটা ইসলামী বিধি-বিধানের আওতার পড়ে? ৯০% মুসলমানের দেশে প্রধানমন্ত্রী কিভাবে এসমস্ত খোদাদ্রোহী, কুরআন-সুন্নাহর বিধিবিধানের ঘোরপন্থীদের কার্যকলাপ অনুমোদন করেন? জনগণকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ

www.pathagar.com

সমস্ত কার্যকলাপ পছন্দ করে বলে মনে করেন? মোটেই না। জনগণের ভোটে ক্ষমতায় গিয়ে আপনি মেজরিটি জনগণের ধর্ম, ঈমান, আকীদা বিশ্বাস, চিন্তাচেতনা, বিরোধী কার্যকলাপ চালু করে জনগণের অসন্তোষের কারণ হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এসব খোদাদ্রোহী, ইসলামী বিরোধী, কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী, সর্বোপরি সংবিধানের সুস্পষ্ট লংঘন করে আপনি রাষ্ট্রদ্রোহীতা এবং তৎসঙ্গে খোদাদ্রোহীতার অপরাধ করে চলেছেন। আপনাকে জনগণতো ক্ষমাকরবেই না, আল্লাহও ক্ষমা করবেন না। আপনি এখনো সাবধান হয়ে যান। এসব খোদাদ্রোহী, সংবিধানবিরোধী কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করুন। নইলে যেমন জনগণের রোষে আপনি পতিত হবেন, আল্লাহর রোষ এবং ক্রোধ থেকে আপনি কিছুতেই রেহাই পাবেন না।

আসলেই যতোদিন কুরআনের আইন রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করা না হবে, যতোদিন মেয়েদের সহশিক্ষা বন্ধ করে পৃথক পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা না হবে, যতোদিন নারী-পুরুষের একই কর্মক্ষেত্রে, একই কাজ, একত্রে অনুষ্ঠান বন্ধ করা না হবে, ততোদিন বাংলাদেশে নারীজনিত ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে এটাই বাস্তব সত্য। এ বাস্তব সত্য আমাদের মুসলমান জনগণ এবং দেশ পরিচালকগণ একেবারে বোঝে না একথা মোটেই সত্য নয়। কিন্তু দেশের মেজরিটি মুসলিম জনগণের দেশের হাজার হাজার আলেম ওলামাদের, দেশের সচেতন নাগরিকদের, হাজার হাজার মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের, ইসলামী সচেতন শিক্ষিত নারী-পুরুষদের, ইসলামী এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মোটেই তোয়াক্কা না করে, আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি মোটেই পরোয়া না করে, কুরআন-সুন্নাহর বিধিবিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে, দেশের হাতে গোনা, পরজীবী কতিপয় বুদ্ধিজীবী নামের বুদ্ধিহীনদের কথায় এবং তালে যদি প্রধানমন্ত্রী চলেন, তাহলে তিনি নিজের যেমন কোনো কল্যাণ করতে পারবেন না, তেমনি জাতিরও কোনো কল্যাণ তিনি করতে পারবেন না এবং তিনি নিজ হাতে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেশে অন্য কোনো শাসন ডেকে আনবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি আজ যতোই ক্ষমতাশীল হোন, আল্লাহপাক অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আপনার সমস্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছেন। আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং দেশের যাবতীয় ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করুন আপনি যাদেরকে আপনার ক্ষমতার উৎস ভাবছেন, তারা আপনার পিতাকে রক্ষা করতে পারেনি, করেনি। আপনাকেও রক্ষা করতে পারবে না জনগণের রোষ থেকে, আল্লাহর গজব

www.pathagar.com

থেকে। আপনি এখনো সাবধান হয়ে যান। আমরা আপনার কল্যাণকামী হিসেবেই কথাগুলো বলছি। দেশের কথা এসে যাওয়ায় দেশের বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতির উল্লেখ না করে পারলাম না।

আমাদের হজ্ব কাফেলা মদিনা মুনাওয়ারায় চলে যাওয়ার কয়েকদিন পর আমার ভিসা এক্সটেনশন করা হয়। পরে কোনো এক ছুটির দিনে জামাই মামুন মদীনায় যাওয়ার দিন-তারিখ ঠিক করে ফেলল। নবীজি (সাঃ) - এর মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে আমরা যথাসময়ে মদীনার পথে ঘর থেকে বের হলাম। জামাই মামুন একা নিজের গাড়ি ড্রাইভ করে ৬ ঘন্টার পথ যেতে সাহস করলো না। কারণ সংগে আর কাউকে বিদেশে সবসময় পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মদীনাগামী বাসে করেই মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

আমাদের হজ্ব কাফেলা ১০ দিন মদীনায় অবস্থান করবে। মসজিদে নববীতে তারা ৪০ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবেন। মদীনায় নবীজির মাজার জেয়ারতসহ মদীনার দর্শনীয় স্থানগুলো পরিদর্শন করবেন। এরপর মদীনা থেকেই তারা বাংলাদেশের পথে রওয়ানা করবেন। যদিও জেদ্দা বিমান বন্দর হয়েই তারা যাবেন বাংলাদেশে, তথাপি মদীনা থেকে আগত হজ্ব যাত্রীরা জেদ্দা বিমান বন্দর থেকে বাইরে যেতে পারবেন না। ফলে জেদ্দা বিমান বন্দর হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে আমাদের আর দেখা করা সম্ভব হয়নি।

আমরা সকাল ৯টায় মদীনার বাস স্টেশনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মামুনের নিজের কারেই ঘর থেকে বের হলাম। আমরা যথাসময়ে বাস স্টেশনে পৌছে গেলাম। গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায় মামুনের গাড়ি রেখে আমরা বাস স্টেশনে মদীনাগামী বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাস স্টেশনে বিশাল বিশাল ওয়েটিং রুম। আমাদেরকে সেখানে প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করতে হলো। জানা গেল যে, বাস ছাড়তে আরও ঘন্টাখানেক দেরী হবে।

আমরা যথাসময়ে মদীনাগামী বাসে চড়ে বসলাম। বেলা প্রায় ১১টায় আমাদের বাস মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওনা করে। জেদ্দা থেকে বাস মদীনা রোডে উঠে এলে সোজা মদীনার মসজিদে নববীর পাশে গিয়ে থামবে। আমরা দোয়া পড়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। দীর্ঘ ৫/৬ ঘন্টার পথ জেদ্দা থেকে মদীনা।

মদীনাতে আমার মেয়ে মুন্নীর বান্ধবী ডাঃ রোজী এবং তার স্বামী চাকরি ব্যাপদেশে বসবাস করে আসছে বিয়ের পর থেকেই। তাদের একটি মাত্র

www.pathagar.com

সন্তান। ওরা স্বামী-স্ত্রী জেদ্দায় এসে মুন্নীর বাসায় বেড়াবে। আর মামুন ও মুন্নী মদীনায় গেলে ওদের বাসায় বেড়ায়।

আমি মনীনায় যাব শুনে রোজি ও তার স্বামী দু'জনে তাদের বাসায়ই আমাদের থাকা-খাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে। আমরা তাদের বাসায়ই গিয়ে উঠবো। এভাবেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা মদীনার পথে রওয়ানা হলাম। পীচঢালা মসৃণ দীর্ঘ মদীনার পথ। গাড়ি ঘন্টায় ৪০/৫০ মাইল বেগে ছুটে চলেছে। দূরে চারিদিকে পাহাড় ঘেরা মদীনার পথ। কখনো পাহাড়ের গা ঘেষে গাড়ি চলেছে। মনে পড়ে গেল, আমাদের নবীজী ঐ দূরের বা কাছের কোথাও পাহাড়ের ভেতর আত্মগোপন করে শত্রু চোখ এড়িয়ে মদীনার এই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছেন, পাহাড়ের গুহায় দিনের বেলায় কোথাও আত্মগোপন করে থাকতেন, রাতের বেলায় মদীনার পথে পথ চলতেন। কে দিত খাবার, কে দিত আশ্রয়, সারারাত পথ চলতেন। দিনের বেলায় শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পাহাড়ের গুহায় বা কারো বাড়িতে আশ্রয় নিতেন। এভাবে আমাদের প্রিয় নবীজি (সাঃ) কতো কষ্ট করেছেন আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। নিজ মাতৃভূমি মক্কার মায়া পরিত্যাগ করে দুর্গম পাহাড় পর্বত সংকুল পথ অতিক্রম করে, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো উটে চড়ে মদীনার পথে পাড়ি জমিয়েছেন। আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশে হিজরত করেছেন। তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা এতো কষ্ট কেন করেছেন? তিনি এবং তার সঙ্গীগণ মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে, মানুষের প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণের স্বার্থে, আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশে, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে এতো কষ্ট, এতো নির্যাতন সহ্য করেছেন। নিজ মাতৃভূমি থেকে ইসলামের দুশমনদের অত্যাচারে হিজরত করেছেন, তবুও তাদের সাথে আপোষ করেননি।

আজ আমরা সেই রাসূলর (সাঃ)-এর উম্মত, মুসলমান হয়েও চোখের সামনে খুন, ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতন, নারীর লাঞ্ছনা, এসিড নিক্ষেপ এতো কিছু দেখা সত্ত্বেও আজকের মুসলমান অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলেনা, রুখে দাঁড়ায় না, সমাজ থেকে পাপ, অনাচার, খুন, ধর্ষণ, হত্যা, এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, পতিতাবৃত্তি– এ সমস্ত জঘন্য পাপের বিরুদ্ধে মুসলমান সোচ্চার হয় না, প্রতিবাদ করে না। এমনকি একটা মিটিং-মিছিল পর্যন্ত হয় না বা এসব পাপ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্যে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে না।

ইসলামই যে এ সমস্ত যাবতীয় সমস্যার একমাত্র নির্ভুল সমাধান দিতে পারে এ সত্যটুকু পর্যন্ত আজকের মুসলমানগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে যেভাবে

www.pathagar.com

কষ্ট নির্যাতন সহ্য করেছেন, বাড়িঘর, সহায়-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু পরিত্যাগ করে যেভাবে তাঁরা মদীনায় হিজরত করেছেন, যেভাবে জানমালের সর্বোচ্চ কোরবানী করেছেন, তেমনিভাবে রাসূলের উম্মত হিসেবে, আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম করা, জানমালের সর্বোচ্চ কোরবানী করা আজকের মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ কথাগুলো তখন মনে পড়ছিল বারবার।

আমাদের গাড়ি দীর্ঘপথ ধরে ছুটে চলেছে। মদীনাগামী দীর্ঘ প্রশস্ত রাস্তার পাশে পাশে কিছুদূর গেলেই চোখে পড়বে টাওয়ার। উপরে ছোট প্লাকার্ডের গায়ে লেখা আছে 'সুব্‌হানাল্লাহ্'। আবার কিছুদূর গেলেই 'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্', আবার কিছুদূর গেলেই 'আল্লাহ আকবার', আবার 'জিক্‌রুল্লাহ্' এসব আল্লাহ্‌পাকের গুণবাচক শব্দগুলো যাত্রাপথে যাত্রীদের চোখে পড়ে এবং স্বাভাবিকভাবেই যাত্রীদের মুখে উচ্চারিত হয় আল্লাহ্‌পাকের জিকির।

মদীনার পথে

মদীনার পথে এ দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে যেখানেই নামাজের সময় হয়, সেখানেই একটি মসজিদ বানানো হয়েছে। আর প্রতিটি মসজিদ মহিলাদের জন্য পৃথক অজু এবং নামাজের স্থানের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। নামাজের সময় হবার সাথে সাথে মসজিদের কাছে বাস স্টপেজে বাস থেমে যাচ্ছে। যাত্রীরাও নামাজের জন্য নেমে যাচ্ছে ২/১ জন ছাড়া। মনে হয় তারা অন্য ধর্মাবলম্বী হবে। একেই বলে মুসলমানের দেশ। কি সুন্দর সর্বত্র ইসলামের ছাপ, ইসলামের দৃশ্য, ইসলামিক ব্যবস্থাপনা। দেখলেও প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। অজু করে, নামাজ পড়ে, আবার ফ্রেশ হয়ে সবযাত্রীরা গাড়িতে উঠে আসার পর গাড়ি রওয়ানা দেয়।

আমাদের বাংলাদেশও ৯০% মুসলমানদের দেশ। দেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয়েছে আজ দীর্ঘ ২৭ বছর হতে চলেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মুসলমান সরকারই এ ব্যবস্থা করেনি যে, নামাজের জন্য বাস দূর যাত্রায় যাত্রা বিরতি দেবে। বাস যাত্রীদের জন্য রাস্তার পাশে কোনো মসজিদও নির্মাণ করা হয়নি। আর মেয়েদের জন্য সব মসজিদে আলাদা কোনো নামাজের ব্যবস্থাও করা হয়নি। আমাদের দেশের সরকারি কর্মকর্তা, মন্ত্রী-মিনিস্টাররা মক্কা-মদীনায় হজ্ব করে, নবীজির রওজা মোবারক জেয়ারত করে যান। মক্কা-মদীনার মসজিদে মেয়েদের জন্য কি সুন্দর পৃথক পৃথক অজু ও নামাজের ব্যবস্থা আছে এসব ইসলামিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চয়ই তাদের চোখে পড়ার কথা? তারা ইসলামের এমন সুশৃংখল, আল্লাহপাকের পছন্দনীয় ব্যবস্থাপনা নিজ দেশে এসে চালু করতে পারেন। তারা এগুলো করেন না। তারা নির্মাণ করেন বিজাতীয় অনুকরণে শিখা চিরন্তন, অনির্বান অগ্নি শিখা। তারা বিজাতীয় অনুকরণে

www.pathagar.com

মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠানে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো, হুলুধ্বনী দেয়া, রাখীবন্ধন, আল্পনা আঁকা চালু করেন। বিজাতীয় নৃত্যগীতির অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। হায়রে বাংলাদেশের দুর্ভাগা মুসলমান, হায়রে দুর্ভাগ্য শাসকগোষ্ঠী। আর এজন্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের কোনো সরকার মুসলিম জনগণের সরকার হতে পারেনি। কোনো সরকার স্থিতিশীল সরকার হতে পারেনি।

আমাদের বাস সাড়ে চারটার মধ্যে মসজিদে নববীর পাশে বাস স্টপেজে এসে থামল। আমরা বাস স্টপেজ থেকে বেরিয়ে ডাঃ রোজির বাসা একটু খোঁজ করে ৫টার মধ্যে তার বাসায় পৌঁছে গেলাম। আমাদের জন্য খাবার-বিছানা সব তৈরি ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম এবং আমি একটু বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। কিন্তু বিশ্রাম নেয়ার সময় আমাদের হাতে ছিল না। জামাই মামুন সাপ্তাহিক ছুটিতে আমাকে নিয়ে মদীনা মুনাওয়ায় এসেছে নবীজীর রওজা মুবারক জেয়ারত করিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে। দু'দিনে আমাদের অনেক কাজ সারতে হবে। আমাদের হাতে একটা রাত, আজকের এই দিনটুকু। আগামীকাল আসর বাদ মদীনা থেকে জেদ্দা রওয়ানা করতে হবে। এর মধ্যে মদীনার দর্শনীয় স্থানগুলো দেখা, মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় এবং রওজা মুবারকের জেয়ারত সারতে হবে।

আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। এর মধ্যে ডাঃ রোজি বলল, খালাম্মা বিশ্রাম নেয়া যাবে না। এক্ষুণি বেরুতে হবে। আমি তাড়াতাড়ি বোরখা পরে রোজির সাথে নীচে নেমে এলাম। দেখি দু'জামাই গাড়িতে বসা। ওরা খেয়ে আর একটুও বিশ্রাম নেয়নি। আমরা প্রথমেই সোজা মসজিদে নববীতে চলে এলাম আসরের নামাজের জামাত ধরার জন্য। কার মাটির নীচে বাস স্টপেজে রেখে আমরা সবাই একসিলেটর সিঁড়িতে সোজা উপরে মসজিদে নববীর বিশাল চত্বরে মসজিদের পাশে উঠে এলাম। ডাঃ রোজী আমাকে নিয়ে মেয়েদের জন্য নির্ধারিত নামাজের স্থানে চলে এলো। দু'জামাই পুরুষদের নামাজের স্থানে চলে গেলেন। সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থাপনা। মেয়েদের নামাজের স্থানে কোনো পুরুষ আসার কোনো ব্যবস্থাই নেই। আমরা মসজিদে নববীতে আসরের নামাজ আদায় করে সোজা বেরিয়ে পড়লাম। নবীজর (সাঃ) মদীনার পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম দর্শনীয় স্থান দেখতে। আমরা প্রথমেই চলে গেলাম ওহুদ পাড়ারের কাছে। এই সে মুসলমানদের ঐতিহাসিকত স্মৃতি বিজড়িত ওহুদ পাহাড়। যে যুদ্ধে মুসলমানদের সামান্য ভুলের কারণে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে মুসলমানগণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। যে যুদ্ধে নবীজীর দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছিল। যে যুদ্ধে মুসলমানদের সত্তরজন মোহাজের আনসার শহীদ হয়েছিলেন। বীর হামজা এই ওহুদের যুদ্ধেই শহীদ

www.pathagar.com

হয়েছিলেন। আমাদেরকে শহীদদের কবর স্থানের পাশে নিয়ে আসা হলো। একটি জায়গা সামান্য ক'খানা পাথর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। এ জায়গাটুকুই নাকি হামজা (রাঃ)-এর কবর। আমরা নিজেই কবর জেয়ারতের দোয়া পড়ছিলাম। তারপরও ১০/১২ বছরের কয়েকটি ছেলে আমাদের কাছে এলো এবং কবর জেয়ারতের দোয়া পাঠ করলো এবং চিহ্নিত জায়গা দেখিয়ে বলল, হযরত হামজা (রাঃ)-এর কবর।

ঐতিহাসিক ওহুদ পাহাড়

ওহুদ পাহাড়ের বৈশিষ্ট হচ্ছে পাহাড়ের রং লাল। মীনার গেষ্টপ্যালেসের পেছনে কালো কুচকুচে রংয়ের পাহাড়ও আমি দেখেছি। ওহুদ পাহাড় যতদূর দেখা যায় সবটাই লাল। ডাঃ রোজি আমাকে সব পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। সে বলল, খালাম্মা লাল পাহাড়গুলো যে দেখছেন, এগুলোই হচ্ছে ওহুদ পাহাড়। মদীনার অনেকখানি এলাকা ওহুদ পাহাড়ে ঘেরা। শহরের তিন দিকেই পাহাড় ঘেরা। এই পাহাড়ই ইসলামের দুশমনদের আক্রমণ থেকে মদীনাকে তিন দিক থেকে সুরক্ষিত করেছে। যেদিকে পাহাড় নেই, সেদিকেই খন্দকের যুদ্ধের সময় নবীজী (সাঃ) তার সাহাবীদের নিয়ে পরিখা খনন করেছিলেন দশ হাজার কাফের কোরেশের আক্রমণ থেকে মদীনাকে সুরক্ষার জন্য। বাকী পাহাড়গুলো কালো ধূসর রংয়ের। ডাঃ রোজি ওহুদ পাহাড়ের ছবি তুলতে চেষ্টা করছিল। রোজীর জামাই বাধা দিল। একবার নাকি এরকম ছবি তুলতে যেয়ে জামাইকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাই রোজী ছবি তোলা বাদ দিল। তবু মাঝে মাঝে গাড়ির ভেতর থেকে চেষ্টা করছিল ওহুদ পাহাড়ের ছবি তুলতে। দর্শনীয় স্থানগুলোর ছবি তুলতে, বিশেষ করে শহীদদের স্মৃতি বিজড়িত পাহাড় বলেই ছবি তুলতে পুলিশ বাধা দেয়।

ওহুদ পাহাড়ের কাছে এখানেও আফ্রিকান মুসলিম মহিলাদের মেহদীগুড়া এবং তসবীহ বিক্রি করতে দেখলাম। মক্কার চেয়ে মদীনার জিনিস বেশ সস্তা মনে হলো। তাই কিছু তসবিহ এবং এক প্যাকেট মেহদী গুড়া কিনে নিলাম। সেখান থেকে মসজিদুল কিবলাতাইন এ নিয়ে এলো আমাদের। এই সেই মসজিদ যেখানে নবীজি বায়তুল মাকদাস্ থেকে কেবলা ঘুরিয়ে সাহাবীদের নিয়ে কাবামুখী হয়েছিলেন আল্লাহপাকের নির্দেশ। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, 'আমরা তোমাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি। নাও, এবার তাহলে সেই কিবলার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি, যাকে তুমি পছন্দ করো। মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। এখন তোমরা যেখানেই থাক না কেন এদিকেই মুখ করে নামাজ পড়তে থাকো। এসব লোক, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা খুব ভালো করেই জানে, (কিবলা পরিবর্তনের) হুকুমটি তাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে এবং এটি

www.pathagar.com

একটি যথার্থ সত্য হুকুম' (সূরা আল বাকারা ১৪৪ আয়াত)। এখানে মদীনার এ জুলকিবলাতাইন মসজিদে পৌঁছে কালামেপাকের আয়াতটি মনে পড়ে গেল। আমরা এ মসজিদে দু'রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করলাম। দু'রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলাম। এবার আমাদের এমন একটি জায়গা নিয়ে এলো ওরা, যেখানে নবীজীর উট 'কাসওয়া' মদীনায় এসে প্রথম বসে পড়েছিল। একটি বিরাট লাল রংয়ের পাথর ফেলে রাখা হয়েছে সেই ঐতিহাসিক জায়গাটিকে চিহ্নিত করে রাখার জন্য। আমরা ইতিহাসে পড়েছি, কুবার একপল্লীতে একজন মহিলা সাহাবীর বাড়ির সামনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উট বসে পড়েছিল। এই সেই ঐতিহাসিক স্থান। রাসূল (সাঃ) মদীনা এসে কুবার এ পল্লীতে অবস্থান করেন। কাছেই কুবা মসজিদ। বেশ দূরে একটি মসজিদের চূড়া দেখা যাচ্ছিল। রোজি আমাকে ঐটা দেখিয়ে বলল, এটাই কুবা মসজিদ খালাম্মা। আশেপাশে আরও কয়েটি ছোট ছোট মসজিদ দেখলাম। কোনটা আবু বকর (রাঃ) নামে, কোনটা ওমর (রাঃ) নামে, কোনটা আলী (রাঃ)-এর নামে এবং কোনো কোনো সাহাবীর নামেও মসজিদ গড়ে উঠেছে।

কুবা মসজিদের কাছেই ঘন খেজুর বাগান। রোজি জানাল, এ বাগানের খেজুর মদীনার বিখ্যাত খেজুর। খেতে সুস্বাদু এবং দামও বেশি। এ খেজুরের সুন্দর একটা নামও রয়েছে। নামটা এখন মনে করতে পারছি না।

মসজিদে নববীতে

আমরা খুব তাড়াহুড়া করছিলাম, যাতে মসজিদে নববীতে যেয়ে মাগরীব এবং এশা একসাথে আদায় করতে পারি। আমরা আর কোথাও দেরী করতে পারলাম না। সোজা মসজিদে নববীর দিকে গাড়ি ছুটে চলল। পথে গাড়ি থেকে আমরা জান্নাতুলবাকী দেখলাম। চারদিকে দেয়াল ঘেরা। মাঝখানে কারো কবরের চিহ্ন নেই। এখানেই শুয়ে আছেন উম্মুল মোমেনীন খাদীজাতুল কোবরা, আবুবকর, ওমর, আলী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ। মনে উদয় হচ্ছিল, এসব মহান সাহাবীগণ রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে থেকে প্রত্যেকে জানমালের কতো বিরাট বিশাল কোরবানী দিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে সাহায্য সহযোগিতা দান করেছেন। যার ফলে নবী করিম (সাঃ) এর পক্ষে আল্লাহর দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করে সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি সত্যিকার শান্তি ও কল্যাণের দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়েছিল।

আমরা এবার সোজা মসজিদে নববীতে চলে এলাম। মাটির নীচে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায় গাড়ি পার্ক করে, আমরা একসিলেটর সিঁড়ি দিয়ে মসজিদে নববীর চত্বরে উঠে এলাম। রোজি এবং আমি মেয়েদের নামাজের জায়গায় চলে এলাম। দু'জামাই

www.pathagar.com

পুরুষদের নামাজের স্থানের দিকে চলে গেলেন এবং নামাজ শেষে আমাদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে থাকার জন্য বলে দিলেন। ডাঃ রোজি, আমার মেয়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। এককালের ক্লাসমেট। খালাম্মার মতোই সবকিছু যত্ন করে আমাকে দেখিয়েছে মদীনায় যতক্ষণ ছিলাম। ও সঙ্গে থাকায় মদীনায় ভ্রমণ, রওজা মোবারক জেয়ারত সবকিছু আমার জন্য খুব সহজ ও আনন্দদায়ক হয়েছে।

মদীনা মুনাওয়ারায় আমার আসার খবর পেয়েই ডাঃ রোজি, তার ডাঃ বান্ধবীরা এবং তাদের স্বামীরা আগে থেকেই আমাকে নিয়ে একটি ইসলামিক প্রোগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ খবর রোজি মসজিদে নববীতে এশার নামাজের পর পরই আমাকে জানাল এবং বললো, এখনই আপনাকে এক ডাক্তারের বাসায় যেতে হবে। সেখানে আপনাকে একটা প্রোগ্রাম করতে হবে। রাত যতো বেশীই হোক না কেন তারা আপনাকে নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করবেই।

আমরা তাড়াতাড়ি মসজিদে নববী থেকে বেরিয়ে এলাম এবং সোজা ঐ ডাক্তার সাহেবের বাসায় আমাদেরকে নিয়ে আসা হলো যেখানে আমার প্রোগ্রাম রয়েছে। রাতের খাবারের ব্যবস্থাও নাকি এখানেই করা হয়েছে।

একটি দোতলা বাড়ি। বাড়ির উপর তলায় আমাকে নিয়ে আসা হলো। একটা রুমে ১০/১২ জন মহিলা এবং মেয়ে বসে আছে। মহিলাদের বেশির ভাগই ডাক্তার। একজন স্থানীয় মহিলা হয়তো মদীনার তাবলীগ জামাতের কোনো দায়িত্বশীলের স্ত্রী হবেন। মহিলাকে সবাই বেশ সম্মান করেন। পুরুষরা পর্দার বাইরে এবং মহিলারা ভেতরে বসেছেন। আমার বক্তব্য ছিলো, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানার্জনের গুরুত্বের উপর।

আল-কুরআন যে আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা হিসেবে এসেছে সে ব্যাপারে আল্লাহ্পাকই কিতাবের শুরুতেই চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন 'যালিকাল কিতাবু লারাইবা ফীহ' বলে অর্থাৎ, এরশাদ হচ্ছে, এ গ্রন্থের মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই (সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ১)। আল-কুরআন এবং সুন্নাহ নৈতিক জ্ঞানের আধারও। এই নৈতিক জ্ঞান এবং নির্ভুল জ্ঞান থেকে বঞ্চিত মানুষ তার জীবন পথে চলার সঠিক পথটি চিনতে পারে না। ফলে সমস্যার আবর্তে হাবুডুবু খেতে থাকে। আল-কুরআন এবং রাসূল সা.-এর সুন্নাহ মানব জীবনে সকল সমস্যার নির্ভুল সমাধানও ঘটে।

আল্লাহ্র রাসূল সা. আরবের বুকে যে বিরাট বিপ্লব সাধন করেছিলেন তা এ বিপ্লবীগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতিটি নির্দেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করেই। কাজেই আমাদের বুঝতে হবে আল-কুরআন শুধুমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থই নয়, এটি একটি বিপ্লবী গ্রন্থও বটে। আজও এই কুরআন বিশ্বের বুকে শান্তির বিপ্লব ঘটাতে পারে, যদি মুসলমান জাতি নবীর উম্মত হিসেবে নবীজির দায়িত্ব পালনে

www.pathagar.com

সচেষ্ট হয়, আল-কুরআন জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করে এবং আল-কুরআনের প্রতিটি নির্দেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়।

আল-কুরআনের ব্যাখ্যাই হচ্ছে রাসূল সা.-এর হাদীস। কুরআন বুঝতে হলে রাসূল সা.-এর হাদীসও জানতে হবে। এজন্যে প্রতিটি মুসলমানকে প্রতিদিন কমপক্ষে অর্থসহ ৪/৫টি আল-কুরআনের আয়াত এবং ২/১ টি রাসূল সা.-এর হাদিস পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যেসব মুসলমান ঘরের সন্তানদেরকে সাধারণ জ্ঞানের পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞানার্জনে অভ্যস্ত করে তোলা যায় সেসব পরিবারই হবে ইসলামের অনুসারী আদর্শ পরিবার। এসব পরিবারের সদস্যরাই কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নৈতিক জ্ঞানের প্রভাবে সমাজের অনেক খারাপ কাজ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে চলার যোগ্যতা অর্জন করবে। তাদের দুনিয়ার জীবন হবে সুন্দর-সুশৃংখল এবং পরকালীন জীবনও হবে সাফল্যময়। একথাগুলোই সেদিন মদীনায় বসবাসরত বাংলাদেশী মহিলা এবং পুরুষ ডাক্তারদের বুঝাতে চেষ্টা করেছি। বক্তব্য শুনে তারা সকলেই খুব খুশী হয়েছেন । অন্যান্য মহিলা ডাক্তাররা বলছিলেন, ডাঃ রোজীতো আমেরিকা চলে যাবে। আমরা আছি খালাম্মা। আপনি যখনই জেদ্দা আসবেন, তখন অবশ্যই আমাদের এখানে মদীনায় বেড়াতে আসবেন। তাদের আন্তরিকতা আমার খুব ভালো লেগেছে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বক্তব্য শেষ হতে রাত প্রায় সাড়ে ১১টা বেজে গেলো।

এ বাসাতেই খানার ব্যবস্থা হয়েছে। আমার সাথে অন্যান্য ডাক্তার মহিলারাও খানায় অংশ নিলেন। রেজিও আমার সাথে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল। রোজির বাসায় ফিরতে রাত পাক্কা ১২ টা বেজে গেল। জামাই মামুন খাওয়া সেরে আমার আগেই রোজির বাসায় চলে গিয়েছিল। সারাদিনের ক্লান্তি তাই জামাই আমার জন্য আর অপেক্ষা করেনি।

এতো রাতে ঘুমানোর ফলে ফজরে মসজিদে নববীতে জামায়াতে নামাজ পড়ার সৌভাগ্য আর হলো না। মসজিদে নববীর আজানে জেগে উঠে বাসায়ই ফজরের নামাজ সেরে নিলাম।

নবীজি (সাঃ)-এর রওজা জেয়ারত

সকাল ৭ টায় নবীজির রওজা মোবারক জেয়ারত করতে যাবো। একজন মহিলা ডাক্তার , রোজিরই কলিগ, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন রওজা মোবারক জেয়ারতে এবং সবরকম সাহায্য সহযোগিতা করবেন ডাঃ রোজী রাতেই সে ব্যাপারে আমাকে জানিয়েছিল। রোজি যেতে পারবে না। কারণ দুপুরে আমার উপলক্ষে তার বাসায় সকলের দাওয়াত। তাই আমাকে নিয়ে নবীজির রওজা মোবারক জেয়ারতের ব্যবস্থা এভাবেই করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সকাল ৭ টার মধ্যেই ঐ মহিলা ডাক্তার এলেন আমাকে মসজিদে নববীতে নিয়ে যেতে রওজা মোবারক জেয়ারতের উদ্দেশ্যে। ডাঃ রোজীর স্বামী আমাদেরকে মসজিদে নববীতে তার গাড়িতে করে নিয়ে এলেন। আমি এবং ডাঃ মহিলা মসজিদে নববীর চত্বরে প্রবেশ করলাম। আমরা সোজা নবীজির রওজায়ে আক্‌দাসের নিকট চলে এলাম। রওজার একপাশে মহিলাদের জিয়ারতের ব্যবস্থা করা হয়েছে অপরপাশে পুরুষরা জেয়ারত করছেন। রওজার সামনে খোলা চত্বরে মহিলারা বসে কুরআন তিলাওয়াত করছেন নবীজির রওজা মোবারকে বখ্‌সীয়া দেয়ার উদ্দেশ্যে। অনেক মহিলারাও জেয়ারত করছেন। জেয়ারতের জায়গায় রওজার পাশে মহিলাদের ভীড়। নবীজির রওজা মোবারক ছুঁয়ে সালাম জানালাম। আমার সেই প্রিয় নবীজি। যাকে আমি কতো ভালবাসি। যাকে আমি কোনোদিন দেখিনি বলে মনে হলেই চোখের পানিতে বুক ভাসাই। আমার সেই প্রিয় নবীজির রওজা মোবারক ছুঁয়ে আজ আমি দাঁড়িয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছি। নবীজিকে সালাম জানালাম– আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া হাবীবুল্লাহ, আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া শাফিয়্যাল মুজনাবীন, আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাহ্‌মাহতাল্লিল আলামীন। কেবল মনে উদয় হচ্ছিল, কতো বড় বিরাট দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই মানুষটির উপরে অর্পণ করেছিলেন। আর সে বিরাট দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে কতো কষ্ট, কতো নির্যাতন সহ্য করেছেন, সবর করেছেন, ইসলামের দুশমনদের মুকাবিলায় বদরের প্রান্তরে নিজ জাতির মোকাবিলা করেছেন, ওহুদের প্রান্তরে এই নবীজির পবিত্র মুখের দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছে, কপালে তীর বিদ্ধ হয়েছেন নিজ জাতির লোকের হাতে, খন্দকে শত্রুর মোকাবিলা করতে সাহাবীদের সাথে নিজ হাতে পরিখা খনন করেছেন। এইভাবে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীজি সা. সংগ্রাম করেছেন। জীবনে একমূহূর্তও একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারেন নি। আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি, বিজয়ীশক্তিরূপে সাহসী বীর পুরুষ, বিরাট ব্যক্তিত্বের ও ধৈর্য্যের আঁধার, সর্ব শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। সমাজের, ব্যক্তি মানুষের, রাষ্ট্রের কতো বিরাট সংস্কার সাধন করে, আল্লাহ প্রদত্ত, তার উপর অর্পিত দায়িত্ব কতো কষ্ট করেই না পালন করেছেন। আজ সেই মহাপুরুষ, মহামানব, শ্রেষ্ঠ নবী তার নিজ হাতে গড়া মসজিদে নববীর পাশে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। কেবলই কথাগুলো মনে হচ্ছিল আর অঝোরে চোখের পানি ঝরছিল। সকলের চোখেই পানি। সকলেই অঝোরে কাঁদছিল। প্রিয় নবীজির জন্য তাঁর লাখো কোটি উম্মতের অন্তরে কি গভীর ভালবাসা। কতো দরূদ নবীজির জন্য! তার রওজা মোবারক একটু ছোঁয়ার জন্য, রওজা মোবারকের বেষ্টনির ফাঁক দিয়ে তাঁর শায়িত স্থানটি একটু দেখার জন্য লাখো মানুষের অন্তরে কি ব্যাকুলতা!

www.pathagar.com

তার প্রিয় দু'জন সাহাবীও তাঁর পাশে শুয়ে আছেন। সবার জন্য মুমিনের অন্তরে কি গভীর ভালবাসা! লাখো কোটি মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে গভীর ভালবাসা, দরদ আল্লাহর মনোনীত সেই মহাপুরুষ এবং তাঁর সাথীদের জন্য আল্লাহ পাকই দিয়েছেন। যারা জীবনের সময়, শ্রম, অর্থ, সম্পদ সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের মনগড়া ভ্রান্ত মতবাদের উপর বিজয়ী করতে, মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করতে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে, সমাজে সত্য, ন্যায়, ইনসাফ, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে, কিয়ামত পর্যন্ত এরা এভাবেই লাখো কোটি মুমিনের দোয়া, সালাম ও ভালবাসা পেতে থাকবেন। এরাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এদেরকে আল্লাহপাক দুনিয়ার জীবনেই এভাবে সম্মানীত করেছেন, করতে থাকবেন। যা কোনো দুনিয়ার মনগড়া ধর্ম, মনগড়া মতবাদের অনুসারী বা তাদের নেতাদের ভাগ্যে কোনোদিন জুটবে না। এটাই অমোঘ নিয়ম। এরপরও ভ্রান্ত ধর্ম ও ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারীদের জ্ঞান চক্ষু খোলে না, দৃষ্টি প্রসারিত হয় না। আল্লাহপাক এদেরকেই অন্ধ বলেছেন । আর আল্লাহর প্রিয় বান্দাবান্দিরা যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জানমাল বাজি রেখে সংগ্রাম করে গেছেন, জীবন দান করে গেছেন, এসব আল্লাহর বান্দাবান্দিরা যতোই নগণ্য হোক না কেন, তাদের নাম আল্লাহপাক দুনিয়াতেই মানুষের মনের মনিকোঠায় স্বর্ণাক্ষরে অংকিত করে রেখেছেন। যতোদিন পৃথিবী থাকবে এদের নাম মানুষ ততোদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। হযরত আম্মার, খাব্বাব, বেলাল, সুমাইয়া এরা সবাই ছিলেন ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইসলাম গ্রহণকারী কালোবর্ণের দাসদাসী। কিন্তু ইসলামের জন্য, ইসলাম বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য তারা যে কষ্ট, নির্যাতন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, এর বিনিময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়াতেই তাদেরকে সম্মানের সুউচ্চ শিখড়ে অধিষ্ঠিত করেছেন। এটিই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অমোঘ বিধান। ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ এসব মানব-মানবীদের দুনিয়ায় কোথাও কোনো মূর্তি বানানো হয়নি, কোথাও কোনো বেদী তৈরী হয়নি বা স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়নি। কিন্তু ইসলাম ও মুসলিম দুনিয়ায় এদেরকে কে না চেনে? লাখো কোটি মুসলমান এদের নামের সাথে সসম্মানে উচ্চারণ করেন হযরত বেলাল, খাব্বাব, আম্মার, সুমাইয়া (রা.)।

আল্লাহর দ্বীনের জন্য যারা জীবন দেয়, যারা সংগ্রাম করে জানমাল বাজি রেখে তাদের নাম এভাবেই আল্লাহ চিরঞ্জীব করে রাখেন। তাদের স্মরণীয় করে রাখার জন্য মূর্তি আর স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করতে হয় না। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

লক্ষ লক্ষ হাজী সাহেবান মক্কার পবিত্র হজ্ব কার্য সম্পাদন করে সকলেই মদীনায় ছুটে আসেন নবীজির রওজা মোবারকে সালাম পৌঁছাতে। গতকাল মদীনায় পদার্পণ

www.pathagar.com

করেই সময় এবং সঙ্গীর অভাবে রওজা জেয়ারতের সৌভাগ্য হয়নি। আজ সকাল ৭টার মধ্যেই আমার নবীজির রওজা জেয়ারতে চলে এলাম আমার সঙ্গীনি ডাঃ মহিলার সঙ্গে। মূল মসজিদ এবং রওজাতে আকদাসের ম্যধবর্তী স্থানটুকুকেই হাদীসে নবীজি সা. 'রওজাতুম মির রিয়াজুল জান্নাত' বলে উল্লেখ করেছেন। রওজা জেয়ারতের সঙ্গিনী আমাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আর বললেন, এখানে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নিন। আমার সঙ্গিনী এবং আমি দু'জনেই 'রওজাতুম মির রিয়াজুল জান্নাতে' দু'রাকাত নামাজ আদায় করে নিলাম। এখানে সকলেই নামাজ পড়ছেন।

রওজাতুম মির রিয়াজুল জান্নাত

'রওজাতুম মির রিয়াজুল জান্নাতে' দু'রাকাত নামাজ আদায় করে প্রাণভরে দোয়া দরুদ ও সালাম পেশ করে আমরা দু'জনে নবীজির রওজার পাশে এসে দাঁড়ালাম। সমস্ত আবেগ-অনুভূতি দিয়ে আবার বলে উঠলাম, আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। মনে হলো যেনো নবীজি জবাব দিচ্ছেন। কিন্তু সেই ধ্বনী শোনার নসিব কার? আমার সঙ্গিনী আমাকে রওজার সেই নিকটতম পাশটিতে নিয়ে এলেন যেখান থেকে ভেতরে তাকালে রওজার মূল অংশ চোখে পড়ে। তখন কেউ আর চোখের পানি রাখতে পারেন না। আমারও চোখের পানিতে বুক ভেসে গেলো। হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে আবারও দরুদ ও সালাম পাঠ করলাম।

নবীজির পাশেই শুয়ে আছেন তার সংগ্রামী জীবনের সবচেয়ে প্রিয় দু'সাথী, হযরত আবুবকর এবং হযরত ওমর রা.। জানা যায়, হযরত ওমর রা.কে রাসূল সা. পাশে সমাহিত করার পর, হযরত আয়েশা রা., রাসূল সা. এবং পিতা হযরত আবু বকরের রা.-এর রওজার কাছে আসতেন না। কারণ ওমর রা. ছিলেন হযরত আয়েশার গায়ের মহরম পুরুষ।

আমি এবং আমার জেয়ারতের সঙ্গীনি দু'জনে রওজা জেয়ারত সম্পাদন করে ধীরে ধীরে রওজা মোবারক থেকে বেড়িয়ে এলাম। বেলা যতো বাড়ছিল রওজায় মহিলাদের ভীড় ততো বাড়ছিল। আমরা প্রাণভরে নবীজিকে কাছ থেকে শেষবারের মতো দরুদ ও সালাম পেশ করে রওজায়ে আকদাস থেকে বিদায় নিলাম। রওজার পাশে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। অন্য জেয়ারতকারীদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। তবু আমি যতোক্ষণ সম্ভব নবীজির রওজার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করেছি প্রাণ ভরে চোখের পানিতে। নবীজির রওজা জেয়ারতের সঙ্গীনি ডাঃ মহিলা আমার সঙ্গে থাকায় জেয়ারতের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন আমার জন্য সহজ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহপাকের শুকরিয়া, ডাঃ রোজীকে মোবারকবাদ

www.pathagar.com

জানাতে হয়, যে রওজা জেয়ারতের জন্য একজন সঙ্গীনি সাথে দিয়েছেন যার কারণে নবীজির রওজা জেয়ারত সহজে ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পেরেছি।

জান্নাতুল বাকী

জান্নাতুল বাকী জেয়ারতের বাসনা অন্তরে পোষণ করা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়নি সময়ের অভাবে। তবুও গতকাল যখন মদীনার দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখানোর জন্য ডাঃ রোজি এবং তার স্বামী আমাদের নিয়ে বের হন, তখন এক সময় জান্নাতুল বাকীর দেয়ালের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ি চলছিল। তখন রোজি বলল, খালাম্মা, এই সেই জান্নাতুল বাকী। গাড়ি থেকেই জান্নাতুল বাকীতে শায়ীত হযরত ওসমান রা., হযরত খাদিজাতুল কোবরা রা.সহ নবী পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের রুহের উপর সালাম পেশ করলাম। সকাল বেলা ঘন্টাখানেকের জন্য জান্নাতুল বাকীর প্রধান গেট খোলা রাখা হয়। এরপর ভীড় যখন বাড়তে থাকে তখনই কর্তৃপক্ষ প্রধান গেট বন্ধ করে দেয়। তখন হাজার হাজার মানুষ বাইরে থেকেই কবরস্থান জেয়ারত করেন।

জান্নাতুল বাকীর অপর পার্শ্বেই রয়েছে মসজিদে নববীর আরেকটি দরজা বাবে আবুবকর নামে। এই দরজা দিয়েই প্রিয় নবীজির সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাথী হযরত আবু বকর ফজরের জামাতে সামিল হতেন। এই দরজায় দাঁড়িয়ে অদূরে তাকালে আজও সেই স্থান দু'টি সকলের চোখে পড়ে, যেখানে হযরত আবু বকর এবং হযরত আলী অবস্থান করতেন। উভয়স্থানে এখন মসজিদ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। বাবে আবু বকরের সামনেই রয়েছে সৌদী সরকারের বিচার বিভাগের একটি স্থানীয় দফতর। আল্লাহর নবী এবং তাঁর খলিফাদের শাসনামলে মসজিদই ছিলো যাবতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের মূল কেন্দ্র মসজিদে নববীর পাশে স্বতন্ত্র বিচার বিভাগীয় দফতর, পরিদফতর নির্মাণের প্রশ্নই আসে না তখন।

মাত্র ৬ বছর আগে, ১৯৯২ সালে বাংলাদেশর জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য থাকাকালীন সৌদী আরবের রয়্যাল গেস্ট হিসেবে আমি যখন মদিনা মুনাওয়ারায় নবীজির রওজা জেয়ারতে আসি, তখনকার সময়ের সাথে এ সময়ের কোনো কিছুরই মিল নেই। মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজে বর্তমানে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। একদিকে বাবুল সালাম থেকে বাবে আবু বকর পর্যন্ত, অপরদিক বাবুল মসজিদ থেকে বাবু নেসা পর্যন্ত একমাত্র জান্নাতুল বাকী ছাড়া সমগ্র এলাকা জুড়ে উন্নয়নের এক বিশাল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে মসজিদে নববীর চত্বরে লক্ষাধিক লোক নামাজ আদায় করতে পারেন।

www.pathagar.com

আজ দিনটি ছিল শুক্রবার। মসজিদে নববীতে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমার নবীজির রওজা জেয়ারতের সঙ্গীনি ডাঃ মহিলাকে বললাম, আপনি এখন বাসায় যান, আমি জুমার নামাজ আদায় করে বাসায় যাব। উনি আমাকে সঙ্গে করে মসজিদে নববীতে একটা ভাল জায়গা দেখে আমাকে রেখে গেলেন এবং বললেন, নামাজের পর এসে নিয়ে যাবেন। আমি নিশ্চিন্তে আমার প্রিয় নবীজির মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীতে একাকী বসে কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলাম, নবীজির রওজা মোবারকে তিলাওয়াতের সওয়াব বখসীয়া দেয়ার নিয়্যাতে।

নবীজির মসজিদে নববীতে বসে চোখের সামনে যেন অতীত ভেসে উঠল। আমার নবীজি জাহেলী সমাজে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কতো কষ্ট, নির্যাতন, ত্যাগ কুরবানী করেছেন, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছেন, আবার মুসলমানগণ যখন শক্তি অর্জন করেছে, তখন তরবারীর সাহায্যে বাতিলের অন্যায়, অনাচার, পাপ, জুলুম, শেষ করে ফেতনা, খেদ্রাদোহীতা সমাজ থেকে নির্মূল করেছেন।

আল্লাহ পাকের নির্দেশ, 'আল ফিতনাতু আসাদ্দু মিনাল ক্বাতনী'– অর্থাৎ ফেতনা হত্যার চেয়েও কঠিন (আল কুরআন)। ফেতনাকে প্রয়োজনে তরবারী দ্বারা নির্মূল করেছেন আল্লাহর রাসূল সা. আল্লাহপাকের নির্দেশে।

এখন আর তরবারীর যুগ নেই। কিন্তু সমাজ থেকে পাপ, অন্যায়, অনাচার, জুলুম, শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন, অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেহায়পনা, ব্যভিচার মদ, ঘুষ, জুয়া, ফেতনা নির্মূল করার জন্য ইসলামী দলগুলো যতোদিন শক্তি অর্জন করতে না পারবে, যতোদিন ইসলাম ও ইসলামী শক্তি ক্ষমতায় না যাবে, ততোদিন সমাজ থেকে এসব পাপের ফেতনা নির্মূল করা কোনোকালে সম্ভব হবে না। আর সমাজে যতোদিন এসব পাপের ফেতনা বলবৎ থাকবে ততোদিন পর্যন্ত সমাজের মানুষের জীবন বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হতেই থাকবে। মানুষ পাপ করতে করতে মানবতাবোধ হারিয়ে পশু সমাজে পরিণত হবে। যে সমাজে মানুষ মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাবে, মানুষ জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও অধম হয়ে যাবে। তাই ঈমানদার লোকদের দায়িত্ব হবে সমাজ থেকে শক্তির মাধ্যমে এসব ফেতনাকে নির্মূল করা। নবীজির প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নববীতে বসে অতীত যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল।

এই সেই মসজিদে নববী যেখানে বসে নবীজি সা. রাষ্ট্রপরিচালনা বিষয়ে পরামর্শ করতেন, মদীনায় ইহুদী খৃষ্টানদের সাথে নবীজির যে চুক্তি হয়েছিল, যা ইতিহাসে

www.pathagar.com

মদীনা সনদ নামে খ্যাত। এই মসজিদে নববীতে বসেই সে চুক্তি হয়েছিল। এখানে বসেই তিনি বিচার ফায়সালা করেছেন। এই মসজিদে নববী থেকেই জুমার নামাজ আদায় করে তবুকের যুদ্ধ যাত্রা করেছেন।

আর আজ আমাদের দেশে মসজিদে বসে ইসলামের উপর কোনো আলোচনা হলেও বাতিলপন্থীরা চিৎকার জুড়ে দেয়, মসজিদে রাজনীতি চলবে না। এসব ইসলামের দুশমনরা ইসলামকে মসিজদে নামাজ পড়া পর্যন্তই বরদাশত করে না। ইসলামী রাষ্ট্র হবে, ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, এ যেমন ইহুদী, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বরদাশত করতে পারে না, তেমনি মুসলিম নামধারী, ইসলামের দুশমনদের অর্থপুষ্ট, মদদপুষ্ট একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী নামের বুদ্ধিহীনেরাও বরদাশত করতে পারে না। এরা হচ্ছে, অর্থলোভী, স্বার্থপর মুসলমান জাতির মীর জাফর। এরা ইসলাম ও মুসলমানের দুশমন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন। এদেরকে শক্তি প্রয়োগে উচ্ছেদ করতে হবে। তা না হলে এরা যতোদিন সমাজে বেঁচে থাকবে মানুষের জন্য, সমাজের জন্য কেবল ফেতনাই সৃষ্টি করতে থাকবে। এদের দ্বারা জাতি, সমাজ কোনোদিন উপকৃত হয় না। এদেরকে নির্মূল করার জন্য, উচ্ছেদ করার জন্য সর্বজ্ঞানী আল্লাহপাক নির্দেশ দিয়েছেন, 'আল ফিতনাতু আসাদ্দুমিনাল ক্বাতলি'– অর্থাৎ হত্যার চেয়ে ফেতনা কঠিন। নবীজি এসব ফিতনাকে অস্ত্র দ্বারা নির্মূল করেছেন।

নবীজি সা. প্রতিষ্ঠিত এই সেই মসজিদে নববী, যা নবীজি প্রথমে খেজুর পাতার ছাদ দিয়ে তৈরি করেছিলেন। আজ সেই মসজিদে নববী কোটি কোটি টাকা খরচ করে কারুকার্য খচিত, সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। নবীজি দেখলে হয়তো অবাক বিস্ময়ে বলতেন, তোমরা কি করেছো? মসজিদ সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য তোমরা এতো কোটি কোটি টাকা খরচ করেছো কেন? এতো অপচয়! এতো বিপুল অর্থ দিয়ে তোমরা তোমাদের অভাবী ভাইদের অভাব মোচন করো, বিপদগ্রস্ত ভাইদের বিপদে সাহায্য করো।

আজকের মুসলিম বিশ্বের রাজা-বাদশা, বিত্তশালী সরকার ও সরকার প্রধানগণ, এবং বিত্তশালী মুসলিম জনগণ তাদের অভাবী ভাইদের অভাব মোচন, দরিদ্র, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য তাদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করে না। তারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেন বিশাল বিশাল মসজিদ নির্মাণে এবং মসজিদের সৌন্দর্য ও কারুকার্য বর্ধনে।

প্রতি এলাকার মুসলমান লোকদের জামায়াতে নামাজ আদায়ের জন্য যতোখানি বড় মসজিদ তৈরি করা দরকার তার চেয়ে বিরাট বিশাল মসজিদ তৈরি এবং দরিদ্র

www.pathagar.com

দেশের মসজিদের কারুকার্য ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অতিরিক্ত অর্থব্যয় করা অপচয়। আল্লাহপাক নিশ্চয় অপচয় পছন্দ করেন না। বিশেষ করে যেদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদাটুকু পূরণ করার অর্থ নেই। মসজিদ আল্লাহর ঘর। মসজিদ সুন্দর করা দোষণীয় নয়। কিন্তু অপচয় যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

আর একটা বিষয় যেটা লক্ষণীয়, আল্লাহপাক মুসলিম দেশের সরকারকে নামাজ কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন, যাকাত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আদায় ও বন্টনের নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা আল হজ্বের ৪১ আয়াতে আল্লাহপাক নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা যখন কোনো জনপদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাও, সেখানে নামাজ কায়েম করবে, যাকাত প্রতিষ্ঠিত করবে, মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ (হারাম কাজ) থেকে ফিরিয়ে রাখবে।" আল্লাহর রাসূল সা. মদীনা যখন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তখন এ নির্দেশ পুরোপুরি কার্যকর করেছেব। নবী করিম সা.-এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে একজন মুসলমানও বেনামাজী ছিলো না। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নামাজ কায়েম করা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় ও বিলিবন্টন হয়েছে এবং যে সমস্ত জিনিষ বা কাজ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ নির্মূল করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের আদেশগুলোকে বলবৎ করা হয়েছে।

আজকের মুসলিম দেশের সরকার প্রধানগণ আল্লাহপাকের নির্দেশে জনগণকে নামাজী বানায় না বা নামাজ কায়েমের চেষ্টা করে না। বরং জণগণকে খুশী করার জন্য, লোক দেখানো বিশাল বিশাল মসজিদ বানায়। যেখানে নামাজির সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

প্রতিটি মুসলিম দেশের সরকারের উচিত মসজিদ তৈরির সাথে সাথে জনগণকে নামাজী বানানো। জনগণের মাঝে নামাজ কায়েম করা। যেমন সৌদী আরব ও ইরান তাদের জনগণের মাঝে নামাজ কায়েম করেছে। এ দু'দেশে কোনো মুসলিম বেনামাজী নেই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নামাজ কায়েমের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। এ দু'টি দেশে কোনো বেকার নেই বললেই চলে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় ও বিলিবন্টনের ফলেই দারিদ্র, বেকারত্ব সে দেশ থেকে দূর করা সম্ভব হয়েছে। আল কুরআনের অর্থনীতি যতোদিন বিশ্বে প্রবর্তিত না হবে, ততোদিন বিশ্বজুড়ে দারিদ্র, বেকারত্বের অবসান কোনোকালে হবে না। এই মহান ইসলামের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ পোষণ করেন খৃষ্টান জন মেজর, বিল ক্লিনটন, সার্ব নেতা মিলোসেভিচ, রুশ নেতা ইয়েলৎসিন, পুতিন প্রমুখ। এদের দেশ যেসব বড় বড় সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে যেমনঃ এইড্‌সের গজব, সমকামিতা, তালাক, বিচ্ছেদ, পিতৃহীন জারজ সন্তানের বোঝা, লক্ষ লক্ষ কুমারী মাতার সংখ্যার ক্রম বৃদ্ধি, বেকারত্ব, খুন, হত্যা, ধর্ষণ,

www.pathagar.com

এসব সমস্যার কোনো সমাধান কোনোকালে হবে না, যতোদিন ইসলামের ছায়াতলে এসব মহারথীরা না আসবেন। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য ইসলামের বিকল্প আর কিছু নেই। মসজিদে নববীতে একদিকে মহিলাদের জন্য নামাজের স্থান পৃথক করা হয়েছে, অপরদিকে পুরুষের নামাজের স্থান রয়েছে মহিলাদের অংশে কোনো একটি পুরুষের আনাগোনা নেই। সকল ব্যবস্থাপনা ইসলামী কায়দা-কানুন মতো চলছে। মহিলারা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে নামাজ পড়তে এসেছেন। আজ জুমাবার। মনে হয় সারা মদিনা শহরের মহিলারা মসজিদে নববীতে জুমার নামাজ পড়তে চলে এসেছেন। মহিলাদের জন্য নির্ধারিত বিশাল মসজিদের নামাজের স্থান ১২ টার মধ্যেই পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অনেক মহিলা, যারা অনেক আগে এসেছেন, তারা কেউ কেউ শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমিও এক সময় ক্লান্ত হয়ে একটু শুয়ে নিলাম। মহিলাদের আগমন বেড়ে গেলে উঠে পড়লাম এবং অজু করার জন্য হাম্মামখানার দিকে চললাম। সকাল ৭ টায় মসজিদে নববীতে এসেছি। এখন অজু করে নেয়া প্রয়োজন। আমি এর আগে ১৯৯২ সালে সৌদী সরকারের মেহমান হিসেবে যখন মদীনা মুনাওয়ার এসেছিলাম তখন মসজিদে নববী থেকে হাম্মামখানা ছিল অনেক দূরে। বর্তমানে মসজিদে নববীর স্থান অনেক প্রশস্ত করা হয়েছে। তাই এবার মনে হলো হাম্মামখানা একদম কাছে। অজু সেরে অনেকের সঙ্গে মসজিদে নববীতে এসে আমার নির্ধারিত জায়গায় এসে বসলাম। কারণ নামাজের পর যিনি আমাকে নিতে আসবেন তার যেন আমাকে খুঁজে পেতে কষ্ট না হয়। তাহিয়্যাতুল অজু এবং দুখুলুল মসজিদের চার রাকাত নামাজ পড়ে বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। জুমার আজান হয়ে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশাল মসজিদ মহিলা নামাজি এবং তাদের বাচ্চা-কাচ্চা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

আমি বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। এমন সময় সেই ডাঃ মহিলা (দুর্ভাগ্য নামটা মনে নেই) আরও ২ জন মহিলা সঙ্গে নিয়ে তার স্বামীসহ আমাকে নিতে এলেন। খুবই ভদ্র এবং অমায়িক স্বামী-স্ত্রী দু'জনই। আমরা সবাই জুমার নামাজ সেরে মসজিদে নববী থেকে বেরিয়ে এলাম শেষবারের মতো বিদায় নিয়ে। পিছনে তাকাতে তাকাতে শেষবারের মতো আবার ছালাম জানালাম নবীজির রওজা মোবারকে। আবার আসা হবে কিনা নবীজীর মদিনায় আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। মনটা বেদনায় আবেগাপ্লুত হয়ে গেলো। ভদ্র মহিলা অতি আপনজনের মতো সসম্মানে সাথে করে নবীজি সা.-এর মসজিদে নববীর বিশাল চত্বর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে তার গাড়িতে উঠালেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তাদের গাড়িতে করে আমাকে ডাঃ রোজীর বাসায় পৌঁছে দিতে এলেন। আজ মদীনা থেকে আমাদের

www.pathagar.com

বিদায় উপলক্ষে ডাঃ রোজীর বাসায় তাদের সকল ডাঃ বন্ধু এবং তাদের স্ত্রীদের দাওয়াত। এই ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলারও আজ রোজীর বাসায় দাওয়াত রয়েছে।

আনন্দঘন পরিবেশে সকলে খানাপিনা করছিলেন। পুরুষরা বাইরের ঘরে ড্রইং রুমে এবং মহিলারা সবাই ভেতরে খানাপিনা করছিলাম। ডাঃ রোজীর এ মাসে আমেরিকা চলে যাওয়ার কথা তার স্বামী মেয়েসহ। তাই সকল ডাঃ মহিলারা বলছিলেন, খালাম্মা ডাঃ রোজী চলে গেলেও আমরা কিন্তু আছি। আপনি জেদ্দা মেয়ের বাসায় এলেই মদীনাতে আমাদের সকলের বাসায় বেড়াবেন। আপনার দাওয়াত রইল। আপনি জেদ্দা এসেই ফোন করবেন।

দুপুরে মেহমানদের সাথে খাওয়াদাওয়া সেরে আর বিশ্রাম নেয়ার সময় ছিলো না। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা খাওয়ার পরপরই বেরিয়ে পড়লাম। এখনই রওয়ানা না করলে জেদ্দায় পৌছুতে রাত দশটা বেজে যাবে।

ডাঃ রোজীর জামাই তার গাড়িতে করে আমাদের মদীনা বাস স্টপেজে বাসে তুলে দিতে এলেন। পথে পথে বললেন, তিনি মদীনাতে আছেন অনেক মানসিক প্রশান্তি নিয়ে যে, তিনি নবীজির শহরে বাস করেন। এটা ভাবতে তার খুব শান্তি লাগে। কিন্তু প্রয়োজনের তাগীদে তারা দু'জন স্বামী-স্ত্রী নবীজির শহর মদীনা ছেড়ে যাচ্ছেন মনে বহু কষ্ট নিয়ে। নবীজির প্রতি তার অগাধ ভালবাসা, তিনি কিছুতেই মদীনা ছেড়ে যেতে চান না। তবু যেতে হবে। কারণ সৌদী সরকার বিদেশীদের চাকরি দেয়, কিন্তু নাগরিকত্ব দেয় না। তাই তাদের বিদেশ পাড়ি দিতে হয়। যদি আমেরিকার নাগরিকত্ব মেলে তবে হয়তো আবার মদীনায় নবীজির শহরে আসতে পারেন।

আমরা মক্কা মোয়াজ্জমার বাসে চরে বসলাম। ভদ্রলোক আমাদের বাসে তুলে দিয়ে আমাদের থেকে বিদায় নিলেন।

আমরা শেষবারের মতো নবীজি সা.-এর শহর মদীনা মুনাওয়ারা দেখতে দেখতে জেদ্দার পানে পাড়ি জমালাম।

www.pathagar.com

যে ঘর মুমিনের অন্তরকে চুম্বকের মতো টানে

৫ জুন ১৯৯২ সাল, আমার জীবনের একটি অতি পবিত্র স্মরণীয় দিন। আমার জীবনের একটি কাঙ্খিত দিন। হঠাৎ করে ৩ জুন বাংলাদেশী সৌদী রয়্যাল এমবেসীর চার্জ দ্য এফেয়ার্সের চিঠি পেলাম বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের একজন মহিলা এম. পি. হিসেবে মক্কায় পবিত্র হজ্বব্রত পালনের জন্য সৌদী রয়্যাল গেষ্ট হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আনন্দে চোখে পানি এসে গেলো। মেহেরবান আল্লাহ্পাক যে এতো তাড়াতাড়ি তার বান্দির দোয়া কবুল করবেন ভাবতেও পারিনি। কত দেশ ঘুরলাম। কিন্তু আল্লাহ্র ঘর দেখার সুযোগ আর হয়নি।

গত ২৯ জানুয়ারী ১৯৯২ সাল। এ বছরই ইরান এমবেসীর দাওয়াত পেয়ে ইরানের বিপ্লব বার্ষিকীতে যোগদানের জন্য ইরান সফরের সুযোগ হয়েছিল। তখনও আমার আকাঙ্খা ছিল ফেরার পথে আল্লাহ্র ঘরের 'ওমরা' করে আসব। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ভিসা করে না যাওয়ায় ইরান সরকার কিছু করতে পারেনি আমার মক্কা জিয়ারতের জন্য। কাউকে সঙ্গিও পেলাম না যাওয়ার। তাই আর মনের আশা পুরা হয়নি। ইরান থেকে ফিরে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মেহেরবান আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছিলাম আল্লাহ্পাক, তোমার ঘর জেয়ারতের সুযোগ যদি তুমি না দাও, তাহলে কিভাবে আমি তোমার ঘর জেয়ারত করব? আল্লাহ্পাক মৃত্যুর আগে তোমার ঘর জেয়ারতের সুযোগ দিও। আল্লাহ্পাক যে এত তাড়াতাড়ি তার ঘর জেয়ারতের সুযোগ করে দেবেন তা ভাবতে পারিনি। তাই সৌদি এমবেসীর দাওয়াত পেয়ে আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতায় চোখ পানিতে ভরে এলো। ২ রাকায়াত নামাজ পড়ে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলাম। এ ব্যাপারে যার সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে সে হচ্ছে আমার বড় জামাই শেখ আলি আশরাফ। ৩ জুন সৌদি রয়্যাল এমবেসির চিঠিতে জানা গেলো ৫ জুন হজ্বের লাস্ট ফ্লাইট আমি যেনো আজই অর্থাৎ জুনের ৩ তারিখের মধ্যেই আমার পাসপোর্ট এমবেসীতে জমা দিই। আল্লাহ্র রহমতে ২ দিনের মধ্যে সব ফর্মালিটিজ শেষ করা গেলো। জানা গেলো ৫ জুন দুপুর ১২.৩০ মিঃ হজ্বের শেষ ফ্লাইট। আমি সংগঠনের দায়িত্বশীলদের আমার হজ্বের খবর জানালাম তাঁরা অনুমতি দিলেন যাওয়ার। আমরা যেনো সকাল ১০.৩০ মিনিটের

www.pathagar.com

মধ্যে এয়ারপোর্টে রিপোর্ট করি। ৫ জুন গোসল করে এহ্‌রাম বেঁধে ২ রাকাত নামাজ পড়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক বলে ঘর থেকে বের হলাম। এয়ার পোর্টে পৌঁছে জানা গেলো 'সৌদিয়া' বিমান ছাড়তে আরও ১ ঘন্টা দেরি করবে। আমরা ভি.আই.পি লাউঞ্জে বসে আছি। এমন সময় শোনা গেলো শেখ হাসিনা আসছেন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী, তার সঙ্গে যাচ্ছে তার ছেলে জয়, স্বামী ডঃ ওয়াজেদ আলি মিয়া, আর তাঁর এক মামাতো বোন ও এক মামাতো ভাই। আমার সঙ্গে হজ্বে যাচ্ছেন মন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া এবং তাঁর স্ত্রী ডঃ শাহিদা রফিক, বগুড়ার এম.পি, আজিজুল হক, ঢাকা সিটি মেয়র মির্জা আব্বাস। তাঁদের সাথে দেখা হলো বিমানে।

সৌদি এমবেসীর চার্জ-দ্য এফেয়ার্স

ভি.আই.পি. লাউঞ্জে দেখা করতে এসেছিলেন সৌদি রয়্যাল এমবেসীর চার্জ-দ্য এফেয়ার্স, তাঁর সেক্রেটারী এবং সেক্রেটারীর স্ত্রী। সেক্রেটারীর স্ত্রীর সংগে আলাপ হলো। ৬ বছর ধরে এদেশে আছেন। ২ বাচ্চার মা। বেশ হাসি-খুশী মিশুক মানুষ। শেখ হাসিনা লাউঞ্জে প্রবেশ করার সাথে সাথে তাঁর দলের পুরুষ কর্মীরা লাউঞ্জে প্রবেশ করে। বিরোধী দলীয় নেত্রী হজ্বে যাচ্ছেন। এ সময় এতো পুরুষের সমাবেশ আমার কেমন জানি ভালো লাগলোনা। সৌদি চার্জ দ্য এফেয়ার্স আমাকে Congratulation জানালেন। দোয়া করতে বললেন। আরও বললেন যে, শেখ হাসিনাকে বলবেন, "আর ঝগড়া নয় এখন আস আমরা মিলে-মিশে যাই"।

বর্তমানে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন রাজনৈতিক দলগুলো যদি শুধু গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতো এবং বাস্তবে গণতন্ত্রের চর্চা করতো তাহলে দেশটা বেঁচে যেতো। কিন্তু বড় দলগুলোর মধ্যেই গণতন্ত্রের মোটেও চর্চা নেই। নিজ দলের ভেতরেই শক্তির মহড়া চলছে। এরা কি করে রাজনীতিতে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে? যদিও এরা মুখে সব সময়ই বলে, 'গণতন্ত্রকে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাই। যাদের মাঝে মোটেও সহনশীলতা নেই, সন্ত্রাস যাদের লক্ষ্য তারা কি করে গণতন্ত্রের চর্চা করবে? প্রত্যেক নেত্রী যদি তার দলীয় ছাত্র-যুবকদের হাত থেকে অস্ত্র তুলে নিতে পারতো তাহলেই সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যেতো। অস্ত্র দিয়ে অস্ত্র প্রতিরোধ কোনোকালে হবেনা। বরং রক্তগরম যুবকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হলে এরা মাথা গরম হলে নিজেদেরকেও গুলি করতে পারে।

আমার মত হলো এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতাদেরও একই অভিমত যে শিবিরের হাতে অস্ত্র দেয়া যাবেনা। আত্মরক্ষার জন্য লাঠি-সোটা, ইট-পাথর

www.pathagar.com

ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যায়। এর বেশী নয়। জামায়াত যদি শিবিরকে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিত, এতদিনে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। যদি কোনো দলের দেশের প্রতি সত্যিকার দরদ থেকে থাকে, তাহলে যুবকদের হাতে, ছাত্রদের হাতে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতেই হবে। বড় দল দু'টি যদি তাদের যুবকদের হাতে অস্ত্র দেয়া বন্ধ করে, তবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধ হতে পারে। এক দলের হাতে অস্ত্র আছে বলে, আমার দলের ছেলেদের হাতে অস্ত্র দিতে হবে এ ধারণা ঠিক নয়। অস্ত্র হাতে পেলে দলীয় যুবকেরা সামান্য কারণে নিজেদের দলীয় ছেলেদেরকে গুলি করতে দ্বিধাবোধ করবেনা।

বিরোধী দলীয় নেত্রী হজ্ব করতে যাচ্ছেন। হজ্বের এবাদতে যেভাবে আল্লাহ্পাক দুনিয়ার মুসলমানকে একাত্ম করার জন্য, তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করার জন্য ক্বাবার কেন্দ্রবিন্দুতে টেনে আনেন, এক পোষাক পরে, সাদা কালো, ধনী নির্ধন, বাদশাহ ফকির, আমলা, কর্মচারী সব এক আল্লাহ্র বান্দা হয়ে আল্লাহ্র সামনে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ায়, এরপরও যদি মুসলমানদের অন্তর এক না হয়, তারা নিজ দেশে ফিরে গিয়ে আবারো ভাই-ভাইয়ে বিভেদে লিপ্ত হয় তাহলে এ হজ্ব যে উদ্দেশ্যে ফরজ করেছেন আল্লাহ্পাক, যে কল্যাণ মুসলিম উম্মাহ এ হজ্ব থেকে লাভ করার কথা ছিল সে কল্যাণ থেকে মুসলিম উম্মাহ্ বঞ্চিতই থেকে যাবে। এ হজ্ব থেকে তখনই আমরা কল্যাণ লাভে সক্ষম হবো, আল্লাহ্র রহমত লাভে সক্ষম হবো যখন আমরা হজ্ব থেকে ফিরে এসে হজ্বের রহমতের দৃশ্য ভুলে না যাবো।

কিছুক্ষণের মধ্যে ভি.আই.পি লাউঞ্জ শেখ হাসিনার দলীয় লোকে ভর্তি হয়ে গেলো। ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক আওয়াজ, ফ্লাস লাইটের আলো মুহুর্মুহু জ্বলছিল। নেত্রীকে ঘিরে দলীয় লোকেরা ফটো তুলছিল। চার্জ দ্য এফেয়ার্স এর সাথে নেত্রীকে বসিয়ে ছবির পর ছবি তোলা হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সব যেন আনুষ্ঠানিকতা। প্রকৃত হজ্বের উদ্দেশ্যে যেন এ যাত্রা নয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহ্র মহব্বতে, আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের জন্য, আল্লাহ্র ঘরের তাওয়াফের মহব্বতের টানে যে যাত্রা, এ যাত্রা যেন সে যাত্রা নয়। আজকে অন্ততঃ হজ্ব যাত্রার সময় এতো দলীয় পুরুষ লোকের সমাবেশ না হয়ে দলীয় মহিলা কর্মীরা যদি বিদায় অভ্যর্থনা জানাতে আসতেন, তাহলে হজ্বের মর্যাদা রক্ষা পেতো।

আমাদের যাত্রার সময় ঘনিয়ে এলো। আম্মার সাথে আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছে আমার বড় মেয়ে নূরজাহান আশরাফ, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের টিচার, বড় জামাই শেখ আলি আশরাফ, বেগম খালেদা জিয়ার প্রচার

www.pathagar.com

সম্পাদক, ছোট মেয়ে হাফসা সারওয়ার এম এ পরীক্ষার্থী, জামাই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারওয়ার, বড় ছেলে নিয়াজ মাখদুম ও ছেলের বৌ সালমা আফরোজ, খিলগাঁও গভর্নমেন্ট স্কুলের টিচার, ছোট ছেলে মোঃ সাইফুল্লাহ্ মানছুর, যে ১৯৯১ এর এম, বি, এ, ফাইনালে (মেনেজম্যান্ট) ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়েছে। অনার্সেও সে ফার্স্টক্লাস থার্ড হয়েছিল। ছেলেমেয়েরা সবাই ইসলামের অনুশাসন মেনে চলে। পাঁচ ওয়াক্ত রেগুলার নামাজী, ত্রিশ রোজা পালনকারী। তিন মেয়েই বিবাহিতা এবং তিন মেয়েই ইসলামী পর্দা মেনে চলে। ফলে আমার মেয়েরা সুন্দরী হওয়া সত্বেও কোনো ছেলে কোনোদিন উত্ত্যক্ত করেনি। আমার মেয়েদের কোনোদিন কোনো ছেলেকে গালি দেয়ার প্রয়োজন হয়নি। ইসলামী পর্দাই এদের সম্মান রক্ষা করেছে এবং নিরাপত্তা বিধান করেছে। আমি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি সমস্ত নারী সমাজ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলামান সবাই যেদিন ইসলামী পর্দার সীমা রক্ষা করে চলবে, সেদিন নারী নির্যাতন, নারী হত্যা, নারী ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ সবকিছু বন্ধ হবে। যুব সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতাও কমে যাবে ধীরে ধীরে। তার সাথে সাথে ভিসি,আর এ, টেলিভিশনে, সিনেমায়, বিজ্ঞাপনে, পত্র-পত্রিকায় যেদিন নারীর অশ্লীল-নগ্ন চিত্র প্রদর্শনী বন্ধ হবে, সেদিন যুব সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ হবে।

কথায় কথায় অনেক কথা বলে ফেললাম। আমি ইসলামী অনুশাসন মেনে এবং ইসলামের শিক্ষায় পরিবারকে শিক্ষিত করে যেভাবে উপকৃত হয়েছি, আমি চাই সমাজের আরও দশটি পরিবার উপকৃত হোক। তাই এতগুলো পারিবারিক কথার অবতারণা করলাম ইচ্ছাকৃতভাবেই।

আমার পাশে সর্বক্ষণ আমার ছোট ছেলে সাইফুল্লাহ্ মানছুর বসা ছিল। কোনো গায়ের মাহরম পুরুষ আমার পাশে বসতে না পারে এজন্যেই তার এ সতর্কতা। সে জানে যে আমার মায়ের পাশে কোনো গায়ের মাহরম পুরুষ বসা ঠিক হবেনা তাই সে নিজে এ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। এটাও তার ইসলামী জ্ঞানের ফসল।

আমাদের যাবার সময় হয়ে এলো। ঘোষণা দেয়া হলো হজ্ব যাত্রীদের যাত্রার সময়ের। আস্তে আস্তে শেখ হাসিনার দলীয় লোকেরা তার কাছে থেকে বিদায় নিলেন। লাউঞ্জের ভেতরটা এতক্ষণে একটু ফাঁকা হলো। আমিও এতক্ষণে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। এতো পুরুষ লোকের সমাগমে এতোক্ষণ দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

www.pathagar.com

ছেলেমেয়ে, জামাই সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লাউঞ্জ থেকে বের হলাম এবং বিমানের গাড়ীতে করে আমাদেরকে 'সৌদিয়া' বিমানের কাছে নিয়ে গেলো। আমিই একমাত্র 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' পড়ে লাউঞ্জ থেকে বের হলাম। কাউকে লাব্বায়েক পড়তে শুনলাম না। হয়তো মনে মনে পড়ে থাকবেন। আমি বাসা থেকেই এহ্‌রাম বেঁধে রওয়ানা হয়েছিলাম। তাই লাব্বায়েক পড়ে কাবার পথে রওয়ানা হলাম।

বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাথে

বিমানে উঠে দেখা হলো একই ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, তার ২ মামাতো বোন, তার স্বামী ও ছেলে উঠেছে। আর মিনিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, তাঁর স্ত্রী, ডঃ শাহিদা রফিক, ঢাকা সিটি মেয়র মির্জা আব্বাস এবং এম.পি আজিজুল হক সাহেবও একই কেবিনে উঠেছেন। আমার সাথে রয়েছেন আমার বড় জামাই'র ভাই ডাঃ শেখ আলি আকবর। যদিও তিনি আমার মহরম পুরুষ নন, তথাপি পথে আত্মীয় হিসেবে সাথে রয়েছেন, মক্কাতে আমার বোনের ছেলে রয়েছে। সেই আমার মহরম পুরুষ সাথী হবে, যাকে নিয়ে আমি হজ্বের কাজ সম্পাদন করবো ইনশাআল্লাহ্ এ আশা নিয়েই ক্বাবার পথে রওয়ানা হলাম।

বি এন পি'র ডেলিগেটদের সংগে এর আগে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। সৌদি চার্জ দ্য এফেয়ার্সের কথা থেকে মনে হচ্ছিল বোধ হয় শেখ হাসিনার ডেলিগেটদের সংগেই আমাকে হজ্ব সম্পাদন করতে হবে। বিমানে উঠে মন্ত্রী রফিকুল ইসলাম সাহেব ও তাঁর স্ত্রী ডঃ শাহিদা রফিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তাঁর সাথে এই প্রথম পরিচিত হলাম। আলাপ হলো শেখ হাসিনা ও তার দুই বোনের সংগে। এক বোন হল্যান্ডে চাকুরী করেন। আওয়ামী লীগের সভা নেত্রী হল্যান্ডের। ২য় বোন মগবাজার থাকেন। তার বাসার নাম্বার নিয়েছি সাক্ষাৎ করবো বলে। দুই বোন খুব আন্তরিকতার সাথে হজ্বের দোয়া এবং নিয়ম-কানুন শিখছিলেন। কিন্তু শেখ হাসিনা তার ছেলের পাশে সারাদিন ঘুমালেন। ছেলেও খবরের কাগজ পড়েই কাটালো সারাদিন। ছেলে দেখতে মাসাল্লা ভদ্র, সৌম্য, শান্ত চেহারা, শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ, বেচারা নিরীহ লেখক মানুষ। কোনো উচ্চ বাচ্য নেই। কোনো কথা নেই। মনে হয় যেন মেশিনের মতো চলেছেন। দরকার ছাড়া কোনো কথা বলেন না। বেচারা সরাদিন শেখ হাসিনার আত্মীয় ভদ্রলোকের পাশে বসেই কাটালেন। স্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কোনো কথা বলতে দেখলাম না একটিবারও। শেখ হাসিনা মাঝে মাঝে বোনদের সাথে গল্প করতে আসেন।

www.pathagar.com

তিনি নাকি আরও ২ বার হজ্ব করেছেন। আমি বললাম যে, তাহলেতো আপনি হজ্বের অনেক কিছু জানেন। আমরাতো নূতন যাচ্ছি। কিন্তু যখন এহ্‌রাম বাঁধার জন্য ঘোষণা দেয়া হলো তখন তিনি এহ্‌রাম বাঁধলেন না। তিনি বললেন যে, "না আমি জেদ্দায় গিয়ে গোসল সেড়ে তারপর এহ্‌রাম বাঁধব। গোসল-টোসল না সেড়ে এহ্‌রাম বাঁধব না আমি"। আমি আর কথা বাড়ালামনা। বুঝতে পারলাম তিনি নিজের ইচ্ছামতোই হজ্বের অনুষ্ঠান পালন করবেন অথচ এহ্‌রাম বাঁধা হজ্বের ফরজ আরকানেরই একটি বিশেষ অংশ।

জেদ্দার কাছাকাছি আমাদের বিমান এসে গেছে। ধূষর মাটি। মাঝে ঘাস লাগানো হয়েছে। দূরে বিমান বন্দর চোখে পড়ছে। গাছপালা তেমন নেই বললেই চলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করে। আমরা জেদ্দা বিমান বন্দরে ভি আই পি লাউঞ্জে বসে আছি। ফরমালিটিজ সেড়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে জেদ্দায়। আমরা সৌদি বাদশাহ্‌র মেহমান হিসেবে এসেছি। কাজেই আমাদের কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। সমস্ত ব্যস্ততা তাদেরই।

আমরা জেদ্দা বিমান বন্দরে ভি আই পি লাউঞ্জে বসে আছি একটি টি টেবিলের দু'পাশে। একপাশে আমি, আর এক পাশে বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং তার ছেলে জয় বসেছে। আমি ভাবছি যেভাবে আল্লাহ্‌কে কেন্দ্র করে এক হয়েছি, নিজ দেশে এসেও আমরা তেমনিভাবে ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে এক মুসলমান আর এক মুসলমানের দিকে তাকাবো। আমরা বিদ্বেষ, হানাহানি মন থেকে মুছে ফেলতে পারব। বিদায় হজ্বে আল্লাহ্‌র রসূল সা.-এর বাণী- "আমার পরে তোমরা একে অপরের গলা কেটোনা। তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।" আমরা যদি দুনিয়াতে শান্তি, কল্যাণ ও আল্লাহ্‌র রহমত পেতে চাই, আখেরাতে চিরস্থায়ী জীবনে কঠিন জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাই, আমাদেরকে রসূল সা.-এর বিদায় হজ্বের বাণী স্মরণ রেখেই চলতে হবে। তা না হলে দুনিযাতে পরস্পর হানাহানি করে ধ্বংস হয়ে যাবো।, আখেরাতেও চিরকাল জাহান্নামে জ্বলতে হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জেদ্দায় কয়দিন

আমরা পুরো ৮ ঘন্টা আকাশ পথে উড়ে এসেছি মাঝখানে রিয়াদে বিমান ১ ঘন্টা হল্ট করে এবং রাত বাংলাদেশ সময় ১১ টায়, জেদ্দা সময় রাত ৮ টায় জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করে। আমাদের অন্তর উন্মুখ হয়ে আছে কখন মক্কায়

www.pathagar.com

পৌঁছাবো। আল্লাহ্‌র ঘর ক্বাবার কাছে পৌঁছাবো। জেদ্দা বিমান বন্দরে সব ফরমালিটি সারতে দেড় ঘন্টা সময় লেগে গেলো। জানা গেলো আজকে আমাদেরকে মক্কায় নিয়ে যাওয়া হবেনা। আমাদেরকে এখন জেদ্দা রয়্যাল কনফারেন্স প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখান থেকেই আমাদেরকে হজ্ব করতে নিয়ে যাওয়া হবে। মনটা কেমন দমে গেল। শুনেছিলাম আমাদেরকে মক্কা প্যালেসে রাখা হবে। কিন্তু পরে জানা গেল মক্কা প্যালেসে স্থান নেই। হজ্বের মওসুম, আগে যেসব ডেলিগেটরা এসেছেন তারা সেখানে উঠে গেছেন। জেদ্দা রয়্যাল কনফারেন্স প্যালেসে আমাদেরকে থাকতে হবে। জেদ্দা কনফারেন্স প্যালেসে লোহিত সাগরের একটা শাখা প্রবেশ করেছে, তার পাড়ে। পাড়েই রয়েছে সাজানো সুন্দর পার্ক। জেদ্দা প্যালেসে আমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন রুম দেয়া হলো।

জেদ্দা সৌদি আরবের সরচেয়ে বড় বন্দর নগরী। রাতে প্যালেস থেকে জেদ্দা বিশাল বন্দর নগরী আলো ঝলমল নগরীতে পরিণত হয়। দূরে একটি আকাশ চুম্বী পানির ফোয়ারা ধূয়ার মতো পানি ছড়াচ্ছে।

মন্ত্রী রফিকুল ইসলাম মিয়া এবং তার স্ত্রী ডঃ শাহিদা রফিকের জন্য ১ রুম, সিটি মেয়র মির্জা আব্বাস এবং আজিজুল হক এমপি এ দু'জনের জন্য ১রুম এবং আমার জন্য একরুম দেয়া হলো। আমার রুম নং ছিল-৪০১১। জেদ্দা প্যালেসে আমরা ৩ দিন কাটালাম বেশ আরামে। এই সুযোগে হজ্বের সব দোয়া এবং নিয়ামকানুন শিখে নিলাম।

টেলিফোন, টেলিফোন প্যাড, কলম, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, সোফা, টেলিভিশন, ফ্রিজ, ফ্রিজের ভেতরে কোকা কোলা, সেভেন আপ, কাপড় রাখার সেলফ সবকিছু রয়েছে। নামাজ কোন্ দিকে পড়তে হবে টেবিলে তার চিহ্ন দেয়া আছে।

Room service ও খুব ভালো। টেলিফোন ডায়ালে সব নম্বার দেয়া আছে। রাতে কেন্টিনে গিয়ে খেয়ে আসলাম। সকালে Room service -এ ফোন করে নাস্তা রুমে এনে খেয়ে নিলাম। আমাদের সকলের অন্তর উদগ্রীব হয়ে আছে কখন আমাদেরকে কাবা ঘরে নিয়ে যাবে। খবর পেলাম আজকেই আমদেরকে কাবা ঘরে নিয়ে যাবে ওমরাহ্ করার জন্য। কিন্তু পরে খবর পাওয়া গেলো কখন নিয়ে যাবে এখনো তা ঠিক হয়নি। মন্ত্রী রফিকুল ইসলাম এবং তার স্ত্রী ডঃ শাহিদা রফিক অস্থির হয়ে গেছেন কখন ক্বাবায় যাবেন। পরে স্থির হলো নিজেরাই বাংলাদেশ এমবেসীর গাড়ী করে আমরা সবাই আজকেই ওমরা করতে চলে যাবো ইনশায়াল্লাহ।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার সাথে ফোনে কথা বললাম। তিনি আমাদের সাথে যাবেন কিনা জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন যে, তারা যখন নিয়ে যাবে তখনই যাবেন। এখন যাবেন না।

আমাদের Deligation এ আমরা ৫জন ছিলাম। মন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া তাদের Deligation-এ আমাকে সামিল করে নিলেন। মন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম জানালেন আমরা সবাই দুপুরের খানা ১২টার মধ্যে খেয়ে জোহরের নামায পড়েই মক্কা মোয়াজ্জমায় রওয়ানা দেবো। আমাদের এভাবে যাওয়াটা সৌদী রয়্যাল গেষ্ট হিসেবে প্রটোকলের বাইরে কাজ হচ্ছিল। এজন্যেই বাংলাদেশ এমবেসীর একজন কর্মচারী যিনি আমাদের তদারকি করছিলেন এবং আমারদের যাওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন, তিনি বলছিলেন যে, আমি কিন্তু আপনাদের এভাবে ওমরা করার Massage তাদেরকে জানাবোনা। আমাদের এভাবে যাওয়াটা আসলে ঠিক হয়নি। সবাই বলছিল দুপুরে ওমরা করা কষ্টকর হবে। বিকালে গেলে ওমরা করে আরাম হবে। কিন্ত মিনিষ্টার সাহেব এবং তার স্ত্রী দু'জন অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিলেন কখন কাবা ঘরে যাবেন। তারা দুজনেই বলছিলেন আমরা কি জেদ্দা বসে থাকতে এসেছি। আমরা মিশনের গাড়ীতেই ওমরা করতে যাবো। আমরা অপেক্ষা করতে পারবনা। কিন্তু ওমরা করতে আমাদের কোনো কষ্ট হয়নি। আমাদের নামাজ কাবা ঘরের বাইরে সেড়ে আমরা কাবার পবিত্র চত্তরে প্রবেশ করি এবং পবিত্র কাবার দিকে নজর পড়তেই দোয়া পড়লাম। বাদ আসর ওমরা এবং সাই শেষ করে এশার নামাজ শেষে আমরা জেদ্দা প্রত্যাবর্তন করি।

এদিকে প্রটোকল অফিসার বাদ মাগরিব আমাদের Deligation এর কোনো খোঁজ খবর না পেয়ে শেখ হাসিনার Deligation নিয়ে মক্কায় ওমরাহ করতে নিয়ে যায় এবং ওমরাহ শেষে তাদেরকে মক্কা প্যালেসে রাখার ব্যবস্থা করে দেয়। মক্কা প্যালেসে থাকা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। মক্কা প্যালেস থেকে আল্লাহর ঘর অতি নিকটে। শুধু নিকটে নয়। মক্কা প্যালেস থেকে আল্লাহর ঘরের সার্বক্ষণিক তাওয়াফের দৃশ্য দেখা যায়। আল্লাহর ঘর চোখের সামনে রেখে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া যায়। এ এক মহামিলনের দৃশ্য। এক অনাবিল শান্তির অনুভূতি। আমরা 'মিনা' থেকে হজ্ব করতে এসে কিছুক্ষণ মক্কা প্যালেসে অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন অনুভব করেছি আমরা রয়্যাল গেষ্ট হিসেবে হজ্জ করতে এসে মাঝখানে প্রটোকল ভঙ্গ করে কি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। প্রটোকল Violet করার কারণে আমাদেরকে হজ্বের অনুষ্ঠান শুরুর আগে ৩ দিন জেদ্দা প্যালেসে থাকতে হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর ঘর থেকে দূরে থাকতে

www.pathagar.com

হয়েছে। আর শেখ হাসিনা প্রটোকল অনুযায়ী ৩ দিন মক্কা প্যালেসে আল্লাহর ঘরের কাছে থাকার এবং পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহর ঘরে নামায পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আমরা এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এটা হয়েছে আমাদের মন্ত্রী বারিষ্টা রফিকুল ইসলাম সাহেব এবং তার স্ত্রীর কারণে। প্রটোকল অফিসার আমদেরকে কাবাঘরে নিতে দেরী করছে বলে তিনি বাংলাদেশে মিশনের গাড়ীতে ওমরা করতে চলে গেলেন। আমার ডেলিগেশনের সাথে আমিও যেতে বাধ্য হয়েছি। তখনই আমার মনে হচ্ছিল প্রটোকল ভঙ্গ করে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু আমার করার কিছু ছিলোনা। আমাদের মন্ত্রী মহোদয় কারো সাথে কোনো পরার্মশ করেন না। যদিও তিনি আল্লাহ ভক্ত মানুষ, আর ইসলামের নিদের্শ, পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা।

ওমরা করতে এসে টের পেলাম মাহরুম পুরুষ ছাড়া কেন হজ্জ করতে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল সা. এর বাণী তখন বেশী করে মনে পড়ল- কোন নারী যেন তার মাহরম পুরুষ ছাড়া এক রাত এক দিন ভ্রমণ না করে। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো। এভাবে একা আসার জন্য।

আমার ধারণা ছিল মক্কা পৌঁছেই আমার বোনের ছেলেকে পেয়ে যাব। কারণ সে মক্কার খুব কাছে কায-আল নাকাসায় থাকে। তার ঠিকানা আমার কাছে রয়েছে। এর মধ্যে মুজাহিদ সাহেব ফোন করলেন জেদ্দা প্যালেসে। বললেন, আপনার বোনের ছেলে আপনার সাথে দেখা করতে উদগ্রীব। আপনি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। আমি রিসিপশনে বলে রাখলাম যে, আমার বোনের ছেলে সাক্ষাৎ করতে আসবে। তাকে যেনো আমার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া হয়। রিসিপশন থেকে বললো ঠিক আছে। কিন্তু এমন মুশকিল যে সরকারী লোক ছাড়া গেষ্ট প্যালেসের ধারে কাছেও কোনো বেসরকারী লোক আসতে পারছেনা। মাঝ পথ থেকেই পুলিশ খালাস খালাস্ বলে গাড়ী ঘুড়িয়ে দিচ্ছে। বুঝলাম যে আমাকে মিনিষ্টারের স্ত্রীর সাথে থেকেই হজ্জ সম্পাদন করতে হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমি তার সংগে থেকেই ওমরা এবং সাই আদায় করলাম।

আল্লাহর ঘর জীবনে এই প্রথম দেখার সুযোগ হলো। আনন্দে চোখে পানি এসে গেলো। ইসলামের কত স্মৃতি বিজড়িত এই ঘর। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমান কি এক অজ্ঞাত শক্তির আকর্ষণে এ ঘরের চারদিকে রাতদিন ঘুরছে, তাওয়াফ করছে। এক মূহুর্তের জন্যও তাওয়াফ বন্ধ হচ্ছে না। ৪ হাজার বছর ধরে এ তাওয়াফ চলছে। কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। কিয়ামতের আগে এ তাওয়াফ কোনোদিন বন্ধ হবে না। এ কি করে সম্ভব? এ ছিল ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়া,

www.pathagar.com

হে প্রভু, এ ঘরকে তুমি দুনিয়ায় তোমার বান্দাদের জন্য তাওয়াফের ঘর বানিয়ে দাও। ইব্রাহীম আ.-এর এই দোয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করেছিলেন। আর এ দোয়া কবুল হবার নিদর্শন হচ্ছে হজ্জ ও ওমরাহর এ তাওয়াফের মহান দৃশ্য। লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ একটি ঘরকে কেন্দ্র করে রাতদিন পবিত্র আল্লাহর ঘরটির চারপাশে ঘুরছে। মনে হয় চুম্বকের আকর্ষণে লোহা যেমন ছুটে যায় চুম্বকের পানে, তেমনি এ ঘরটি মুমিনের অন্তরকে চুম্বকের মতো টানে। আল্লাহর আদেশে ইব্রাহীম আ. সাড়ে চার হাজার বছর আগে অল্লাহর এবাদতের জন্য দুনিয়ায় সর্ব প্রথম এ ঘর তৈরী করেন। এ স্থানটি ছিলো বিজন পাহাড়ী এলাকা। যেখানে আল্লাহর আদেশে ইব্রাহীম আ. তাঁর প্রিয় স্ত্রী বিবি হাজেরাকে তার একমাত্র সন্তান ইসমাইলসহ নির্বাসন দিয়েছিলেন। এ প্রিয় পুত্রের জীবন রক্ষার্থে বিবি হাজেরা একটু পানির সন্ধানে সাফা-মারওয়া পাহাড়ে পাগলের মতো ছুটাছুটি করে ছিলেন। তখন আল্লাহর কুদরতে পাহাড়ের পাথর ফেটে এক ঝর্ণা উৎসারিত হলো। সেই ঐতিহাসিক ঝর্ণাই বর্তমানে 'আবে জম জম" নামে পরিচিত। লক্ষ লক্ষ মানুষ পানি পান করছে, সাথে করে জার ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছে, সাড়া গায়ে মাথায় মাখছে, অজু করছে, গোসল করছে, কিন্তু পানির কোন কমতি নেই। মুমিনের অন্তর আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখে আল্লাহর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে বারবার। 'আবে জম জম' সম্পর্কে বহু গবেষণা হয়েছে। তারা আবিষ্কার করেছে এ পানিতে অনেক রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। আল্লাহর রসুল সা. বলেছেন, "এ পানি হচ্ছে তোমাদের জন্য খাদ্য এবং রোগের সাফা। তোমরা পেট ভরে এ পানি খাও।" এ পানি পশ্চিম মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যে রোগ দেহে আছে তার সাফার জন্য দোয়া করে খেতে হয়। আল্লাহপাক তাকে রোগ মুক্ত করেন।

রাতদিন আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ, আবে জমজমের অফুরন্ত পানির ফোয়ারা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন বৈ অন্য কিছু নয়। শত শত কবুতর এবং ছোট ছোট আবাবীল পাখি ঘুরে ঘুরে কাবার চারপাশে উড়ছে। মনে হয় এরাও যেনো কাবাঘর তাওয়াফ করছে। কিন্তু কাবার চত্তরে কোনো কবুতর পায়খানা করেনা। এটাও আল্লাহর কুদরতেরই নিদর্শন। কাবার চত্তরের বাইরে মাটিতে পা রাখা যায়না। গরমে পা পুড়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর ঘরের চত্তরে যেখানে রাতদিন তাওয়াফ হচ্ছে, সেখানে কোনো গরম নেই। মাথার উপর খোলা আকাশ। প্রচণ্ড রৌদ্র তাপ। কিন্তু কাবার চত্তর ঠান্ডা। এ সবই আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন, যা আল্লাহর বান্দাদের অন্তরকে আরও ঈমানের বলে বলীয়ান করে তোলে।

www.pathagar.com

খোদ্রাদ্রোহী নাস্তিকরা অবশ্য কতভাবে এসব কুদরতের নিদর্শনের ব্যাখ্যা করতে চায়। তাদেরই একজন আমাদেরকে বললেন যে সমুদ্রের সাথে আবে জমজমের যোগ আছে। এজন্যে কুয়ার পানি ফুরায় না। আমি আর কিছু বললাম না। এদের সম্পর্কেই আল্লাহপাক বলেছেন, "এরা মুর্খ, বধির, অন্ধ।" এরা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখেও দেখেনা, শুনেও শুনতে চায় না। বুঝেও বুঝতে চায় না। "এদের জন্য রয়েছে কঠোর আজাব" সুরা আল-বাকারা।

হজ্বে একজন নিজস্ব মুহরেম পুরুষ থাকা যে কতো জরুরী তা হজ্বে এসে হজ্বের অনুষ্ঠান পালন করতে যেয়ে সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করেছি। কি যে অপরাধ করেছি। আল্লাহ যদি মাফ করেন। বোনের ছেলে ফোনের পর ফোন করে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। কোথায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে জানতে চাচ্ছে। কিন্তু তাকে কোথায় আমি সাক্ষাৎ করতে বলবো? গেষ্ট প্যালেসে আশা সম্ভব নয়। আরাফাতের তাবুর নং আমার জানা নেই। কাজেই সাক্ষাৎ হচ্ছে না।

ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলামের স্ত্রী যদি একটু সহযোগিতা করতেন তাহলে কোনো অসুবিধা ছিলোনা। কিন্তু দু'জনেই অন্য রকম মানুষ। এক ডেলিগেশনে থেকেও স্বামী-স্ত্রী কোথাও চলে গেলেন। তাতে অনেক সময় অসুবিধা হয়েছে। গেলেও কাউকে একটু বলে যান না।

আমার জীবনে মানুষের শুধু শ্রদ্ধা, ভালোবাসা পেয়েছি। কিন্তু আল্লাহর ঘরে একা এসে যে অপরাধ করেছি আমার বারবার মনে হয়েছে যে, একা আসার অপরাধে আল্লাহ পাকই আমাকে লজ্জিত করছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন। আমি একা আসার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে বারবার ক্ষমা চেয়েছি, কেঁদেছি।

৯ জুন সব হাজীরা মিনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করবে। আমাদেরকেও জেদ্দা কনফারেন্স প্যালেস থেকে সরকারী বাস মিনাতে নিয়ে এলো। মিনাতে অনেকগুলো গেষ্ট প্যালেস পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। আমাদেরকে মিনার ১নং গেষ্ট প্যালেসে নিয়ে আসা হলো। আমাদের প্যালেসের পেছনে সুউচ্চ পাহাড়। ৪/৫ হাত দৈর্ঘ প্রস্থ বিরাট বিরাট পাথর পাহাড়ের গায়ে, উপরে পড়ে আছে। পাথর কেটে রাস্তা উপরে উঠে গেছে।

রাস্তার দুপাশে দেয়াল ঘেরা। দেয়ালের এ পাশেই খাদ। উপরে ছোট ছোট বিল্ডিং। মনে হয় প্যালেসের কর্মচারীরা থাকে। পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে কাল রং করে রাখা হয়েছে। আমাদের প্যালেসের পিছনে কাল পাহাড়টা দেখেই আমাদের প্যালেসটা আমি চিনতাম। মেয়র মির্জা আব্বাস ১দিন প্যালেস চিনতে

www.pathagar.com

ভুল করেছেন। আমরা সকলে যেদিন জামরাতে পাথর মারতে যাই সেদিন মন্ত্রী ভুল করেন। ফলে অনেক পথ ঘুরে আমাদেরকে প্যালেসে আসতে হয়েছে। প্যালেসের চারিদিকে গেট। গেটে কড়া পুলিশ প্রহরা। সৌদী পুলিশগুলো একটুও ইংলিশ বোঝেনা। এদেরকে নিয়ে খুবই মুশকিলে পড়তে হয়। কোন কথা বোঝানো যায় না। ওদেরকে যা বলে দেয়া হয়েছে ওরা তাই করবে। কারো সুবিধা অসুবিধা কিছু বোঝেনা। মাঝে মাঝে ভারী বিরক্ত লাগে। একদিকে ভালই হয়েছে। হজ্বে আসার আগে সবাই আরবী শিখতে চেষ্টা করছে। আরবীর মর্যাদা বাড়ছে এবং ইংরেজরাও আরবী শিখতে বাধ্য হচ্ছে।

কত দেশের মহিলা পুরুষরা এসেছেন জামাইকান, নাইজেরিয়ান। এরা গায়ে পায়ে অনেক লম্বা। এরা সবাইকে ঠেলে ফেলে আল্লাহর ঘরের দিকে দৌড়ে যায়। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। এজন্যে অন্যান্য দেশের হাজীরা এদের দেখলেই যেমন ভয় পায় তেমনি তাড়াতাড়ি সরে যায়, তেমনি এদেরকে গালিও দেয়। গেষ্ট প্যালেসে যারা উঠেছেন তারা সবাই সে দেশের মন্ত্রী, মিনিষ্টার এমপি, জেনারেল, বিখ্যাত আলেম এধরেনর সব নামী দামী লোক। এরা ভদ্র শান্ত। কিন্তু চেহারা একই রকম। তারা সংখ্যায় অনেক। সবার সাথে ৪/৫ জন করে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে এসেছেন। কোনো কোনো মন্ত্রী মা, বোন, স্ত্রী নিয়ে এসেছেন। এরা প্রচুর খায় এবং প্রচুর নষ্ট করে। রাতে পুরুষেরা সব একত্রে রুমের বাহিরে ফ্লোরে ঘুমায়। মনে হয় মহিলা এবং বাচ্চাদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় রুমে স্থান সংকুলান না হওয়ায় পুরুষ সদস্যরা বাইরে ফ্লোরে ঘুমায়।

ভোরবেলা একজন জামাইকান বোন সিড়িতে বসে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। আমি গিয়ে কাছে বসলাম এবং আমিও কিছুক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করলাম। আমার তিলাওয়াত শুনে খুশী হলো। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি অথচ আরবী বলতে পারিনা কেন তিনি প্রশ্ন করলেন। মহিলা হয়তো কোন সাধারণ লোকের স্ত্রী হবেন। তিনি ইংলিশ বলতে পারেন।

বাংলাদেশ থেকে সৌদী বাদশাহের মেহমান হিসেবে সরকারী দলের পূর্ত মন্ত্রী, রফিকুল ইসলাম মিয়া, তার স্ত্রী প্রফেসর ডঃ শাহিদা ঢাকার তৎকালীন মেয়র মির্জা আব্বাস, বগুড়ার এমপি. আমার বিয়াই, জনাব আজিজুল হক, তৎকালী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ আলী, শেখ হাসিনার ছেলে জয় এবং দুজন ফুফাতো বোন ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ আর্মি থেকে

www.pathagar.com

৩০ জন উচ্চ পদস্থ সরকারী অফিসিয়ালস ছিলেন যাদের কেউ ছিলেন জেনারেল কেউ ব্রিগেডিয়ার ধরণের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মমতা এবং তাদের স্ত্রীগণ। খাবার কেন্টিনে প্রায়ই সকলের সংগে দেখা হতো।

জেনারেল, বিগ্রেডিয়ারদের স্ত্রীগণ কেন্টিনে এসে খাবার নিয়ে দারুন মুছিবতে পড়েছেন। কেন্টিনে যে খাবার দেয়া হতো তা খেতে তাদের দারুণ কষ্ট হতো। বাকী হজ্বের দিনগুলো তারা কি খেয়ে কেমনে কাটাবেন দারুন দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। কারো কারো কান্না অবস্থা। আমার কিন্তু মোটেই অসুবিধা হচ্ছিল না। আমি প্রথমেই হলুদ ভাত বা পোলাউ নিয়ে বড় ১টা বা ২টা মুরগীর রোষ্ট নিয়ে প্রচুর সালাদ দিয়ে খেয়ে নেই। তারপর প্রচুর ফ্রুটস,। একদম পেট ভরে যায়। খাবার টেবিলে ছোট ১টা শিশিতে মরিচের পানি থাকে। শিশির গায়ে লেখা আছে পিপার। সসদানীতে সস থাকে। যাদের ঝাল খাওয়ার অভ্যাস তারা শিশি থেকে পিপারের পানি খাবারে একটু মিশিয়ে নিলেই ঝালের কাজ হয়ে যায়। একজন ব্রিগ্রেডিয়ারের স্ত্রী বলছিলেন, কেন যে দেশ থেকে কাঁচা মরিচ নিয়ে এলাম না। বলে আফসোস করছিলেন। আমি পিপার এর শিশিটা হাতে নিয়ে বললাম এই যে আপনাদের জন্য ঝাল জিনিষ। আসলে টেবিলে ছোট্র ১টা শিশি কারো তেমন চোখে পড়ে না।

কেন্টিনে বিরোধীদলীয় নেত্রীর সংগে প্রায়ই দেখা হতো। এক টেবিলে বসে মাঝে মাঝে এক সাথে খেতাম। মিনার গেষ্ট প্যালেসের কেন্টিনেই বেশী দেখা হয়েছে। মিনার গেষ্ট প্যালেসে ৫ তলায় আমি থাকতাম এবং ৬ তলার একটি কেবিনে শেখ হাসিনা থাকতেন। খাবার কেন্টিনে দেখা হলেই বলতেন, আসেন আমার কেবিনে। তখন আমার মনে হয়েছে যে, সাধারণ সৌজন্য বোধটুকু তার আছে। তবে কখন কি বলতে হবে এত ভেবেচিন্তে কিছু বলেন না। খাবার কেন্টিনে একদিন খাবার পর টেবিলে বসে একটি আপেল ছুড়ি দিয়ে কাটছিলাম। এক টেবিলেই উনিও বসা ছিলেন। হঠাৎ বলে বসলেন, কি হাত কাটবেন নাকি? আমিও বললাম, আমরা হাত কাটি না? আর আপনারাতো গলাটাই কেটে দেন। এ পর্যন্ত আমাদের ৫০-এর উর্দ্ধে ছেলে মেরেছেন। তখন বললেন, আপনারাতো আমাদের ১০০ জনের উপরে ছেলে মেরেছেন। আমি তখন ঠান্ডা মাথায় তার গায়ে হাত দিয়ে বললাম, "থাক ভাই আর হজ্বটা নষ্ট করে লাভ নেই। আমি মীন করছিলাম যে, হজ্ব করতে এসে মিথ্যা বললে হজ্বই হবে না। তিনি যা বলছিলেন তা সত্য নয়। তাই উনাকে আর কথা বাড়াতে দিলাম না। হাসি মুখেই কেন্টিন থেকে সেদিন বিদায় নিলাম।

www.pathagar.com

বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা কেন্টিনের খাবার খেতে যেতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। সেদিন তিনি কেন্টিনের বেয়ারাদের ডেকে বললেন যে, আগামী কাল সাদা ভাত আর আলু ভর্তা হবে। যেই কথা সেই কাজ। পরদিন সাদাভাত আর আলুভর্তা করা হয়েছিল। কিন্তু না সাদা ভাত ভাতের মতো হয়েছে, না আলু ভর্তা আলু ভর্তার মতো হয়েছে। কোনোটাই তেমন স্বাদ লাগেনি। আর আলুভর্তা এবং ভাত করার কারণে সেদিন খাবারের অন্যান্য আইটেম ভালো করেনি। একদিনই ভাত এবং আলু ভর্তা হয়েছিল। এরপর আর কেউ আলু ভর্তা আর ভাত খেতে চায়নি।

বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী এবং তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এখন যেমন কোনো চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলেন না, তেমনি সেদিনও সেভাবেই কথা বলেছেন। একদিন দেখলাম সুন্দর সালওয়ার কামিজ এবং ওড়না পরিহিত হয়ে কেন্টিনে এসেছেন। আমি বললাম, নেত্রীকে তো খুব সুন্দর মানিয়েছে। আপনি বাংলাদেশে গিয়ে এ ড্রেস আর ছাড়বেন না। হজ্ব করে বাংলাদেশে গিয়ে এ ড্রেসই পড়েবন। তিনি জবাব দিলেন, "ওরে বাবা বাংলাদেশে গিয়ে এ ড্রেস পড়লে বাংলাদেশীরা আমাকে মেরে ফেলবে"। ওনার সাথে বেশীর ভাগ সাক্ষাত হয়েছে বাসে যখন একসাথে যাতায়াত করতাম। সেদিন মিনার গেষ্ট প্যালেসের কেন্টিনে দেখা হলে বললেন, আসেন আমার রুমে। উনি থাকতেন মিনা গেষ্ট প্যালেসের ৬ তলায়, আমার রুম ছিলো ৫ তলায়। আমি সেদিন গেলাম উনার রুমে। গিয়ে দেখি নেত্রী বিছানায় শুয়ে আছেন আর স্বামী ডঃ ওয়াজেদ রুমে পায়চারী করছেন আর দুজনে কি যেনো বলছেন। আমি রুমে ঢুকে শেখ হাসিনার পাশে বিছানায় বসলাম এবং ডঃ ওয়াজেদকে বললাম ভাই, নেত্রীকে তো বেশী কাছে পান না, এবার একটু বেশী বেশী কাছে থাকেন। ডঃ ওয়াজেদ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, কে বলে পাইনা। রোজইতো খবরের কাগজে দেখি। বেচারার জন্য আমার বাস্তবিকই দুঃখ হলো।

প্রধানমন্ত্রী বাবার মতোই অনেকটা সরল এবং বাবার মতোই পলিটিকস মনোভাবাপন্ন। তিনি হজ্ব করতে এসে বাংলাদেশের সব হাজীদের ক্যাম্পে গিয়েছেন, তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন, তাদের সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

হজ্বের সব আরকান উনি পালন করেন কিনা আমি জানিনা। আমরা হজ্বের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বেই ২ রাকাত নামাজ পড়ে এহরাম বেধে নিয়েছিলাম। শেখ হাসিনা কিন্তু ঢাকা থেকে এহরাম বেঁধে উঠেননি। যারা

www.pathagar.com

এমরাম বাধেননি তারা যার যার মিকাতে এলেই এহরাম বাধার ঘোষণা দেয়া হয় এবং সকলে এহরাম বেঁধে নেন। তবে আমাদের নেত্রী কিন্তু মিকাতে এহরাম বাধার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও এহ্‌রাম বাঁধেননি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এমরাম বাঁধবেন না? তিনি সাফ জবাব দিলেন না, আমি জেদ্দায় গিয়ে গোসল করে এহ্‌রাম বাঁধবো। তখন আমি বুঝলাম তিনি হজ্ব করতে এসেছেন ঠিক কিন্তু হজ্বের সব আহকাম, আরকাম ঠিকমতো পালন করছেন না।

আরাফাতের ময়দানে হাজীদের জন্য স্পেশাল ক্যাম্পের ব্যবস্থা ছিলো। মেহমানদের জন্য মসজিদের কাছে এসি ফিট করা বিশাল বিশাল তাবু খাটানো হয়েছে। তাবু জুড়ে পুরু কার্পেট বিছানো। ভেতরে এসি ফিট করা। কাজেই আরাফাতের বিশাল ময়াদানে লক্ষ লক্ষ হাজী একত্র হয়ে যে একটা দিন কাটানো এবং সাড়া জীবনের গুনাহ মাফীর জন্য কান্না-কাটি করার অনুভূতি এবং এর জন্য আল্লাহ্‌র রাহে কষ্ট করা, সে সুযোগ থেকে যেনো আমরা বঞ্চিত রয়ে গেলাম। তাবুর ভেতরে একটা বড় ট্রাংকের মধ্যে সব রকমের পানীয় এবং জুস মেহমানদের জন্য রেখে দেয়া হয়েছে।

আমাদের আরাফাতের তাঁবুর ভেতরে আমরা দুজন মহিলা ডঃ শাহিদা রফিক এবং আমি। আর পুরুষদের মধ্যে রয়েছেন মন্ত্রী রফিকুল ইসলাম মিয়া, সিটি মেয়র মির্জা আব্বাস এবং বগুড়ার অজিজুল হক এম.পি। একই তাঁবুর ভেতরে মহিলা পুরুষ সরকারী ব্যবস্থাপনায় থাকার কারণে এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। আমি তাঁবুর এক কোণে সরে গিয়ে নামায ও দু'আ দরূদ পড়ছিলাম। বি.এন.পি'র মন্ত্রী, এম.পি ও মেয়স সাহেব জোহর এবং আসরের নামায মসজিদে গিয়ে সেরে এলেন। কাছেই বাথরুম ছিল। সেখানে গোসল এবং অজ সেরে নিচ্ছেন অনেকে। আমরা বাথরুমে অজু সেরে এলাম। তাঁবুর বাহিরে ভীষণ গরম। আমরা এসির তাঁবুতে সে গরম উপলবিদ্ধ করতে পারিনি। বাইরে এ ভীষণ গরমের মধ্যে এক হাজী সাহেব বিকালের পরন্ত রোদে আরাফাতের ময়দানে তাঁবুর বাইরে আল্লাহর দরবারে দুহাত তুলে প্রাণভরে দোয়া করছেন। আমিও তাবুর ভেতরে আল্লাহর দরবারে শেষ বারের মতো হাত তুলে প্রাণ ভরে দোয়া করলাম।

সূর্য ডোবার আগে আমাদেরকে মুজদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করতে হবে। সৌদী সরকারের রয়্যাল গেষ্ট হিসেবে আমরা স্পেশাল বাসে করে মুজদালিফা রওয়ানা করলাম। সব হাজী সাহেবানরা পায়ে হেঁটে আরাফাত থেকে মুজদালিফায় রওয়ানা করেছেন। ১৯৯২ সালে মনে হয় তখন হাজী সাহেবানদের

www.pathagar.com

যাতায়াতের জন্য কোনো বাসের ব্যবস্থা ছিলনা। মনে হয় শুধু সরকারী কর্মকর্তা এবং স্পেশাল মেহমানদের জন্যেই বাসের ব্যবস্থা ছিলো। বর্তামানে সব হাজী সাহেবানদের জন্য বাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরাতো বাসে রওয়ানা করেছি। আরাফাতের সব হাজীরা পায়ে হেঁটে রওয়ানা করেছেন মুজদালিফায়। কাজেই রাস্তায় তিল ধারণের ঠাঁই নেই। আমাদের গাড়ী ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে হাজী সাহেবানদের ভীর ঠেলে। আরফাত থেকে মুজাদালিফায় যেতে গাড়ীতে বড় জোড় এক ঘন্টার কম সময় লাগে। আরাফাত থেকে মুজদালিফা দশ মাইল। এ রাস্তাটুকু আমাদের পাড় হতে পাক্কা ২-৩০ ঘন্টা লেগে গেলো হাজী সাহেবানদের ভীড়ের জন্য। আমরা মুজাদালিফায় পৌঁছে মাগরীব এবং এশার নামায সেরে নিলাম। এরপর খাবারের পালা। মুজদালিফায় হাজী সাহেবানরা থাকেন খোলা আকাশের নীচে। কিন্তু আমাদের স্পেশাল মেহমানদের জন্য উপরে ছাদ এবং নীচে খোলা পাকা প্রশস্থ ফ্লোরে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুজদালিফায় রাত কাটানো হজ্বের একটি আরকান। এরপর জামরাতে পাথর মারতে হবে। আমি এবং শেখ হাসিনা দু'জনে মুজদালিফা থেকে পাথর কুড়াতে নামলাম। আমাদের যেখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল তার পাশে প্রচুর ছোট ছোট পাথর পড়ে আছে। আমরা দুজন পাথর কুড়াচ্ছিলাম। ছোট ছোট পাথরগুলো সাদা এবং কাল রং এর। আমি সাদা কাল সব পাথরই কুড়োচ্ছিলাম। তখন শেখ হাসিনা বললেন, সাদা পাথরে হবেনা। জামরাতে শুধু কাল পাথর মারতে হয়। আমি বললাম আপনিতো আরও কয়েকবার হজ্ব করেছেন। তাই আপনি জানেন। আমিতো জানি না যে, জামরাতে শুধু কাল পাথর মারতে হবে। শেখ হাসিনা বলে ফেললেন, "না, আপনারা তো মনে করেন আমরা কিছুই জানি না। আপনারাই সব জাননে।" আমি বললাম, এ কেমন কথা আপনারা জানবেন না এটা একটা কথা হলো? আমি কথা বাড়ালাম না। আমরা পাথর কুড়ানো শেষ করে স্বস্থানে ফিরে এলাম।

এবার খাবারের পালা। আমাদের জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পোলাও, বিরিয়ানী। দেয়ালের ওপাশে খাবারের প্লেট বিতরণ করা হচ্ছে। এদিকে আমরা সব মহিলা বসেছি। দেয়ালের ওপাশ থেকে খাবারের প্লেট হাত বাড়িয়ে নিয়ে আসছেন মহিলারা এবং যার যার জায়গায় বসে খাচ্ছেন। আমি হাত বাড়িয়ে একটা প্লেট এনে শেখ হাসিনাকে দিলাম এবং আর একটা প্লেট আমার জন্য নিয়ে এলাম। এবার বসে দুজনে খেয়ে নিলাম। খেয়ে দেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করছিলাম। এর মাঝে খবর এলো আমাদেরকে এ রাতের

www.pathagar.com

মধ্যেই জামরাতে পাথর নিক্ষেপ সেড়ে কাবাতে বিদায়ী তাওয়াফ সেড়ে মিনায় যেতে হবে। আমরা রাত ১ টার দিকে মিনায় রওয়ানা করলাম । পথে রাতের বেলায়ই আমাদেরকে পাথর মারার জন্য জমরার কাছে নামিয়ে দেয়া হলো। লোকজনের কোনো ভীড় নেই। আমরা সরকারী মেহমানরা শান্তিতে নিরাপদে জামরাতে পাথর নিক্ষেপ সেড়ে নিলাম। এবার আমাদেরকে শেষ রাতের দিকেই আমাদের গাড়ী কাবার চত্বরে নিয়ে এলো। আমরা সৌদী সরকারের মেহমানরা ৩টা বাস ভর্তি হয়ে চলাচল করছি।

পাথর মারার পরে পথে চুল কাটার পালা। আমি এবং ডঃ শাহিদা রফিক গাড়ীতে বসে রইলাম। পুরুষরা নেমে চুল কামিয়ে এলেন। প্রথমে পূর্তমন্ত্রী চুল কামাতে চাননি। কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধে চুল কামিয়ে এলেন। আল্লাহর রসূল সা. যারা চুল কাটতো তাদের জন্য ৩ বার দোয়া করেছেন। এ কথা শুনে এবং বিবির কথায় পূর্তমন্ত্রী চুল কামিয়ে এলেন।

এবার আমাদেরকে কাবার চত্বরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিদায়ী তাওয়াফের জন্য। এ বিদায়ী তাওয়াফ শেষ হলেই আমাদের হজ্বের অনুষ্ঠান শেষ হবে। আমাদের গাড়ী শেষ রাতের দিকেই আমাদেরকে একেবারে কাবার চত্বরের কাছে নামিয়ে দিল বিদায়ী তাওয়াফ সেড়ে নেয়ার জন্য। আমাদের কুরবানীর টাকা আগেই দিয়ে দেয়া হয়েছিল আমাদের হজ্ব মিশনের মুয়াল্লেমের কাছে। কাজেই কুরবানীর চিন্তা আমাদের ছিলনা। আমরা সকলে কাবার চত্বরে তাওয়াফের জন্য নেমে পড়লাম। আমি পূর্তমন্ত্রীর স্ত্রীর সাথে থেকেই তাওয়াফ করছিলাম। তাওয়াফ সেরে দু'রাকাত নামায আদায় করে 'সাই'তে নামতে হয়। আমি দু'রাকাত নামায পড়ে চেয়ে দেখি আমার সঙ্গি ডঃ শাহিদা রফিক এবং অন্যান্যরা সকলে 'সাই'র জন্য চলে গেছেন। আমি এখন উনাদের কোথায় খুঁজে পাব? আমি হতাশ হলাম না। আল্লাহ্‌র ঘরে হজ্ব করতে এসেছি। আল্লাহ্ একটা ব্যবস্থা করে দেবেনই। এবার একাই 'সাই' করতে নামলাম। অন্যান্য মহিলাদের পাশে পাশে থেকে 'সাই' করছিলাম। তিনবার 'সাই'র পর দূর থেকে পূর্তমন্ত্রীকে দেখতে পেলাম। আমি হাত তুলে ইশারা করলাম, এই যে আমি এখানে। পূর্তমন্ত্রী আমাকে দেখতে পেলেন এবং বললেন, আমাদের 'সাই' শেষ। আপনি 'সাই' শেষ করে বাবে আবদুল আজীজে আসেন। আমি 'সাই' শেষ করে মোনাজাত শেষ করতে সকাল ৮টা বেজে গেল।

আমি বাবে আবদুল আজিজ চিনতে পারছিলাম না। তখন একজন ক্লীনার (মনে হলো বাংলাদেশী)কে বললাম, আমাকে একটু বাবে আবদুল আজীজ দেখিয়ে দাও।

www.pathagar.com

সে বলল, আমিতো এখন কাজ রেখে যেতে পারবোনা। এখন ঈদের নামায হবে। আপনি কাবা ঘরে ঈদের নামাযটা সেরেই যান। আমি ভাবলাম, আল্লাহ্‌র ঘরে ঈদের জাতাম পড়ার যখন সৌভাগ্য হলো তো ঈদের জামাতটা সেরেই যাই। এর মধ্যে যদি কেউ খোঁজ করতে আসেন।

ঈদের নামাজ শেষ করে 'বাবে আঃ আজীজ' দিয়ে বেড়িয়ে এলাম, যেখানে আমাদের ৩টা গাড়ী সাড়িবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ছিল, সেখানে দেখলাম একটা গাড়ীও নেই। এখন কি করি? বুঝলাম, আমি ক্বাবাতে এসে হারিয়ে গেছি। আমি হতাশ হলামনা। শুনেছি আল্লাহ্‌র ঘরের মেহমানরা হারায় না। আল্লাহ্ একটা ব্যবস্থা করে দেবেনই। আমরা ডেলিগেশনের সবাই গাড়ীতে ব্যাগ, জুতা রেখে খালি পায়ে তাওয়াফ করতে নেমেছিলাম। তখন শেষরাত ছিল। এখন বেলা বাজে ৯টা। আমি ক্বাবার পথে খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটছিলাম। এমন সময় একটা ১৬/১৭ বছরের ছেলে একটা হোটেল থেকে বেড়িয়ে এল এবং আমার কাছে এসে বলল, আপনি কি হারিয়ে গেছেন? আমি বললাম হ্যাঁ। তখন ছেলেটি বলল, আপনি কোথায় যাবেন? আমি বললাম, 'মিনাতে'। ছেলেটি বলল, মিনাতে তো কোনো গাড়ী যেতে দেবেনা। আপনি আর কোথায় যেতে চান? আমি বললাম, কায্ আল নাকাসায়, আমার বোনের ছেলে থাকে। আমাকে সেখানে পৌঁছে দিলেও চলবে। ছেলেটি তখন আমাকে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যে কোনো গাড়ী দেখলেই একটি রিয়াল হাতে দিয়ে বলছে, আমাকে একটু 'কায্ আল নাকাসায়' পৌঁছে দিতে। কিন্তু কেউ রাজী হচ্ছে না। ছেলেটি আমাকে নিয়ে এভাবে ঘন্টাখানেক চেষ্টার পর বললো, আসুন আমার সাথে। সে আমাকে নিয়ে একটা ব্রীজ পেড়িয়ে আর একটা রাস্তায় চলে এলো। বললো, এ রাস্তার উপরেই বাংলাদেশ মিশন। বাংলাদেশ মিশনের রাস্তায় আসতেই চোখে পড়ল এক জায়গায় ৪/৫টি ছেলে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেগুলোর পড়নে লুংগি, গা খালি। আমি কাছে গেলাম। বললাম, তোমাদের বাড়ী কোথায়? বলে কিনা গচি হাটা। আমার মনে হলো আল্লাহ্ যেনো ওদেরকে হাতে ধরে আমার জন্য পাঠিয়েছেন। কারণ, আমার দেশের বাড়ীও গচিহাটা। আল্লাহ্‌র ঘরের মেহমানরা যে হারায় না আল্লাহ্ একটা ব্যবস্থা করেই দেন তাই এখন মনে হলো আরো বেশী করে। আমি বললাম আমার দেশের বাড়ীও গচিহাটা। তোমরা কোথায় যাবে? ওরা বললো। আমরা হাজী ক্যাম্প থেকে এসেছি এখানে খাবার নিতে। আমার সাথের ছেলেটি বলল, উনি 'কায্ আল মাকাসায়' যাবেন উনাকে আপনারা একটু পৌঁছে দিতে পারবেন? তারা সানন্দে বলল, হ্যাঁ, আমরাতো কায্

www.pathagar.com

আল নাকাসা হয়েই যাবো। উনাকে নামিয়ে দিয়ে যাবো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কায্ আল নাকাসায় আমাকে নামিয়ে দিলে আমার বোনের ছেলেকে কোথায় পাবো? বললাম, কায়, আল নাকাসায় তোমরা আমাকে আমার বোনের ছেলের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেনা? তারা অপারগতা জানালো। বললো, আমরা গাড়ী থেকে নামলে গাড়ী পাবনা। আপনাকে নামিয়ে দিলে আপনি আপনার বোনের ছেলেকে পেয়ে যাবেন। 'কায্ আল নাকাসায় অনেক বাংলাদেশী লোক আছে। কি আর করা। অগত্যা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তাদের সংগেই কায্ আল নাকাসার দিকে রওয়ানা দিলাম।

কায্ আল নাকাসা মক্কা মোয়াজ্জমা থেকে ৫ মিনিটের পথ। আমরা একটা প্রাইভেট টেক্সী করে রওয়ানা দিলাম। ছেলেটি ড্রাইভারের হাতে ১টি রিয়াল গুঁজে দিল এবং আমার হাতে একটি খাবারের রোল (কাগজে মোড়ানো) ধরিয়ে দিয়ে বিদায় নিলো। ছেলেটি জানে যে আমি ক্ষুধার্ত। তার দোকান খোলা রেখে পাক্কা দেড়টি ঘন্টা আমাকে নিয়ে রাস্তায় ঘুরা ফেরা করে। আমাকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে বিদায় নিল। আল্লাহ্র ঘরের মেহমানরা হারিয়ে গেলে আল্লাহ তাদের স্বস্থানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা এমনিভাবে করে থাকেন।

আমার শঙ্কা হচ্ছিল আমি কায্ আল-নাকাসায় বোনের ছেলেকে কোথায় খুঁজে পাবো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্যাক্সী কায্ আল নাকাসার কাছে পৌঁছে গেলো। আমাকে ছেলেগুলো ট্যাক্সী থেকে নামিয়ে দিয়ে বললো সামনের ঐ গলিটাই কায আল নাকাসা। আমি আল্লাহ্র নাম নিয়ে বিদেশ-বিভূইয়ে অজানা অচেনা জায়াগায় গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। ভরসা আল্লাহ্। আল্লাহ্ একভাবে পৌঁছাবেনই। গাড়ী থেকে নামতেই সামনে একটি আইল্যান্ড। আইল্যান্ডের উপর দিয়ে হেঁটে চলছি। খালি পা, বোরকা পড়া। বুকে শুধু আই. ডি. কার্ডটাই আমার পরিচয় বহন করছে যে, আমি সৌদি বাদশাহ'র মেহমান। এছাড়া আমার সাথে হাত ব্যাগ, সেন্ডেল কোনো কিছুই নেই। আইল্যান্ডটা পাড় হয়ে রাস্তা, তারপর দোকান-পাট। কিন্তু সব দোকানপাট বন্ধ। আমি সামনে তাকিয়ে দেখি একটা দোকানের উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা খালেদ ফার্মেসী। আমি আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করলাম। এ খালেদ ফার্মেসিতেই আমার বোনের ছেলে মিলাদ খান ফার্মাসিস্ট। আমার বুকটা খুশীতে ভরে গেল। এভাবে এত সহজে আল্লাহ্পাক ঠিকানা মিলিয়ে দিলেন। কিন্তু ভয়ে বুক দুরু দুরু করে উঠল। আজকেতো ঈদের দিন দোকান পাট সব বন্ধ। যদি সারাদিন দোকান না খুলে কিভাবে পাব আমি আমার বোনের ছেলেকে। দূরে দেখি একট দোকানের একট

www.pathagar.com

দরজার পার্ট খোলা দেখা যায়। সেখানে গেলাম। দেখি একজন সৌদি লোক বসে আছে। আমি বাংলাই বললাম, এখানে মিলাদ খানকে কেউ চেনেন কি? লোকটি তাড়াতাড়ি একজন বাংলাদেশী লোককে ডেকে আনল। আমি বললাম, খালেদ ফার্মেসীর মিলাদ খানকে চেনেন? লোকটি বললো মিলাদ খানতো আমার বন্ধু। আসেন অপনাকে তার কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করি। লোকটা বুঝেছে যে, আমি আল্লাহ্‌র ঘরের হারানো মেহমান। আমি লোকটির সাথে কায্ আল নাকাসায় পাথর কুচি এবং আবর্জনায় ভরা একটি গলি দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে চলেছি আমাকে নিয়ে লোকটি বার্মার আরাকানের একজন মুসলমান ভদ্রলোকের বাসায় পৌঁছে দিয়ে বলল, এই ভদ্রলোক মিলাদ খানের সাথে একই ফার্মেসীতে চাকুরী করেন। আপনাকে উনিই মিলাদ খানের কাছে পৌঁছে দেবেন। তখন বেলা ১১টা হবে। গতকাল আরাফাত থেকে মুজদালিফায় এবং তারপর এক রাতেই জামরাতে পাথর মারার পর শেষরাতে বিদায়ী তাওয়াফ এবং 'সাই' সেড়ে সকালে মক্কায় হারিয়ে যাই। এখন বেলা ১২টায় আমি আমারে বোনের ছেলের সন্ধান পাই। আরকানী ভদ্রলোক বৌ-বাচ্চা নিয়ে কায্ আল নাকাসায় বাস করেন। ঘরে কোনো আসবাবপত্র নেই। ফ্লোরে বিছানায় আমাকে বসতে দিলেন। আমার জন্য কয়েক প্রকারের বিস্কুট নিয়ে এলেন ভদ্র লোকের স্ত্রী। আমি এতো ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ছিলাম যে, আমার হুশ ছিলনা। বসে বসেই ঘুমাচ্ছিলাম। আমি একটি বিস্কুটের টুকরোও মুখে দিতে পারছিলামনা। আমার শুধু মনে হচ্ছিল কখন আমি আমার বোনের ছেলের কাছে পৌঁছাব। ভদ্র লোক তার ছেলেকে আমার বোনের ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মাঝেই আমার বোনের ছেলে মিলাদ খান হাজির। ওকে পেয়ে বিদেশ বিভূইয়ে আমার ধরে যেনো প্রাণ ফিরে এল। বোনের ছেলে এসেই আমাকে দেখে হেসে বলল আসেন খালাম্মা। সে বুঝতে পেরেছে আমি হারিয়ে এখানে কতো ক্লান্ত হয়ে এসেছি। আমি তাড়াতাড়ি ওর সংগে চলে এলাম। ভদ্রলোকের স্ত্রীকে সামান্য সৌজন্যতা জানিয়ে তাদের থেকে বিদায় নিলাম।

আমার বোনের ছেলে মিলাদ খান আমাকে সোজা তার বাসায় নিয়ে এলো। তোয়ালে ও সাবান বের করে দিয়ে বলল, বাথরুম থেকে গোসল সেড়ে নামায সেড়ে নিন। দুপুরে এক বন্ধুর বাসায় আপনার ও আমার দাওয়াত। গোসল ও নামায সেড়ে একটু বিশ্রাম করে দুপুরে খানা খেতে মিলাদের বন্ধুর বাসায় গেলাম। আরকানী ভদ্রলোকের ছেলের গাড়ি দিয়ে আমাকে মিলাদের বাসায় পৌঁছে দিয়েছে। ঐ গাড়িতে করেই আমরা মিলাদের বন্ধুর বাসায় দাওয়াত খেতে

www.pathagar.com

গেলাম। দাওয়াত খেয়ে এ গাড়ি করেই আমাকে মিনায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমাকে মিনায় পৌঁছে দেয়ার জন্য আমার সংগে আমার বোনের ছেলে মিলাদ খান, তার বন্ধু এবং আরাকানী ভদ্রলোকের ছেলে গাড়ি ড্রাইভ করে চলেছে মিনার দিকে। গাড়িতে এসি নেই। বাইরে প্রচণ্ড গরম। এর মাঝেই সৌদি সাধারণ মানুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমার গরম সহ্য হচ্ছিল না। আমাকে এক বোতল ঠাণ্ডা পানি কিনে দিলো আমার বোনের ছেলে। পানি দিয়ে মুখ মাথা ভিজিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি শুকিয়ে গেছে। আবার এক বোতল ঠাণ্ডা পানি কিনে মুখ মাথা ভিজিয়ে মিনার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। মিনার অর্ধেক পথ না যেতেই পুলিশ গাড়ীর পথ রোধ করে দাঁড়ালো। গাড়ী যেতে দেবেনা। মিলাদ খান ও তার বন্ধ যতোই পুলিশকে বুঝাচ্ছে যে, আমি মিনাতে সৌদি বাদশাহ'র মেহমান। আমাকে তারা পৌঁছে দিয়েই চলে যাবে। পুলিশ কোনো কথা শুনতে নারাজ। তখন আমি নিজে গাড়ী থেকে নেমে এলাম। এসে পুলিশকে আমার আই. ডি. কার্ড দেখিয়ে বললাম, আমি মিনাতে একা যাবো কিভাবে। একজনকে অন্ততঃ আমার সংগে যেতে দাও। তখন পুলিশ বুঝতে পারল। একটি পুলিশ ভ্যান যাচ্ছিলো। পুলিশ ইশারা করে ভ্যান থামালো এবং আমাকে ও আমার বোনের ছেলে মিলাদ খানকে পুলিশ ভ্যানে তুলে দিল। অন্যেরা তাদের গাড়িতে রয়ে গেলো। আমি আমার বোনের ছেলের সাথে মিনাতে পৌঁছে গেলাম। মিনার গেষ্ট প্যালেসের সামনে পুলিশ ভ্যান আমাকে ও মিলাদ খানকে নামিয়ে দিল। এবার মুশকিলে পড়লাম। মিনার গেষ্ট প্যালেস অনেকগুলো। আমি কোন্ প্যালেসে ছিলাম আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। আমার প্যালেসের পিছনে ছিল কালো পাহাড়। সামনে ছিলো বিরাট গেট। আমি কিছুক্ষণের মাঝেই আমার সেই কালো পাহাড়ের সামনে আমার সেই প্যালেস পেয়ে গেলাম। গেটের কাছে পৌঁছে আমার বোনের ছেলের সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে, আমার রুমের ফোন নম্বর দিয়ে, গেট থেকেই বিদায় দিতে হলো। বাইরের কারোই ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি নেই।

আজকে আবার জামরাতে পাথর মারতে যেতে হবে। আমাকে মিনাতে ফিরতে দেখে পূর্তমন্ত্রী এবং তার স্ত্রী অবাক হয়ে গেলেন। পূর্তমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম মিয়া আমি হারিয়ে যাওয়ার পর আমাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছেন। বেচারা আমার উপর ভীষণ রেগে আছেন। তিনি আমাকে খুব খুঁজেছেন। অথচ আমি এসে একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলামনা।

www.pathagar.com

মিনাতে থেকে আমাদেরকে আবারও দু'দিন জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। আমরা সকলে একটি বাসে করে মিনা থেকে জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে বের হলাম। রাস্তা লোকে লোকারণ্য। মিনার গেষ্ট প্যালেসে এসির মধ্যে থেকে আমরা বুঝতে পারিনি বাইরে কি ভীষণ গরম। হাজী সাহেবানদের জন্য গাড়ি বেশীদূর এগুতে পারছেনা। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম এবং সকলে মিলে পায়ে হেঁটে জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করতে চললাম। বেশীদূর যেতে হলোনা। আমরা পাথর নিক্ষেপের জায়াগায় এসে গেছি। সবাই আমরা নিজ হাতে পাথর নিক্ষেপ করেছি। কোনো অসুবিধা হয়নি। তখনও ভীড় তেমন জমে উঠেনি। একদিক থেকে হাজী সাহেবানরা আসছেন পাথর নিক্ষেপ করার জন্য আবার অন্য রাস্তায় তারা ফিরে যাচ্ছেন। বেশী ভিড়ের সময় শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। যাওয়ার সময় এতো ভীড় ছিলনা। এখন ফেরার সময় ভীড় ঠেলে ফিরতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। ডঃ শাহিদা রফিকের সংগে থেকেই আমি হজ্বের আরকানসমূহ পালন করছি। পাথর নিক্ষেপের পর ফেরার পথে আমরা গাড়ি করে মিনার গেস্ট প্যালেসের কাছাকাছি এসে আমাদের রাস্তা হারিয়ে ফেললাম। পূর্তমন্ত্রী নেমে খোঁজ করে এলেন আমাদের প্যালেসে যাওয়ার রাস্তা কোন্‌টি। তাতে আমাদের পাথর নিক্ষেপ সেরে মিনাতে ফিরতে বেশ দেরী হয়ে গেলো। পূর্তমন্ত্রী রাস্তা খোঁজ করে ফিরে এলেন। এবার আমরা আমাদের যথাস্থানে ফিরে এলাম এবং আমরা মাগরীবের নামাজ সেড়ে নিলাম। আমরা আসরের নামায সেড়েই পাথর নিক্ষেপের জন্য সকলে মিলে বাসে করে বেড়িয়ে পড়েছিলাম। পথ হারিয়ে মিনার প্যালেসে ফিরতে দেরী হলো।

মিনার গেস্ট প্যালেসে আজ আমাদের শেষ দিন। আগামীকাল জামরাতে শেষ পাথর নিক্ষেপের পর বিদায়ী তাওয়াফ। এরপর আমাদেরকে মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে যাওয়া হবে। সকালে breakfast -এর পর মন্ত্রীর রুমে গেলাম। ডঃ শাহিদা রফিককে বললাম, যাবেন না পাথর নিক্ষেপ করতে? আমি হারিয়ে গিয়ে কিভাবে মিনায় এলাম উনি বা উনার স্ত্রী কেউ জিজ্ঞেস করলেন না। আর উনি আমাকে খুঁজেছেন আমি তার প্রতি একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনি বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আসলে মেয়েদের একা হজ্ব করতে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। সেবার আমি সৌদী সরকারের গেস্ট হিসেবে হজ্ব করতে গিয়ে প্রতি পদে পদে টের পেয়েছি। আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন। যদিও খাওয়া দাওয়া থাকায় আমার জন্য কোনো অসুবিধা ছিলোনা। আমার জন্য সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা ছিলো। আমার এবাদতে, আমার পড়াশুনার জন্য সবচেয়ে বেশী সুযোগ-সুবিধা

www.pathagar.com

ছিলো। একা আসার কারণে আল্লাহপাক আমাকে ভাল শিক্ষা দিয়েছেন। কোনো মহিলা যেনো তার মহরেম পুরুষ ছাড়া বা নিকট আত্মীয় মহিলাদের সঙ্গী না হয়ে হজ্ব বা ওমরা করতে না আসেন। দু'দিনের বিপদের কথা। একদিন বাথরুমে ঢুকেছি। বাথরুমের কাজ সেড়ে বের হতে যাব এমন সময় দরজা এমনভাবে আটকে যায় যে আমি আর বের হতে পারছিলামনা। রুমে আর কেউ ছিল না। যে আমাকে সাহায্য করবে। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আল্লাহ্ পাকের কাছে মাফ চাইলাম এই বলে যে, আল্লাহ্পাক আমাকে মাফ করে দাও। আমি আর কোনোদিন এ ভুল করবোনা। আপন জন না নিয়ে তোমার ঘরে আর এভাবে তোমার আদেশ অমান্য করে হজ্ব করতে আসবো না। আমি জোড়ে জোড়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম, যদি আওয়াজ কারো কানে যায়। আল্লাহ্পাক যদি সাহায্য করেন। আল্লাহ্পাক আমাকে সাহায্য করবেন এ বিশ্বাস আমার ছিলো। এসব বিপদ আমাকে দিচ্ছেন শুধু আমাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। ভাগ্যিস আমার রুমের বাইরের দরজাটা খোলা ছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে পাশের কেন্টিনের একটি লোক এসে আমার বাথরুমের দরজা খুলে দিলো। লোকটি বললো, এ দরজাটা মাঝে মাঝে এভাবে আটকে যায়।

আজকে মিনাতে আমাদের শেষ দিন। মিনাতে পাথর নিক্ষেপ শেষ করে রাতেই আমাদের কাবায় নিয়ে যাওয়া হবে বিদায়ী তাওয়াফের জন্য। বিদায়ী তাওয়াফ শেষ করে জেদ্দার 'কনফারেন্স প্যালেসে' আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে। আগামীকাল সকালে আমরা সকল মেহমানরা ব্রেকফাস্টের পরই জেদ্দা কনফারেন্স প্যালেস থেকে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করব ইনশায়াল্লাহ। প্রিয় নবীজীর রওজা মোবারক জোয়ারতের উদ্দেশ্যে।

আমরা মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে জেদ্দা কনফারেন্স প্যালেস থেকে বেড়িয়ে এলাম। আমাদের জন্য নির্ধারিত স্পেশাল বাস জেদ্দার কনফারেন্স প্যালেস থেকে মেহমানদের নিয়ে সোজা মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।

এমনিতে সকল হাজী সাহেবানরাই মদীনা মুনাওয়ারায় ৮দিন অবস্থান করেন। চল্লিশ ওয়াক্ত নামায মসজিদে নববীতে আদায় করেন। কুরআন খতম করেন এবং নবীজীর রওজায় বখশিয়া দেন। আমাদের সে সৌভাগ্য হবে না।

আমাদের বাস জেদ্দার কনফারেন্স প্যালেস থেকে মেহমানদের নিয়ে সোজা মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় সকাল বেলা ব্রেকফাস্টের পরপরই। জেদ্দায় এখন প্রচুর সবুজের সমারোহ। বিভিন্ন আইল্যাণ্ডে সবুজ ঘাস ছেয়ে আছে। ফোয়ারা থেকে ঘুরে ঘুরে চারদিকে ঘাসের উপর পানি ছিটিয়ে পড়ছে। এভাবে

www.pathagar.com

মরুভূমির দেশ জেদ্দায় এখন চারদিকে সবুজের স্নিগ্ধতা। আমরা চারদিক দেখতে দেখতে বাসে চলছি। মদীনার পথে চারদিকে পাহাড় ঘেরা। কোথাও কাছে পাহাড় কোথাও দূরে পাহাড়। মদীনার পথে চলতে গেলেই আমদের প্রিয় নবীজী তার প্রিয় মাতৃভূমি থেকে ইসলামের দুশমন, তাঁর আপন আত্মীয়দের চরম দুশমনীর কারণে মদীনায় তাঁর কষ্টের হিজরতের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। সেই স্মৃতি মনে করে চোখে পানি এসে যায় সকল হাজীসাহেবানদেরই।

আমাদের বাস সোজা মদীনার গ্রীন প্যালেসের সামনে থেমে যায় সকাল ১২ টার মধ্যে। বিদেশী মেহমানদের বাস বলেই মনে হয় তাদের নিরাপত্তার জন্য বাস পথে কোথাও থামেনি। এমনিতে সাধারণ বাস সব সময় যেখানেই নামাযের সময় হয় সেখানে থামে এবং যেখানে একটি মসজিদের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কেন্টিনও থাকে সেখানে সাধারণ হাজীসাহেবানরা বা যাত্রীরা নামায সেরে কিছু খেয়ে নিতে বা বিশ্রাম নিতে পারেন। কিন্তু আমাদের নামাযের জন্য কোথাও থামতে হয়নি। আমরা ফজর নামায পড়ে ব্রেকফাস্ট সেড়ে জেদ্দা থেকে রওয়ানা দিয়ে বেলা ১২ টার মধ্যেই মদীনায় পৌঁছে মসজিদে নববীতে জোহরের নামায পড়ার সুযোগ পাই। আমরা গ্রীন প্যালেসের কাউন্টারে যার যার নামে নির্ধারিত রুমের চাবি বুঝে নেয়ার জন্য দাঁড়ালাম। মদীনার গ্রীন প্যালেসে আমাদের বি.এন.পি'র ডেলিগেটদের জন্য আমাকেসহ মাত্র দুটি রুম দেয়া হয়েছে। অথচ জেদ্দায় কনফারেন্স প্যালেসে এবং মীনার গেষ্ট প্যালেসে আমার জন্য সব সময় আলাদা রুম ছিলো। এদিকে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এসে আমাদের রুমের অবস্থার কথা শুনে বলে ফেললেন, 'আপনি চলে আসুন আমদের সাথে।' আমরা প্রথম বুঝতে পারিনি গ্রীন প্যালেসে আমাদের রুমের ব্যবস্থাপনার কথা। আমরা লাগেজপত্র নিয়ে লিফটে করে সোজা আমাদের জন্য নির্ধারিত রুমে চলে এলাম। রুমে লাগেজপত্র রেখে আমরা বাথরুমে অজু গোসল সেরে কেন্টিনে সোজা চলে এলাম। কেন্টিনে খানা সেরে আমরা সোজা চলে যাব মসজিদে নববীতে জোহরের নামায আদায়ের জন্য।

আজ ১টা দিন নবীজীর মদীনা মুনাওয়ারায় থাকা হবে আমাদের। কাজেই নামাযের পর আমি আর গ্রীন প্যালেসে ফিরে আসবোনা। একেবারে এশার নামায সেড়ে গ্রীন প্যালেসে ফিরে যাব মনস্থ করলাম। সেভাবেই বাকী দিনটা মসজিদে নববীতে বসে নামাজ এবং কুরআন তিলাওয়াতেই কাটিয়ে দিলাম এবং কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব নবীজীর রওজার উদ্দেশ্যে বখশিয়া দিলাম। ডঃ শহিদা রফিক জানালেন আমাদেরকে এশার নামাজ বাদ নবীজীর রওজা

www.pathagar.com

জেয়ারতে নিয়ে যাওয়া হবে।

সৌদি সরকারের মেহমানদের জন্য রওজা মোবারকে যাওয়ার বিরাট গেট খুলে দেয়া হলো। আমাদেরকে একদম রওজা মোবারকের গ্রীলের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার নবীজীর এতো কাছে পৌঁছার নছিব হবে তা ভাবতেই পরিনি। চোখের পানিতে দরূদ ও সালাম পেশ করলাম নবীজীর রূহের প্রতি তাঁর রওজা মোবারকের প্রতি। এরপর সকল মেহমান ২ রাকাত নামায আদায় করলেন। আমরা দু'জন মহিলাও পুরুষদের পেছনে ২ রাকাত নামায আদায় করলাম। রওজা জেয়ারত শেষে এবার আমাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। আবারও গেট খুলে দেয়া হলো। আমরা শেষবারের মতো নবীজীর রওজা মোরকের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে রওজা মোবারক দেখতে দেখতে রওজা প্রাঙ্গন থেকে বেড়িয়ে এলাম। আমরা সকলে পায়ে হেঁটে মসজিদে নববী থেকে গ্রীন প্যালেসে চলে এলাম। আমরা পায়ে হেঁটেই মসজিদে নববীতে যাই। গ্রীন প্যালেস থেকে মসজিদে নববী একেবারে কাছে।

এবার আমরা রিসিপ্শনে গেলাম যার যার রুমের চাবি নেয়ার জন্য। এবার রুম নিয়ে গোল বাঁধল। আমাদের ডেলিগেশনে তিন জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা। জেদ্দার কনফারেন্স প্যালেস ও মদীনার গেষ্ট প্যালেসে সব জায়াগায় আমাদেরকে তিনটি রুম দেয়া হয়েছে। ১টা আমার জন্য ও ১টি সিটি মেয়র মির্জা আব্বাস এবং এমপি আজীজুল হক সাহেবের জন্য আর একটি মন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর জন্য। মদীনায় এসেই গোল বাঁধল। রিসিপশন থেকে বারবার বলছে, আমাদের মেহমানদের রুম দিতে পারছিনা। আমাদের রুম নেই। আপনাদের দু'জন মহিলাদের জন্য একটি রুম এবং তিনজন পুরষের জন্য একটি রুম দেয়া হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রীর স্ত্রী তা মানতে নারাজ। তিনি বললেন, মিথ্যা কথা। আমাদের দু'জনের জন্য এক রুম দেয়া হয়েছে বলে তিনি সোজা স্বামীকে নিয়ে এক রুমে চলে গেলেন। এমন ফলস্ পজিশনে পড়বো কোনোদিন ভাবিনি। শেখ হাসিনাও রিসিপশনে ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আপনি চলে আসুন আমাদের সাথে। শেষ পর্যন্ত আমাকে মদীনার বাংলাদেশ মিশনের একটা রুমে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। পূর্তমন্ত্রী এবং এমপি আজীজুল হক সাহেব দু'জনে আমাকে বাংলাদেশ মিশনে পৌঁছে দিয়ে এলেন। বললেন, সকালে মিশনের দু'জন লোক আপনাকে গ্রীন প্যালেসে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাংলাদেশ মিশনের ৩ তলার একটি প্রশস্থ রুমে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাতের জন্য একটি একা নিরিবিলি রুম পেয়ে স্বস্থির নিঃশ্বাস

www.pathagar.com

ফেললাম। এতোক্ষণে বোরকা খুলে একটু ফ্রি হলাম। খুব আরাম লাগছিল। আমার কোনো ভয় ভীতির অনুভূতি ছিলোনা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে অজু করে নামায সেরে অনেকক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করার সুযোগ পেলাম। মসজিদে নববীতে সারা দিনই নামাযের পরপর কুরআন তিলাওয়াতেই সময় কাটিয়েছি। আমি হাফেজ মানুষ। আমি যখনই সময় পাই কুরআন তিলাওয়াতে সময় কাটাই। তাছাড়া একটি দিন মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববীতে বসে যতোটুকু কুরআন তিলাওয়াত করেছি এবং যেটুকু কুরআন তিলাওয়াত করতে পারব, সবটুকু আমার প্রিয় নবীজীর রওজা মোবারকে বখশিয়া দিয়ে যাব ইনশায়াল্লাহ্ এই নিয়তে কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। আজ একটু বেশী রাত পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত করার নিয়্যত করলাম। এমন নিরিবিলি সময় আর পাবোনা। আর আজকের রাত আমার প্রিয় নবীজীর শহরে আমার শেষ রাত। অনেক রাত পর্যন্ত এবাদতে, কুরআন তিলাওয়াতে কাটিয়ে শুয়ে পড়লাম। শেষ রাতে জেগে গেলাম। কিছুক্ষণ এবাদতে কাটালাম। ফজরের নামায সেরে কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। এমন সময় মিশনের দু'জন লোক এলো এবং আমাকে গ্রীন প্যালেসে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিলো।

এবার আমাদের নবীজী সা. এর শহর মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বিদায়ের পালা। আমরা সকালের ব্রেকফাস্ট সেরে লাগেজপত্র গুছিয়ে গ্রীন প্যালেসের লাউঞ্জে বসে আছি। মন্ত্রীর সংগে দেখা করতে এলো মদীনা শরীফের বি.এন.পি সেক্রেটারী। পবিত্র জায়গায় থেকে নবীজীর সা. পরশে সব মানুষই ভালো হয়ে যায়। দেখলাম বি.এন.পি'র সেক্রেটারীর বয়স প্রায় ৪০/৪৫ বছর হবে। মাথায় টুপি। কথাবার্তায় বেশ সৎ বলেই মনে হলো।

আমি বাংলাদেশ থেকে আসার সময় আমার বড় ছেলে কম্পিউটারের কিছু পার্টস জেদ্দা থেকে কেনার জন্য বেশ কিছু টাকা দিয়েছিল। কিন্তু আমি একা থাকায় তা আর কেনা সম্ভব হয়নি। অবশ্য ফোনের মাধ্যমে আমার বোনের ছেলেকে কিছু কেনাকাটার অর্ডার দিয়েছিলাম। সে জেদ্দাতে বাংলাদেশ এমবেসীর এক লোকের মাধ্যমে আমার সেই অর্ডারকৃত জিনিসগুলো পাঠিয়ে দেয়। আমার ছেলের দেয়া টাকা আমার হাতেই থেকে যায়। এদিকে আমার বড় মেয়ে নূরজাহান শাম্মী হজ্বে আসার প্রাক্কালে বলেছিল, আম্মা যদি সম্ভব হয় কিছু সোনা বা সোনার জিনিষপত্র আনবেন। মক্কা মদীনায় খাঁটি সোনা পাওয়া যায়। আমার হাতে টাকা রয়ে যাওয়ায় বিদায়ের প্রক্কালে সকলেই লাউঞ্জে বসে আছি এমন সময় আমি পূর্তমন্ত্রী মহোদয়কে বললাম, আমি একটু সোনা কিনতে

www.pathagar.com

চেয়েছিলাম। আমার কাছে কিছু ডলার আছে। আমিতো ডলার ভাঙ্গাতে পারবোনা। আপনি যদি আপনাদের বি.এন.পি'র সেক্রেটারী সাহেবকে আমার সংগে একটু যেতে বলেন, তাহলে আমি সোনাটুকু কিনতে পারি। তখন বি.এন.পি'র সেক্রেটারী সাহেব আমার সংগে আসলেন সোনার দোকানে। মদীনায় মসজিদে নববী এবং গ্রীন প্যালেসের সামনে সারি সারি সোনার দোকান। আমি ৫ ভরি সোনা কিনতে চাইলাম। উনি দরদাম করছিলেন। হঠাৎ সেক্রেটারী সাহেব আমাকে একটি সোনার ছোট পাত দেখিয়ে বললেন, আপনি যদি এই সোনার পাতটা নিতে পারতেন তাহলে একদম খাঁটি সোনা পেতেন। আমি বললাম, পাতটা কত ওজন হবে? সেক্রেটারী সাহেব বললেন, ১০ ভরি এবং এর সাথে ১ ভরি সোনা বাড়বে কোনো গয়না বানাতে গেলে। মোট ১১ ভরি। আমি বললাম এতো সোনা কেনার টাকা কি হবে? তখন উনি ডলারগুলো গুণতে লাগলেন এবং একসময় বললেন যে, হ্যাঁ টাকা হয়ে যাবে। আপনি নিয়ে নেন সোনাটুকু। এইভাবে মদীনার সোনার দোকান থেকে দশ ভরির একটি সোনার পাত কেনা হয়ে যায়। আমি চিন্তাই করিনি যে আমি দশভরি সোনা কিনবো। সোনা কিনে লাউঞ্জে ফিরে এলাম।

আমরা জেদ্দার বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। যথাসময়ে বাস এসে গেলো। আমাদেরকে এ বাসে করেই জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছে দেয়া হবে এবং বিমান বন্দর থেকে আজই আমরা স্বদেশের পথে রওয়ানা কবর ইন্‌শায়াল্লাহ্‌। যথাসসয়ে আমাদের জন্য নির্ধারিত বাস এসে গেলো। আমরা সকলে যার যার লাগেজপত্র নিয়ে বাসে চড়ে বসলাম এবং আমাদের প্রিয় নবীজীর শতশত স্মৃতি বিজড়িত মদীনা মুনাওয়ারাকে শেষ বারের মতো প্রাণভরে দেখতে দেখতে স্বদেশের পথে পাড়ি জমালাম।

সমাপ্ত